উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮০,৭৮৭.৩০ (+৭৬.৫৪)

নিফটি : ২৪,৭৭৩.১৫ (+৩২.১৫)

আধার বৈধ : সুপ্রিম কোর্ট

বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষায় ব্যক্তি পরিচয়ের প্রামাণ্য নথি হিসাবে আধার কার্ড ব্যবহার করা যাবে। সোমবার এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। » ৭

আজ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন

জগদীপ ধনকরের পর কে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হবেন, তা ঠিক হবে আজ। মঙ্গলবার সংসদের বসুধা ভবনের এফ-১০১ নম্বর ঘরে চলবে ভোটগ্রহণ। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৭°	৩৪°	২৭°	৩৪°	২৬°	৩৪°	২৬°

পুজোয় আসছে ১২০০ মেট্রিক টন পদ্মার ইলিশ » ৫

২৩ ভাদ্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 9 September 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 113

নিজভূমে পরবাসী

কাঁটাতারের ওপারে তাঁর ধানখেতের আগাছা পরিষ্কার করতে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ বর্মন। ছাগল তাড়াতে গেলে বাংলাদেশিদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। তিন বাংলাদেশি মিলে কৃষ্ণকে টেনেহিঁচড়ে বাংলাদেশে নিয়ে যান।

মাটিতে পড়ে যাওয়া বিক্ষোভকারীকে তোলার চেষ্টা করছেন অন্যরা। কাঠমাণ্ডুতে সোমবার।

সমাজমাধ্যম বন্ধে বিদ্রোহ ছাত্রসমাজের

নেপালে বিক্ষোভে নিহত ১৯

নিউজ ব্যুরো

৮ সেপ্টেম্বর : তারুণ্যের বিদ্রোহ। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের পর তরুণ প্রজন্মের রোষে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে নেপাল। বিশেষ করে দেশের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেই বিদ্রোহে শামিল স্কুল পড়ুয়ারাও। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে হাজার হাজার ছাত্র পুলিশের জলকামান, রাবার বুলেট, লাঠি, এমনকি গুলি উপেক্ষা করে সোমবার ব্যারিকেড ভেঙে ঢুকে পড়েছিল কাঠমাণ্ডুতে নেপালের সংসদে।

সংসদ ভবনে ঢোকার ২ নম্বর গেটে আগুন লাগানো হয়। শত চেষ্টা করেও বিক্ষোভকারীদের সংসদ চত্বর থেকে বের করতে পারেনি নিরাপত্তাবাহিনী। উলটে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে কমপক্ষে সোমবার রাত পর্যন্ত অন্তত ১৯ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা শতাধিক। কাঠমাণ্ডু থেকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে নেপালের প্রায় সব জেলায়।

নেপালের এই 'জেন জেড'-এর বিদ্রোহ ঠেকাতে সেনা তলব করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের বাসভবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেনাবাহিনীকে। রাজধানী শহর এলাকায় জারি হয়েছে কার্ফিউ। বিক্ষোভকারীদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় পদত্যাগ করেছেন নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক।

রক্তাক্ত। সোমবার কাঠমাণ্ডুতে জখম তরুণ।

কাঠমাণ্ডু পোস্টে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, পরিস্থিতি মোকাবিলার ইতিকর্তব্য ঠিক করতে মন্ত্রীসভার বৈঠক চলাকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী ওপি শর্মা ওলির কাছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ঘটনার নৈতিক দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন বলেন। দিনকয়েক আগে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়েছিল নেপাল। গোলমাল ঠেকাতে হিমসিম খেয়েছিল পুলিশ। এবারের বিক্ষোভ তার চেয়েও তীব্র বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এই বিদ্রোহের কারণ, সমাজমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা। ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, এক্সের মতো ২৬টি সমাজমাধ্যমকে গত ৪ সেপ্টেম্বর থেকে নেপাল সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে ইন্টারনেটপ্রিয় তরুণ প্রজন্ম। শেষপর্যন্ত সোমবার পথে নামে তারা। যদিও শুধু সমাজমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা নয়, বিদ্রোহের নেপথ্যে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ভূরিভূরি অভিযোগও আছে।

দুর্নীতি ঠেকানোর বদলে সরকার সমাজমাধ্যম বন্ধ করে মতপ্রকাশের অধিকার কেড়ে নিল বলে আন্দোলনকারীদের বক্তব্য। বিক্ষোভকারীদের হাতে দেখা যায় 'সামাজিক মাধ্যম নয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও', 'সামাজিক মাধ্যমকে মুক্ত করো', 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুবসমাজ' ইত্যাদি লেখা পোস্টার। নেপালের জাতীয় পতাকা হাতেই পথে নামে ছাত্রসমাজ।

এরপর দশের পাতায়

বেড়ার ওপারের জমি অধিগ্রহণের দাবি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ারগামী আপ পদাতিক এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন পার করার পরই ট্রেন থেকে বাংলাদেশ দেখবে বলে জানলার পাশে গিয়ে বসেন মিত্র দম্পতি। নিউ চ্যাংরাবান্ধার পর কাঁটাতারের বেড়া দেখতেই কার্যত চেঁচিয়ে ওঠেন তাঁরা। কাঁটাতারের দিকে আঙুল তুলে ছেলে আয়ুষকে বলতে থাকেন, 'ওই দেখ বেড়ার ওপারেই বাংলাদেশ।' হুগলির উত্তরপাড়ার বাসিন্দা সুব্রত মিত্র তিনদিনের ছুটিতে পরিবার সহ বেড়াতে গিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ার। ট্রেন থেকে বাংলাদেশ দেখার কথা আগেই শুনেছিলেন তিনি। সুব্রতর মতোই শিলিগুড়ি থেকে ফাঁসিদেওয়া যাওয়ার সময় রাজ্য সড়কের ধার ঘেঁষে থাকা কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের ভূখণ্ডকে বাংলাদেশ বলে ভুল করেন বহু মানুষ। কাঁটাতারের ওপারেও যে হাজার হাজার বিঘা ভারতীয় জমি রয়েছে এবং সেখানে এখনও বহু মানুষ বসবাস করেন সেকথা জানেন না অনেকেই। কাঁটাতার তাঁদের কাছে দর্শনীয় বিষয় হলেও, বেড়ার ওপারে থাকা ভারতীয়দের অবস্থা হয়েছে খাঁচাবন্দি পশুদের মতোই।

বিএসএফের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের কোচবিহার থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পর্যন্ত রাজ্যের দশটি জেলার ৬৪টি ব্লক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পং বাদে উত্তরবঙ্গের বাকি ছয় জেলাই বাংলাদেশ ঘেঁষা। প্রত্যেক জেলাতেই কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয়দের বাড়ি ও চাষের জমি রয়েছে। রাজ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার মোট দৈর্ঘ্য ২২১৬.৭০ কিলোমিটার। ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেয় দুই দেশের সীমানা বা জিরো পয়েন্ট থেকে দেড়শো গজ ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেতরে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হবে। বাস্তবে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে সীমান্ত নকশার জটিলতায় দেড়শো গজ কোথাও বেড়ে হয়েছে পাঁচশো, কোথাও হাজার। সীমান্ত প্রহরী বিএসএফ জওয়ানরা কাঁটাতারের বেড়ার এপারেই পাহারা দেন।

বাংলাদেশের দিকে কোনও সীমানা প্রাচীর বা বেড়া না থাকায় সহজেই ভিনদেশের দুষ্কৃতীরা যখন-তখন জিরো পয়েন্ট পেরিয়ে ভারতে ঢুকে অপকর্ম করে বাংলাদেশে ফিরে যায়। আবার বেড়ার ওপারের ভারতীয়রা ইচ্ছে অনুসারে মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে যাতায়াত করতে পারেন না। কারণ, কাঁটাতারের গেট খোলা হয় দিনের নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট নিয়মে। তারমধ্যেই ঢুকতে, বেরোতে হয় বাসিন্দাদের। পান থেকে চুন খসলেই পড়তে হয় বিএসএফের চোখরাঙানির মুখে। ফলে বাস্তবে নিজভূমে পরবাসীর মতোই দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা।

কাঁটাতারের ওপারের ভারতীয় জমি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিগ্রহণের দাবি উঠেছে বারেবারে। তবে সীমান্তবাসীদের বোবা কান্নায় কর্ণপাত করেনি কোনও সরকার।

দেশজুড়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে ঘুরেফিরে আলোচনায় আসছে রাজ্যের সীমান্তের প্রসঙ্গ। নতুন করে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি, সীমান্ত সুরক্ষা মজবুত করা সহ নানা বিষয়ে পদক্ষেপ হলেও কোথাওই

এরপর দশের পাতায়

ঘটনার পর সীমান্তে জটলা স্থানীয়দের।

ফের অপহৃত ভারতীয় কৃষক, ৬ ঘণ্টা পর উদ্ধার

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৮ সেপ্টেম্বর : ফের ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করেছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। তবে অপহরণের ৬ ঘণ্টার মধ্যে ওই কৃষককে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ। সোমবার ঘটনাটি ঘটে সোমবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের শীতলকুচি ব্লকের মিরাপাড়া গ্রামের শিববাড়ি এলাকায়। বিএসএফের এক আধিকারিক জানান, কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই ভারতীয় কৃষককে নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে ঢুকে গিয়েছিল বাংলাদেশিরা। তবে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর বৈঠকের পর ওই কৃষককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'ঘটনা জানার পর ঘটনাস্থলে ছিলেন শীতলকুচি থানার ওসি ও মাথাভাঙ্গা এসডিপিও। বিএসএফ ও বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিং করে অপহৃত কৃষককে ফিরিয়ে এনেছে।'

অপহরণের ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে সীমান্ত এলাকায়। এদিন বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ কৃষ্ণ বর্মন নামে এক কৃষক কাঁটাতারের ওপারে তাঁর ধানখেতের আগাছা পরিষ্কার করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় দেখেন তাঁর ধানের খেত নষ্ট করছিল বাংলাদেশি বাসিন্দার ছাগল। ছাগল তাড়াতে গেলে বাংলাদেশিদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। এর পরেই দুই বাংলাদেশি বাসিন্দা তাঁকে মারধর করতে থাকেন। এরপর তৃতীয় আরেক বাংলাদেশি

এরপর দশের পাতায়

মেডিকেলে পচছে লাশ

১৬টি চেম্বারের ভিতরে ঠেসেঠুসে রাখা ৪৮টি দেহ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর : বেওয়ারিশ লাশের স্তূপ জমেছে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানকার মর্গে ১৬টি চেম্বারের ভিতরে ঠেসেঠুসে রাখা হয়েছে ৪৮টি দেহ। কেন সৎকার হচ্ছে না? এ প্রশ্নের জবাবে পুর কর্তৃপক্ষের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। তারা বলছে, পুরসভার তরফে সেগুলির সৎকার করার কথা থাকলেও তারা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। এব্যাপারে জানতে চাইলে সত্যি সত্যিই দায় এড়িয়ে গিয়েছে কোচবিহার পুরসভা।

এদিকে, বাড়তি দেহ জমে যাওয়ায় অতিরিক্ত চাপে কুলার মেশিনগুলি মাঝেমধ্যেই বিকল হয়ে যাচ্ছে। দেহ রাখতে সমস্যা হওয়ায় তদন্তে ধাক্কা খাচ্ছে পুলিশও। সমস্যা মেটানোর জন্য মেডিকেল কর্তৃপক্ষের তরফে ইতিমধ্যেই সদর মহকুমা শাসককে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের বক্তব্য, 'দেহগুলির সৎকার করার দায়িত্ব পুরসভার। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই তারা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। তারা বলছে এটা নাকি তাদের দায়িত্ব নয়। অথচ অন্যান্য জায়গায় পুরসভাই এই কাজ করে। সদর মহকুমা শাসককে বিষয়টি জানিয়েছি। এর স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত।' আর পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন, 'এটা আমাদের দায়িত্ব নয়। আমাদের শ্মশানের চুল্লিতে পচাগলা দেহ পোড়াতে গেলে সেটি বিকল হয়ে যায়। এর আগে মেডিকেলের প্রচুর দেহ পোড়ানোয় তিন মাস চুল্লি খারাপ ছিল।'

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গ।

পুরসভা দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ায় এখন দেহগুলি শেষপর্যন্ত কী করা হবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে কর্তৃপক্ষ। কোচবিহার ও সংলগ্ন এলাকা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হলে তা এমজেএন মেডিকেলের মর্গে রাখা হয়। দুপুর পর্যন্ত এখানে ময়নাতদন্ত হয়। ফলে দুপুরের পর কারও অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তাঁর দেহ মর্গে রাখতে হয়।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

এখন রাস্তার খেউড়কেও লজ্জা দেবে বিধানসভা

আশিস ঘোষ

জানি না, বিধানসভা ভবনের দোতলার লাইব্রেরিতে এখন আর কেউ যান কি না। কিংবা গেলে কতজন যান, পুরোনো রেকর্ড উলটেপালটে দেখেন! দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার সূত্রে বিধানসভায় গিয়েছি। দেখেছি দুই এমএলএ-র পার্টির দেবপ্রসাদ সরকার ফাঁকা ঘরে একা বসে বইপত্র ঘেঁটে নোট করছেন। দেখেছি আরএসপি'র অমল রায় বিস্তর মোটা মোটা বই বগলে নিয়ে সভায় ঢুকে একেবারে পয়েন্ট ধরে ধরে প্রিভিলেজ মোশন পেশ করছেন।

দেখেছি, স্পিকার হাসিম আবদুল হালিমের সঙ্গে নিয়মকানুনের খুঁটিনাটি নিয়ে কংগ্রেসের জয়নাল আবেদিনের চাপানউতোর। কখনও বিনয় চৌধুরী কী অসীম ধৈর্য নিয়ে বক্তৃতা করছেন ভূমি সংস্কার নিয়ে। কী সিরিয়াস সেই বিতর্ক। রিপোর্টারদের গ্যালারিতে বসে আমরা মন দিয়ে শুনতাম। সেসব বিতর্ক খুব একটা কাগজে ছাপা হয় না বটে, কিন্তু বিধানসভাকে পাড়ার রক বলে মনে হয়নি তখন। বরং শিখেছি অনেক।

এখন মিডিয়ায় প্রচার পাওয়ার জন্য শর্টকাট ধরেছেন সবাই। তারস্বরে অর্থহীন চিৎকার কিংবা আসন ছেড়ে সভার মাঝখানে নেমে ধস্তাধস্তি। তিতিবিরক্ত হয়ে একসময় স্পিকার তো কাউকে না কাউকে বের করে দেবেনই। তাঁদের চ্যাংদোলা করে বের করার সময় আহত হবেন মার্শালরা। স্লোগান দিতে দিতে সাসপেন্ড বিধায়করা

এরপর দশের পাতায়

পুজো পর্যন্ত ডিএ মামলার রায় অনিশ্চিত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মামলার শুনানি শেষ হল শেষপর্যন্ত। কিন্তু রায় স্থগিত রেখেছেন বিচারপতিরা। পুজোর আগে রায় ঘোষণার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে। কেননা, সরকারপক্ষ ও কর্মচারী মহল- উভয়পক্ষকে আরও কোনও বক্তব্য থাকলে সময় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সরকারের বক্তব্য লিখিতভাবে জানানোর জন্য দুই সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। কর্মচারী সংগঠনগুলিকে সময় দেওয়া হয়েছে এক সপ্তাহ।

কর্মচারী সংগঠনগুলির আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য স্পষ্ট করেই বলেন, 'দীপাবলির আগে কর্মীদের ডিএ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, লিখিত নোট দিতে তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। তারপর বিচারপতিরা বসবেন।' রায় ঘোষণায় আরও সময় লাগার ইঙ্গিত আছে বিকাশের মন্তব্যে। তাঁর কথায়, 'এই বছরের মধ্যে পেলেই আমরা খুশি হব।'

ডিএ মামলার দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে হতাশা ও অভিযোগ কম ছিল না। সুপ্রিম কোর্টে বারবার এই মামলার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। শেষপর্যন্ত সোমবার বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি পিকে মিশ্রর ডিভিশন বেঞ্চে উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনা হয়। এতে শুনানি শেষ হলেও রায় সংরক্ষিত আছে।

এতে পুজোর আগে সুখবর না এলেও কর্মচারী সংগঠনগুলি আশাবাদী। যেমন, কর্মচারী পরিষদের দেবাশিস শীল বলেন, 'পুজোর আগেও বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আমরা স্পষ্ট হতে পারলাম না। তবে আমরা আশাবাদী যে, রায় আমাদের পক্ষে যাবে।' কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ-এর সভাপতি শ্যামল মিত্র বলেন, 'সরকারপক্ষের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, তাঁদের সমস্ত বিষয়ে বলা হয়ে গিয়েছে। নতুন করে বলার কিছু নেই। ফলে পরে আর সরকারপক্ষ বলতে পারবে না যে, তাদের কথা শোনা হয়নি। আমরা কর্মীদের জয় নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী।'

সুপ্রিম কোর্ট আগে বকেয়া ডিএ'র অন্তত ২৫ শতাংশ ছ'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারকে মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল। রাজ্য সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া না দিয়ে আদালতের কাছে আরও ছ'মাস সময় চায়। সেই আবেদনের ওপর গত ৪ থেকে ৭ অগাস্ট পর্যন্ত শুনানি চলে। পরে রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল সেদিন অন্য মামলায় ব্যস্ত থাকায় শুনানি পিছিয়ে যায়।

সোমবারের শুনানিতে কিন্তু রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল আবার স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, কোনও রাজ্যকে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে আইনত বাধ্য করা যায় না।

এরপর দশের পাতায়

লুপ পুলের পথে দুটি সিঙ্কিং জোন

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : সিকিমগামী নতুন ৭১৭ এ জাতীয় সড়কে নতুন করে বিপত্তি দেখা দিয়েছে। পূর্ব হিমালয় এমনিতেই অনেকটা ভঙ্গুর প্রকৃতির। কালিম্পং জেলার এই অংশে এমনই ভঙ্গুর পাহাড় কেটে নির্মীয়মাণ দুই লেনের জাতীয় সড়কের দুটি জায়গায় অনেকটা গভীরে সিঙ্কিং জোন দেখা দিয়েছে। ফলে ধসে যাচ্ছে সড়কের ওই দুটি অংশ।

লুপ পুলের রাস্তায় এই দুটি সিঙ্কিং জোনই বাগ্রাকোট থেকে সড়ক শুরু হওয়ার প্রথম কয়েক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে। জুলাই-অগাস্টের লাগাতার বৃষ্টির জেরে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে চুইখিমের আগে পাহাড়ের কয়লাখনি বলে পরিচিত এলাকায় রাস্তার একটি অংশ সম্পূর্ণ ধসে গিয়েছে। ধসে গিয়েছে কালভার্টের একাংশও। যে কারণে এই পথে যানবাহন চলাচল এখনও পুরোপুরি বন্ধ না হলেও কোনওমতে একটি করে হালকা গাড়ি পেরোতে দেওয়া হচ্ছে সড়কের এই অংশ দিয়ে। এছাড়া বাগ্রাকোট বস্তি এলাকাও সিঙ্কিং জোন হওয়ায় সেখানে রাস্তার গার্ডওয়াল ধসে গিয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে এই সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার সুমিত জয়সওয়াল বলেন, 'কয়লাখনি বলে পরিচিত যে জায়গায় বারবার ধস নামছে সেখানে সড়কের নীচে প্রায় ১২০ ফুট গভীরে পাহাড়ের গোড়া দিয়ে জল বয়ে চলেছে স্রোতের মতো। বিশেষজ্ঞরাই বলেছেন জায়গাটি সিঙ্কিং জোন। কালিম্পং বন বিভাগের অন্তর্গত এই এলাকায় প্রতিদিন একটু একটু করে নীচের মাটি জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ফলে মাঝে মাঝেই নির্মিত সড়ক বা কালভার্ট ভেঙে পড়ছে।' সুমিত জানান, একই পরিস্থিতি পাহাড়ে ওঠার কিছুটা পর লুপ পুলের আগে বাগ্রাকোট বস্তি এলাকায় সড়কের প্রায় শুরুর অংশেও। সেখানেও ক্রমাগত ধসে পড়ছে মাটি ও গার্ডওয়াল।

ধসছে নির্মীয়মাণ রাস্তার মাটি। -সংবাদচিত্র

সুমিত বলেন, '২০১৯ সালে এই সড়কের কাজ শুরু হওয়ার আগে কাজের যে টেন্ডার হয়েছিল সেই নথিতে কোথাও এই দুটি সিঙ্কিং জোনের উল্লেখ নেই। কাজ করতে গিয়ে এখন যা পরিস্থিতি তাতে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতেই হবে ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)-কে।'

সড়ক ধসে যাওয়ার প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ভূতাত্ত্বিক অধ্যাপক সুবীর সরকার বলেন, 'বাগ্রাকোটের ওপরে কালিম্পং পাহাড়ের যে জায়গাটি কয়লাখনি নামে পরিচিত সেখানে দামুদা শ্রেণির গুঁড়ো কয়লা পাওয়া যায়। গুণগতমান ভালো নয়। যে জন্য বহু বছর আগে ওখান থেকে কয়লা তোলা হলেও পরবর্তীতে সরকারি নির্দেশে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও লোকচক্ষুর আড়ালে ওই পাহাড় থেকে র‍্যাট হোল মাইনিংয়ের মাধ্যমে একটু একটু করে কয়লা পাচার চলছেই। রাস্তা বসে যাওয়ার এটাও একটা কারণ হতে পারে।'

এরপর দশের পাতায়

হেরিটেজ ইঞ্জিন ফিরছে পাহাড়ের ট্র্যাকে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : ট্র্যাকে ফিরছে ১৪২ বছরের পুরোনো স্টিম ইঞ্জিন। দিল্লির মিউজিয়াম থেকে পাহাড়িপথের জন্য ইঞ্জিনটি নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। ডিএইচআরের তরফে ভারতীয় রেল বোর্ডের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত কথাও হয়েছে। সব ঠিক থাকলে, আগামী মাসেই দেশের রাজধানী থেকে ইঞ্জিনটি পৌঁছে যাবে শৈলশহর দার্জিলিংয়ে। ডিএইচআর সূত্রে খবর, তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে পুনরুজ্জীবিত করা হবে ইঞ্জিনটিকে। সাফল্য মিললে পরবর্তীতে গুয়াহাটি, হাওড়া এবং দিল্লি থেকে আরও তিনটি বসে যাওয়া ইঞ্জিন নিয়ে এসে ট্র্যাকে দৌড় করানোর পরিকল্পনা রয়েছে ডিএইচআরের। সেইমতো তিনধারিয়া ওয়ার্কশপেও প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েকমাস আগে বেবি সিভককে (সবচেয়ে ছোট স্টিম ইঞ্জিন) নতুন জীবন দিয়েছিলেন তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের কর্মীরা। ওই কাজ সফলভাবে হওয়ার পরেই দিল্লি থেকে ইঞ্জিন নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএইচআর। এই প্রসঙ্গে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'দিল্লিতে কথা হয়ে গিয়েছে। ইঞ্জিনটি আসার পর আমরা চেষ্টা করব মেরামত করার। সফলভাবে কাজ করে ট্র্যাকে ফেরত পাঠাতে পারলে আরও পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।'

ইতিমধ্যে ডিএইচআরকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তুলতে তিনটি নতুন জয়রাইড চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। কোথাও সূর্যাস্ত, কোথাও আবার সূর্যোদয় দেখাতে জয়রাইড চালানোর ভাবনা নিয়েছে ডিএইচআর। কোনও জয়রাইডে করে আবার চা বাগানে ঘোরা, সেখানকার চা পাতা তোলার কাজও দেখা যাবে। পুজো থেকেই এই পরিষেবা চালু করে দিচ্ছে ডিএইচআর। স্টিম এবং ডিজেল দুইরকম ইঞ্জিন দিয়েই এই জয়রাইডগুলি চালানো হবে। নতুন জয়রাইডগুলিতে ব্রেক জার্নিরও ব্যবস্থা রয়েছে। এইমুহূর্তে ১৩টি সচল স্টিম লোকোমোটিভ ডিএইচআরের কাছে রয়েছে।

ডিএইচআরকে আরও বেশি জনপ্রিয় করতে ১৪২ বছরের পুরোনো মিউজিয়ামে রাখা হেরিটেজ ইঞ্জিন ট্র্যাকে ফেরাতে চাইছে রেল। সেইমতো প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ১৮৮২-'৮৩ সালে এই ইঞ্জিনটি তৈরি হয়েছিল। এরপর ১৯৯৯ সালে রেলওয়ে বোর্ডের সদর দপ্তরে শোকেস করা হয়। ২০২২ সালে সেখান থেকে দিল্লির রেল মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয় ইঞ্জিনটিকে। এতদিন সেখানেই ছিল ওই ইঞ্জিনটি। সম্প্রতি ডিএইচআর কর্তারা রেল মিউজিয়াম পরিদর্শনে গিয়ে ওই ইঞ্জিনটিকে ফের ট্র্যাকে ফেরানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেইমতো তিনধারিয়া রেল ওয়ার্কশপের বাস্তুকারদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। তাঁরাও ইঞ্জিনটিকে ট্র্যাকে ফেরাতে সবরকম চেষ্টা করার আশ্বাস দেন। এরপরেই রেল বোর্ডের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইঞ্জিনটি ট্র্যাকে দৌড়াতে পারলে পর্যটকদের এই হেরিটেজ স্টিম ইঞ্জিন রাইডেরও ব্যবস্থা করবে রেল।

আশার আলো

- দিল্লির মিউজিয়াম থেকে শৈলশহরে নিয়ে আসা হচ্ছে ১৮৮২-'৮৩ তে তৈরি ইঞ্জিন
- তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে পুনর্জীবন দিয়ে ট্র্যাকে ফেরানো হচ্ছে ঐতিহ্যের ইঞ্জিনকে
- হেরিটেজ স্টিম ইঞ্জিন রাইডের পরিকল্পনা ডিএইচআরের, আনা হতে পারে আরও তিনটি ইঞ্জিন

টিএমসিপি নেতা সাসপেন্ড

সামসী, ৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অসম্মানের অভিযোগে এবি সোয়েল নামে এক ছাত্র নেতাকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)। সেই সঙ্গে চাঁচল কলেজের টিএমসিপি ইউনিট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যার পর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কথা জানান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। কলকাতায় তৃণমূলের মঞ্চ খোলার প্রতিবাদে ২ সেপ্টেম্বর টিএমসিপির চাঁচল ইউনিটের তরফে প্রতিবাদ সভা করা হয়। সেই বিক্ষোভে রবি ঠাকুরের ছবি পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ বিজেপির। যা নিয়ে বিতর্ক হয়। সেই ঘটনায় সাসপেন্ড করা হল টিএমসিপি নেতাকে।

কর্মখালি

ম্যাট্রিমনী প্রতিষ্ঠানে Experience Telecalling এবং Service-এর জন্য মেয়ে চাই। 8653243203. (C/117965)

অ্যাফিডেভিট

আমি Abdul Quddus, S/o -Umed Ali আমার ভোটার কার্ডে আমার ও আমার বাবার নাম Abdul Kuddus, S/o Amed Ali পুরাতন র‍্যাশন কার্ডে (No- 655779) Jalem Ali @ Abdul Quddus, S/o Amed Ali ও ভোটার লিস্ট 2002, 32 কালিয়াগঞ্জ (SC) এসেমবলি পার্ট No. 131, SL NO-7 এ Jalimuddin S/o - Omed Ali এবং আমার আধার কার্ডে আমার নাম Abdul Quddus, S/o Amed Ali থাকায় গত 06/09/2025 এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধনি করে Abdul Kuddus S/o Amed Ali/ Jalimuddin S/o Omed Ali, Jalem Ali @ Abdul Quddus, S/o Amed Ali ও Abdul Quddus S/o Amed Ali থেকে Abdul Quddus S/o- Umed Ali নামে পরিচিত হলাম যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118217)

কর্মখালি

রায়গঞ্জ, ময়নাগুড়ি ও শিলিগুড়ির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। (থাকা ফ্রী) বেতন- ১০০০০-১২৫০০। M-8797633557 (C/117966)

তারিখ পরিবর্তন

ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটি ও বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী মঞ্চ শ্রী শ্রী গণেশ পূজা 2025 ডোনেশন কাম লাকি গিফট্ কুপন (সদস্যদের মধ্যে) খেলাটি 7/9/2025-এর পরিবর্তে 11/9/2025 সন্ধ্যা 7 টায় অনুষ্ঠিত হইবে। -**"সম্পাদক"**

আলিপুরদুয়ার জংশনে টিএসআর (পি) কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৭৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৪-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ৩০-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম : নিউ মাল জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল)-টিএসআর(পি)-৬৫.৮০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্য: ২৩,৭৭,৯৭,৪০৬.১৩/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৩,৩৯,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৬-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মধুর সেবা

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./৫৬ অব ২০২৫, তারিখ: ০৪-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ জলপাইগুড়িতে:- এডিইএন/১/নিউ জলপাইগুড়ির অধীনে সেন্ট্রাল কলোনি গ্রাউন্ড-এ ক্রিকেট গ্রাউন্ড, স্টেডিয়াম কভারড গ্যালারি ১০০ মিটার-এর ব্যবস্থা এবং বাউন্ডারি ওয়াল মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ৩,৯৭,৮৫,৭৫৩.৫৪ টাকা, বিড সিকিউরিটি: ৩,৪৮,৯০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ জলপাইগুড়ির সাউথ ইয়ার্ড, নিউ জলপাইগুড়ির নর্থ ইয়ার্ড এবং নিউ জলপাইগুড়িতে এআরটি সেন্ট্রাল সাইডিং-এ লং হোল (পাইপ স্পেশাল) রেকের জন্য পথ নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ৩,৯৮,৮৬,৪৯৭.৯৮ টাকা, বিড সিকিউরিটি: ৩,৪৯,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice

Agricultural Chemist STL, Raiganj invites electronics bids for purchase of Chemicals, Glassware, filter paper and other miscellaneous items for laboratory vide NIeT No. 01/2025-26/STLRAI. Details can be viewed in **http://www.wbtenders.gov.in** on & from 08.09.2025 at 10:00 hours. Last date e-submission is 13.10.2025 upto 04:00 PM for the aforesaid NIT.

Sd/-
Agriculture Chemist
STL, Raiganj

চা শ্রমিকদের আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান

নাগরাকাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা বাগানে চিতাবাঘের হামলা প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। সারাবছরে এতে জখম হওয়ার সংখ্যাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। যত দিন যাচ্ছে হামলার সংখ্যাও ততই বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে মুশকিল আসানের ভূমিকা পালন করতে পারে কর্মরত চা শ্রমিকদের প্রোটেকটিভ গিয়ার বা আত্মরক্ষামূলক সামগ্রীর ব্যবহার। এতে সাপের ছোবল থেকে রক্ষা মিলবে। মহানন্দা নর্থ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজকুমার লায়েক তরাইয়ের সুকনা চা বাগানে গিয়ে হাতেকলমে বিষয়টি পরীক্ষামূলক প্রয়োগও করে এসেছেন।

এবিষয়ে রাজকুমারের বক্তব্য, 'ফলাফল অত্যন্ত আশাপ্রদ। যে সমস্ত প্রোটেকটিভ গিয়ার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে তা আরেকটু মডিফাই বা সংশোধন করে নিতে পারলেই একটি বড় সমস্যা দূর হবে বলেই মনে করি। এই উপায় বাগানগুলি যদি অবলম্বন করে তবে শুধু যে হতাহততেই রাশ টানা সম্ভব হবে তা নয়। শ্রমিকদের ওপর চিতাবাঘের হামলা হলে বাগানগুলিরও যে আর্থিক ক্ষতি হয় সেদিক থেকেও তারা উপকৃত হবে।'

সুকনা চা বাগানের ম্যানেজার কল্লোল ভাদুড়ি জানালেন, রেঞ্জ অফিসার যে পন্থা দেখিয়েছেন তা যথেষ্ট কার্যকরী। বৃহত্তর আঙ্গিকে কীভাবে এর ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি এগিয়ে এলে খুব ভালো হয়।

এবিষয়ে উত্তরবঙ্গের প্রধান মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'চিতাবাঘের হামলা হলে শারীরিক ক্ষতি রোধ করতেই এমন প্রচেষ্টা। তবে আরও ট্রায়ালের প্রয়োজন আছে। শ্রমিকদের স্বচ্ছন্দতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।'

ইশারায় বাড়ি চেনাল মূক ও বধির

৬ ঘণ্টার চেষ্টায় ইব্রাজকে বাড়ি ফেরাল পুলিশ

মূক ও বধির কিশোরকে বাড়িতে পৌঁছে দেয় পুলিশ। সোমবার।

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : স্বাভাবিক কোনও কিশোর বা তরুণের ক্ষেত্রে হারিয়ে গেলে বাড়ির ঠিকানা বলতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু সোমবার সকালে ফালাকাটার পাঁচ মাইলে ১২ বছরের এক মূক ও বধির কিশোরকে নিয়ে কালঘাম ছোটে পুলিশের। ফুটবল খেলা দেখতে বেরিয়ে কোনওভাবে পথ ভুলে ৩০ কিমি দূরের গোপালপুর চা বাগান থেকে সেই কিশোর চলে আসে পাঁচ মাইলে। কিন্তু সেই ঠিকানা পুলিশ কোনওভাবেই বুঝতে পারেনি। তখন কিশোরের হাতের ইশারাই ভরসা হয়ে দাঁড়ায় পুলিশের। সেই ইশারার উপর ভরসা করেই গাড়িতে করে ৬ ঘণ্টা এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় যেতে হয় পুলিশ আধিকারিকদের। তারপর মেলে কিশোরের বাড়ি। তুলে দেওয়া হয় বাবা, মায়ের হাতে। এভাবে পুলিশ এসে সন্তানকে পৌঁছে দেওয়ায় বীরপাড়ার গোপালপুর চা বাগানের ওই কিশোরের বাবা-মা ভীষণ খুশি।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্যের কথায়, 'সোমবার সকালে থানার অন ডিউটি এসআই তাপস বর্মন ওই শিশুটিকে দেখতে পান। সে পথ ভুলে কোনওভাবে ফালাকাটায় চলে আসে। কোনও কথাও বলতে পারছিল না। শুনতেও পায় না। তখন তার ইঙ্গিতের উপর ভরসা করেই থানার গাড়িতে করে বাড়ির ঠিকানা খোঁজা হয়। এভাবে ৬ ঘণ্টার চেষ্টায় ওই কিশোরকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।'

গোপালপুর চা বাগানের শ্রমিক যুবরাজ গোয়ালা। তাঁর একমাত্র ছেলে ইব্রাজ গোয়ালা মূক ও বধির। ছেলে বাড়ি না ফেরায় তিনি রবিবার রাতে বীরপাড়া থানাতেও ডায়েরি করেন। এদিন যখন পুলিশের গাড়ি ইব্রাজকে বাড়িতে নিয়ে আসে তখন সন্তানকে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন যুবরাজ। তাঁর কথায়, 'রবিবার সন্ধ্যা থেকে ছেলের খোঁজ পাচ্ছিলাম না।' ইব্রাজের মা জাইক্লিন গোয়ালা বলেন, 'ছেলেকে না পাওয়ায় রাতে ঘুমোতে পারিনি।'

খাবারের খোঁজে...

রামশাই এলাকায় নদীর চরে গন্ডার। -সংবাদচিত্র

জলঢাকা চরেই বুনোদের আস্তানা

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : তিন মাস বন্ধ থাকার পর ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ফের খুলে যাচ্ছে গরুমারার জঙ্গল। তবে পর্যটকদের জন্য জঙ্গল খোলার আগেই জঙ্গলের বাইরেই হাতি-বাইসন ও গন্ডারের দেখা মিলছে। জঙ্গল লাগোয়া জলঢাকা নদীর চরই হয়ে উঠেছে বন্যপ্রাণীদের আস্তানা। এদিকে জঙ্গল বন্ধ থাকলেও চর এলাকাতে বন্যপ্রাণীদের দেখতে পেয়ে বেজায় খুশি পর্যটক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে, পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয় লাগোয়া এলাকায় বন্যপ্রাণীরা চলে আসছে বলে চিন্তিত পরিবেশপ্রেমীরা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বনকর্তাদের দাবি স্বাভাবিকভাবেই ওই এলাকায় বন্যপ্রাণীরা আসে। এমনকি তাদের নিরাপত্তারও ব্যাপারেও নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

গরুমারা জঙ্গলের মধ্য দিয়েই জলঢাকা নদী বয়ে গিয়েছে। নদী লাগোয়া গরুমারা জঙ্গলের প্রায় শেষপ্রান্তে ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই। রামশাইয়ের অপর প্রান্তে ধূপগুড়ির নাথুয়ার জঙ্গল। দুই জঙ্গলের মাঝে জলঢাকার চরই এখন গরুমারার হাতি, গন্ডার, হরিণ বা বাইসন থেকে অন্য বন্যপ্রাণীদের বিচরণক্ষেত্র। এদিকে বুনোদের দেখতে প্রতিদিনই কাতারে কাতারে মানুষ ওই এলাকায় ভিড় জমাচ্ছেন। প্রতিবছর বর্ষার তিন মাস জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকে। তবে বেশ কিছু পর্যটক এখন থেকেই ডুয়ার্সমুখী হচ্ছেন। যদিও চলতি মাসের ১৬ তারিখ জঙ্গল খুলবে।

যেমন রামশাই নৌকাঘাট এলাকায় একসঙ্গে গন্ডার ও বাইসনের দেখা পেয়ে উচ্ছ্বসিত কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা পর্যটক রুবেল সরকার ও তাঁর পরিবার। রুবেল বলেন, 'জঙ্গল বন্ধ বলে বন্যপ্রাণী দেখতে পাব না ধরেই নিয়েছিলাম। তবে লাটাগুড়িতে শুনতে পেয়েছিলাম জঙ্গলে প্রবেশ না করেও রামশাই এলাকায় বন্যপ্রাণীর দেখা মেলে। তাই বিকেলে ঘুরতে এসেছিলাম। আর তাতেই চমক। একপাল বাইসন ও গন্ডার দেখতে পেয়েছি।'

> জঙ্গল বন্ধ বলে বন্যপ্রাণী দেখতে পাব না ধরেই নিয়েছিলাম। তবে লাটাগুড়িতে শুনতে পেয়েছিলাম জঙ্গলে প্রবেশ না করেও রামশাই এলাকায় বন্যপ্রাণীর দেখা মেলে। তাই বিকেলে ঘুরতে এসেছিলাম। আর তাতেই চমক। একপাল বাইসন ও গন্ডার দেখতে পেয়েছি।
>
> **রুবেল সরকার** পর্যটক

তবে ওই এলাকায় এত বিপুল পরিমাণে বন্যপ্রাণী চলে আসায় জঙ্গলে খাদ্যাভাবকে কাঠগড়ায় তুলেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। উত্তরবঙ্গের পরিবেশপ্রেমী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদারের অভিযোগ, জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের খাবারের অভাব থাকায় তারা লোকালয়ে চলে আসছে। এখানে তাদের নিরাপত্তাও যথেষ্ট কম। যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ বন দপ্তর।

বন দপ্তর সূত্রে খবর গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া ওই এলাকাকেও গরুমারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন ওপরমহলে জানানো হয়েছে। অনুমোদন মিললে জঙ্গলের ওই অংশও গরুমারার মধ্যে আনা হবে। তবে বন্যপ্রাণীদের কথা চিন্তা করে ওই এলাকায় আগাগোড়াই কড়া নজরদারি চলে বলে দাবি উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভির। পাশাপাশি জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের কোনও খাদ্যাভাব নেই এবং নতুন করে জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের জন্য ঘাস লাগানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৮১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৮৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৩৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৪৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৪৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন ৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দ্যা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(একটি ভারত সরকারের উদ্যোগ)
আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি, হিলকার্ট রোড, সঞ্চিতা বস্ত্রালয়ের ভবন চতুর্থ তলা এবং পঞ্চম তলা, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

পুরাতন খুচরো এবং গাঁটবন্দি পাট বিক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি (এনআইকিউ)

পুরাতন কাঁচা পাট যেগুলি গাঁটবন্দি এবং খুচরো অবস্থায় আমাদের বিভিন্ন বিভাগীয় বিক্রয় কেন্দ্রগুলি যেগুলি শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ে 'যেখানে যেমন আছে এবং কোনও অভিযোগ নেই'- ভিত্তিতে রয়েছে সেই পাটগুলির বিক্রয়ের জন্য নামমুদ্রাঙ্কিত দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য আগ্রহী পক্ষদের আহ্বান করা হচ্ছে। বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টেন্ডার নথিপত্রগুলি আমাদের ওয়েবসাইট https://www.jutecorp.in/tenders/-এ উপলব্ধ রয়েছে। অথবা এটি আমাদের আঞ্চলিক কার্যালয় যেটি হিলকার্ট রোড, সঞ্চিতা বস্ত্রালয় ভবন চতুর্থ এবং পঞ্চম তলা, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, ৭৩৪০০১-এ অবস্থিত, ০৯.০৯.২০২৫ থেকে ০৭.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০-টার মধ্যে সংগ্রহ করতে পারবেন। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৭.১০.২০২৫ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত দ্যা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ে। টেন্ডার খোলার তারিখ ০৮.১০.২০২৫ দুপুর ১২.০০টায় যেটি সংঘটিত হবে আমাদের আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গে। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে জেসিআই ওয়েবসাইট www.jutecorp.in-এ পরিদর্শন করুন। যদি এনআইকিউ (দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি) সংক্রান্ত কোনও প্রকার শুদ্ধিকরণ/সংশোধন/সংযোজন ইত্যাদির প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এজেন্সিদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, জেসিআই-এর ওয়েবসাইটটি নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করুন, এই বিষয়গুলি সমস্তটাই শুধুমাত্র জেসিআই ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে এবং এই বিষয় সংক্রান্ত পুনরায় কোনও প্রকার প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে না।

স্বাক্ষরিত/-
আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
শিলিগুড়ি অঞ্চল

CBC 41122/12/0020/2526

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সাঁঝবাতি, বেলা ১১.৩০ পুত্রবধূ, দুপুর ২.০০ প্রতিশোধ, রাত ১২.০০ বাজি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.০০ বিন্দাস

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতারক

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.০০ নো প্রবলেম, দুপুর ১২.০০ গব্বর ইজ ব্যাক, বিকেল ৩.০০ সর্গ সে সুন্দর, সন্ধে ৭.০০ ভাগম ভাগ, রাত ১০.০০ বেবি

জি বলিউড : বেলা ১১.২৬ আরজু, দুপুর ২.৪২ এতরাজ, বিকেল ৫.০০ অন্দাজ, রাত ৮.০০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, ১০.১৮ কিশন কানহাইয়া

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.২১ শাদি মে জরুর আনা, ২.৪১ শিবম, সন্ধে ৭.৩০ ভোলা, রাত ৯.২৬ খিলাড়ি ৭৮৬

ম্যামালস দুপুর ১২.২৬ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

বোঝেনা সে বোঝেনা
বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

খিলাড়ি ৭৮৬ রাত ৯.২৬ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন আলস্যে কাটলেও সন্ধের পর ভালো খবর পেতে পারেন। বেহিসেবি খরচে রাশ টানুন। বৃষ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব হবে। সন্তানের চাকরির খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। মিথুন : কোনও কাজে সুফল পেতে গেলে একটু ধৈর্য রাখুন। পরিবারে কোনও গুরুজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা। কর্কট : দূরের কোনও বন্ধুর সাহায্যে ব্যবসায় অচলাবস্থা কাটবে। জমি, বাড়ির কেনার স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনা। সিংহ : স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে। একাধিক উপায়ে অর্থ উপার্জনের রাস্তা খুলতে পারে। কন্যা : কোনও পুরোনো সম্পত্তি কেনার সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। আপনার ব্যবহারের কারণে পরিবারে অশান্তি। তুলা : স্বামী-স্ত্রীর ধৈর্য প্রচেষ্টায় কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল পেতে পারেন। বৃশ্চিক : অচেনা কোনও ব্যক্তিকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সংসারে বাড়তি খরচে চিন্তা বাড়বে। ধনু : সেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে শান্তি পাবেন। ধর্মীয় কাজে দান করতে পেরে তৃপ্তি। প্রেমে দোলাচল থাকবে। মকর : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। বাড়ি বা জমি বিক্রি করার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। কুম্ভ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচ বাড়বে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সংকট হতে পারে। মীন : পরিবারে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। পথেঘাটে চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩ ভাদ, সংবৎ ২ আশ্বিন বদি, ১৬ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৪৬। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৮।৩১। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৯।৫। শূলযোগ দিবা ৬।৩৮ পরে গণ্ডযোগ রাত্রি ৩।৫৭। তৈতিলকরণ দিবা ৯।২৭ গতে গরকরণ রাত্রি ৮।৩১ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৯।৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৮।৩১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।৩১ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৬।৫৭ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।১৮ গতে ২।৪০ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৩ গতে ৮।৪০ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৮।৪০ গতে ৯।৫ মধ্যে মেষলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১।১৮ গতে ২।৪৫ মধ্যে মিথুন ও কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগ বিবাহ।) বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৭ মধ্যে ও ১২।৪২ গতে ২।১৯ মধ্যে ও ৩।৬ গতে ৪।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২০ মধ্যে ও ৮।৪৩ গতে ১১।৬৭ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইভটিজিংয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হয়নি

স্কুলে তালা মেরে বিক্ষোভ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৮ সেপ্টেম্বর : বহিরাগতরা মদ্যপ অবস্থায় স্কুলে ঢুকে ছাত্রীদের উত্যক্ত করেছে। এমনকি ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে স্কুলের তিন ছাত্রকে রাস্তায় আটকে মারধরও করা হয়েছে। অথচ স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই অভিযুক্ত বহিরাগতদের নামে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কুক্তিকাটা ধরণীকান্ত হাইস্কুলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়ে পড়ুয়ারা। দফায় দফায় স্কুলের কক্ষে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিচার চাই, বিচার চাই বলে স্লোগানও দেওয়া হয়। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে এবং পড়ুয়াদের দাবি মেনে স্কুল কর্তৃপক্ষ বহিরাগত তরুণদের নামে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার আশ্বাস দিলে শেষমেশ তালা খুলে দেওয়া হয়। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটির সাপেক্ষে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে স্কুল। যদিও নির্দিষ্ট কারোও নামে অভিযোগ দায়ের হয়নি।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার বিকালে। শিক্ষক দিবস পালন উপলক্ষ্যে সেদিন স্কুলে পড়ুয়ারা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। পড়ুয়াদের অভিযোগ, বহিরাগত দুই তরুণ স্কুলে ঢুকে তাদের সেই অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা শুরু করেছিল। এমনকি ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে তারা। এমনকি সেদিন ঘটনার প্রতিবাদ করা হলে স্কুলের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে বহিরাগতদের রীতিমতো বচসা বেধে যায়। তখনকার মতো স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে অবশ্য বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা হয়েছিল। তবে ঘটনার সেখানেই শেষ নয়। সেদিনই অনুষ্ঠান শেষে তিনজন ছাত্র একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। ওই সময় অভিযুক্ত দুই তরুণ আরও একজনকে সঙ্গে নিয়ে পড়ুয়াদের পথ আটকে মারধর করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানা থাকলেও গত কয়েকদিনে স্কুল কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের না করায় পড়ুয়ারা ক্ষোভে ফুঁসছিল। এদিন সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

তবে বহিরাগত তিনজনকেই রবিবার পুলিশ আটক করেছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে পরে তাদের ছেড়েও দেওয়া হয়। আবার যদিও স্বপক্ষে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরবিন্দ বীরের দাবি, 'ঘটনার পরই বিষয়টি পুলিশকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছিল। পুলিশ ব্যবস্থাও নিয়েছে।' এদিকে, স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি ভবেন্দ্রনাথ বর্মন আবার এবিষয়ে প্রধান শিক্ষককেই দায়ী করেছেন। তিনি জানান, লিখিত অভিযোগ দায়ের করার জন্য প্রধান শিক্ষককে বলা হলেও উনি তা করেননি।

তারপরই সোমবার গোটা ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়। স্কুলের সবক'টি কক্ষে তালা দিয়ে পড়ুয়ারা বিক্ষোভে শামিল হয়। দীর্ঘক্ষণ পঠনপাঠন বন্ধও ছিল। পড়ুয়াদের আন্দোলনে সমর্থন জানাতে বেশ কয়েকজন অভিভাবকও স্কুলে হাজির হয়েছিলেন। পড়ুয়াদের পক্ষে সাগর বর্মনের বক্তব্য, 'স্কুলে এত বড় ঘটনা ঘটার পরও প্রধান শিক্ষক বহিরাগতদের নামে পুলিশে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন না। তাই বাধ্য হয়ে স্কুলে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।' সাগরকে সমর্থন করে আরেক পড়ুয়া জয়জিৎ বর্মনও। এদিকে, এক পড়ুয়ার অভিভাবক মন্টুরঞ্জন সরকার জানান, বহিরাগতরা স্কুলে ঢুকে অসভ্যতা করল। পড়ুয়াদের মারধর করল। অথচ স্কুল কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয় কেন? এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের।

তালা মারার ঘটনায় উত্তেজনা। কুক্তিকাটা ধরণীকান্ত হাইস্কুলে।

যা ঘটেছে

- বৃহস্পতিবার বহিরাগত দুই তরুণ স্কুলে ঢুকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ
- ঘটনার প্রতিবাদ করা হলে স্কুলের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে রীতিমতো বচসা বেধে যায়
- অনুষ্ঠান শেষে অভিযুক্ত দুজন আরও একজনকে সঙ্গে নিয়ে তিন পড়ুয়ার পথ আটকে মারধর করে বলে অভিযোগ

নাবালিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার প্রতিবেশী

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৮ সেপ্টেম্বর : ধর্ষণের শিকার হল ১৪ বছরের এক নাবালিকা। ঘটনায় অভিযুক্ত নাবালিকারই প্রতিবেশী এক তরুণ। সে আবার নাবালিকার এক দূরসম্পর্কের মামাও বটে। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে ওই তরুণ নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নির্যাতিতা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। বেশ কয়েকদিন আগে ঘটনাটি ঘটলেও নাবালিকার বাবা সোমবার বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের এই ঘটনায় এলাকায় বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে প্রতিবেশী ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এনিয়ে তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নেধারা মনোজকুমার বলেন, 'তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা

অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর।

হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

নাবালিকা স্থানীয় স্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া। তার পরিবার জানিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণ তার দূরসম্পর্কের মামা। পরিচিতি থাকায় নাবালিকা মাঝেমধ্যেই অভিযুক্তদের বাড়িতে যেত। ১৬ দিন আগে ওই অভিযুক্তের বাড়ির উঠোন দিয়েই দোকানে যাচ্ছিল নাবালিকা। তাকে দোকানে যেতে দেখে গুটখা কিনে আনতে বলে অভিযুক্ত। সেই গুটখা দিতে যাওয়ার সময়ই জোর করে নাবালিকাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় তরুণ। নাবালিকার মুখে গামছা চেপে ধরে ধর্ষণ করে। এমনকি ঘটনার কথা কাউকে জানালে নাবালিকা ও তার বাবা-মাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয় অভিযুক্ত। তাই ভয়ে এতদিন মেয়েটি কাউকে কিছু জানায়নি।

এদিকে, ঘটনার পর থেকে নাবালিকা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেনিয়ে নাবালিকার মা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে বাবা-মাকে গোটা ঘটনা জানায়। অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে সোমবার তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে যায় পরিবার। বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন। পরে নাবালিকার বাবা অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। ওই নাবালিকার বাবা বলেন, 'ওই প্রতিবেশী তরুণ আমার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। ও যে এমন কাজ করবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। আমরা চাই অভিযুক্তের কড়া শাস্তি হোক।'

ছাগল চুরি

নয়ারহাট, ৮ সেপ্টেম্বর : রাস্তা থেকে ছাগল চুরি করতে গিয়ে এক ব্যক্তি ধরা পড়ল। তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সোমবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কুক্তিকাটার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন বিকালে চুরির উদ্দেশ্যে ওই ব্যক্তি সাইকেল থেকে নেমে রাস্তার ধারে বেঁধে রাখা একটি ছাগল ব্যাগে ঢোকাচ্ছিল। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে পড়তেই সে পালানোর চেষ্টা করে। তাড়া করে তাকে ধরে ফেলা হয়। এরপর মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে তাকে থানায় নিয়ে যায়। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। এখনও কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

ডুয়ার্সকন্যায় নলরাজার গড় নিয়ে বৈঠক। সোমবার।

নলরাজার গড় এখন নরনারায়ণের

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৮ সেপ্টেম্বর : চিলাপাতার গভীর জঙ্গলে অবস্থিত নলরাজার গড় এখন থেকে নরনারায়ণ গড় হিসেবেই পরিচিতি পাবে। সোমবার আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্সকন্যায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিন রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের নির্দেশে জেলা শাসক আর বিমলার নেতৃত্বে ওই বৈঠক হয়। সেখানেই নরনারায়ণ গড় হিসেবে কেন স্বীকৃতি পাবে তা বিস্তারিত আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন রাজবংশী কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল সহ অন্যরা। মাস কয়েক আগে এই নামকরণ বিতর্ক উসকে দিয়েছিলেন বংশীবদন। নলরাজার গড় যে আদতে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের নামে, সেকথা দাবি করে রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। তারপরেই হেরিটেজ কমিশন আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এদিনের বৈঠকে সেই দাবিকেই মান্যতা দেওয়া হল।

এদিন বৈঠক শেষে ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'মহারাজ নরনারায়ণের গড়ের অপভ্রংশই হচ্ছে নলরাজার গড়। এদিন তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এখন থেকে চিলাপাতার ভেতর থাকা গড়টি নরনারায়ণের গড় হিসেবেই পরিচিতি পাবে। সঙ্গে তাঁর ভাই চিলারায়ের নামও থাকবে। এর জন্য যা করার সেটাই করবে হেরিটেজ কমিশন।'

বৈঠক শেষে আলিপুরদুয়ারের বিধায়কও একই কথা বলেন। তাঁর আশ্বাস, 'পুজোর পরেই বন দপ্তরের নিয়ম মেনে পূর্ত দপ্তর এব্যাপারে কাজ শুরু করবে।'

এদিনের আলোচনায় ইতিহাসবিদ থেকে প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন এমন বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। তারপর এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি বংশীবদন বলেন, 'নলরাজার গড়ের সংস্কারের উদ্যোগের খবর দেখে আমি রাজ্যের হেরিটেজ কমিশনকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। সেই চিঠিতে নাম নিয়ে একটি বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছিলাম। তার পর বৈঠক করে এই বিভ্রান্তি মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' বংশীর দাবি, কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের

আলিপুরদুয়ার

আমলে তাঁর ভাই চিলারায় এই ঐতিহাসিক সেনাছাউনি বা গড় তৈরি করেছিলেন। তাই এই সৌধের সঙ্গে ওই দুজনের নামই জড়িয়ে থাকা উচিত।

ঐতিহাসিক সেই গড় স্থানীয়ভাবে নলরাজার গড় নামেই পরিচিত। বিধায়ক সুমন কয়েক মাস আগে এই ঐতিহাসিক গড়ের সংস্কার ও সংরক্ষণ করে তা পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ নেন। জেলা প্রশাসনের কর্তারা ওই এলাকায় গিয়ে পরিদর্শনও করে আসেন। তার মাঝেই বংশীবদন নামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন। এরপরেই গড়ের নাম নিয়ে খানিকটা বিতর্ক তৈরি হয়। এদিনের সিদ্ধান্ত, নাম-বিতর্ক মেটানোর জন্য বুকলেট প্রকাশ করা হবে। সেইসঙ্গে ওই এলাকায় মহারাজা নরনারায়ণ এবং চিলারায়ের মূর্তিও বসানো হবে। আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'গড়ের আসল ইতিহাস এতদিনে সামনে এল। এদিনের সিদ্ধান্তে আমি খুশি।'

ধার করা সামগ্রী দিয়ে চলছে নতুন স্কুল

সিতাই, ৮ সেপ্টেম্বর : স্কুল নাকি ধার করে চলে। তাও কি হয়! আদতে কিন্তু তেমনই অবস্থা সিতাইয়ের একটি স্কুলের। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বসার বেঞ্চ নেই। নেই কোনও ব্ল্যাকবোর্ড। এমনকি ক্লাস শেষে ঘণ্টা বাজানোর একটা বেল পর্যন্ত নেই। অন্য স্কুল থেকে ধার করা সামগ্রী দিয়ে কোনওরকমে পঠনপাঠন চলছে। সিতাইয়ের ব্রহ্মোত্তরচাত্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোনাচাত্রা আদর্শ বিদ্যালয়টি সিতাই ব্লকের একমাত্র সরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল।

স্কুলটির নির্মাণকাজ ২০১৮ সালে শেষ হয়েছিল। তবে দীর্ঘদিন নানা কারণে বন্ধ থাকার পর

> অফিসের কোনও সরঞ্জাম নেই। শিক্ষকদের বসার টেবিল-চেয়ার নিজেরা চাঁদা তুলে কিনেছি। নথিপত্র রাখার জন্য আলমারিও নেই। দিনহাটা মহকুমা কার্যালয়ের ভাঙা একটি আলমারি এনে মেরামত করে তা দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।
>
> **-মলয় দাস**
> *প্রধান শিক্ষক*

অবশেষে চলতি বছরের ৯ এপ্রিল স্কুলটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। তাই এনিয়ে এলাকার বিধায়ক সংগীতা রায় বলেন, 'স্কুলটি সবেমাত্র চালু হয়েছে। ধাপে ধাপে সব সমস্যার সমাধান করা হবে।'

স্কুলটিতে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের কাঠামো থাকলেও বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণিতে ১৭ জন ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে মাত্র ২২ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। কিন্তু স্কুলে কোনও ন্যূনতম পরিকাঠামোও নেই। ছাত্রছাত্রীদের বসার বেঞ্চ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের টেবিল-চেয়ার কিংবা ব্ল্যাকবোর্ড, বেল এমনকি পানীয় জলেরও সঠিক ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে থেকে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে স্কুলে ছয়জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সঙ্গে রয়েছেন দুজন শিক্ষাকর্মী ও একজন করণিক। এনিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মলয় দাস বলেন, 'অফিসের কোনও সরঞ্জাম নেই। শিক্ষকদের বসার টেবিল-চেয়ার নিজেরা চাঁদা তুলে কিনেছি। নথিপত্র রাখার জন্য আলমারিও নেই। দিনহাটা মহকুমা কার্যালয়ের ভাঙা একটি আলমারি এনে মেরামত করে তা দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।'

তাঁর আরও অভিযোগ, বিদ্যালয় ভবন থাকলেও তা পরিচ্ছন্ন রাখার মতো পর্যাপ্ত কর্মী নেই। এ ছাড়াও স্কুলের একাধিক সমস্যা কথা বিডিও, এসডিও, ডিএম সহ শিক্ষা দপ্তরে সব স্তরে জানানো হয়েছে। সিতাই-এর বিডিও নিবিড় মণ্ডল জানান, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে সমস্যাগুলির কথা জানানো হলে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

রাত্রি ন'টায় বন্ধ হবে মাইক

কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর : পুজোর অনুমতি পেতে পুজো কমিটিগুলির যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সে কারণে 'আসান' পোর্টাল চালু করল প্রশাসন। সোমবার পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে মিটিংয়ে প্রশাসনের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে। অনলাইনে এই পোর্টালে আবেদনের মাধ্যমেই পুজো কমিটিগুলি খুব সহজে পুজোর প্রয়োজনীয় অনুমতি পেয়ে যাবে। এজন্য তাদের আর বিভিন্ন জায়গায় ছুটোছুটি করতে হবে না। এতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে পুজো কমিটিগুলি। জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা বলেন, 'আমরা পুজো এবারও ভালোভাবে সম্পন্ন

পুজো কমিটিকে নির্দেশ

করতে চাই। পুরসভা ও প্রশাসনের তরফে দেওয়া গাইডলাইনগুলি পুজো কমিটিগুলি মেনে চলবে, যাতে পুজো সকলে উপভোগ করতে পারে। ৪ অক্টোবর কার্নিভাল হবে।' পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'পুজোয় গোটা জেলাতেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে।'

সোমবার কোচবিহারের উৎসব অডিটোরিয়ামে জেলার পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে মিটিং করে জেলা প্রশাসন। বৈঠকে জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত জেলা শাসক শান্তনু বালা, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক আধিকারিক ও পুজো কমিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, রাত নয়টা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত মাইক বাজানো যাবে না। মণ্ডপের গেট ন্যূনতম ১৪ ফুট উঁচু ও ১২ ফুট চওড়া করতে হবে, যাতে দমকলের গাড়ি মণ্ডপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। মণ্ডপ তৈরি করার জন্য পূর্ত দপ্তরের কোনও রাস্তা খোঁড়া যাবে না। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ পুজো কমিটিগুলিকে দিঘিতে প্রতিমা বিসর্জন না দিতে বলেন।

শৈশবে শরীরচর্চা। সোমবার কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়িতে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ।

নির্বিঘ্নেই পরীক্ষা, অনুপস্থিত ৪০৯

কোচবিহার ব্যুরো

৮ সেপ্টেম্বর : ফর্ম ফিলআপ করেছিল ২২ হাজার ৪ জন। অথচ সোমবার সিমেস্টার পদ্ধতিতে কোচবিহার জেলা থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পত্রের পরীক্ষা দিল ২১ হাজার ৫৯৫ জন। অর্থাৎ, ফর্ম ফিলআপ করা সত্ত্বেও ৪০৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতেই এল না। যার মধ্যে ১৫৫ জন ছাত্র ও ২৫৪ জন ছাত্রী। এতজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা না দেওয়ায় কিছুটা উদ্বিগ্ন জেলা শিক্ষা দপ্তর। অন্যদিকে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের জেলা যুগ্ম কনভেনার মানস ভট্টাচার্য জানান, কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বাদ দিলে মোটের ওপর কোচবিহারে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে প্রথম পত্রের পরীক্ষা।

সকাল ১০টা থেকে পরীক্ষা শুরু হয়। তার আগে হালকা বৃষ্টি হওয়ায় কিছু পরীক্ষার্থী সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারেনি। পরীক্ষা শুরুর প্রায় ৪০ মিনিট পরে মনীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের এক ছাত্র হরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যামন্দিরে পরীক্ষা দিতে গেলে তাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি। অসুস্থ থাকায় শীতলকুচির এক ছাত্রী আবার কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে

উদ্বিগ্ন শিক্ষা দপ্তর

- উচ্চমাধ্যমিকে কোচবিহার জেলা থেকে ২২ হাজার ৪ জন পরীক্ষার্থী ফর্ম ফিলআপ করেছিল
- প্রথম দিন পরীক্ষা দিল ২১ হাজার ৫৯৫ জন, অনুপস্থিত ১৫৫ জন ছাত্র ও ২৫৪ জন ছাত্রী
- প্রশ্নপত্র সোজা হয়েছে বলেই মন্তব্য বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীর

পরীক্ষা দিয়েছে। প্রশ্নপত্র নিয়ে আসার সময় খাগরাবাড়ি এলাকায় হরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক অজিত রায়ের গাড়িতে সজোরে একটি ট্রাক ধাক্কা মারে। তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি।

ঐতিহ্যবাহী জেনকিন্স স্কুলের দুই-একটি হলঘরে ওএমআর ও প্রশ্নপত্র দেরি করে দেওয়া হয়েছে বলে পরীক্ষার্থীদের একাংশের অভিযোগ। কোচবিহার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন দৃষ্টিহীন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছে। প্রথমবার সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিয়ে অভিভাবকদের থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল। অবশ্য প্রশ্নপত্র সোজা হয়েছে বলেই মন্তব্য বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীর।

২০২৩ সালে মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছিল রামভোলা হাইস্কুলের ছাত্র চন্দ্রচূড় সেন। এবার সে-ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। তাঁর সিট পড়েছে জেনকিন্স স্কুলে। চন্দ্রচূড়ের বাবা সুশান্ত সেন বলেন, 'সিমেস্টার প্রথায় বছরে দুই বার পরীক্ষা হওয়ায় ফলে যে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা নিট ও জেইই পরীক্ষা দেবে, তাদের সমস্যায় পড়তে হবে।' যদিও চন্দ্রচূড় জানিয়েছে, তাঁর পরীক্ষা ভালো হয়েছে।

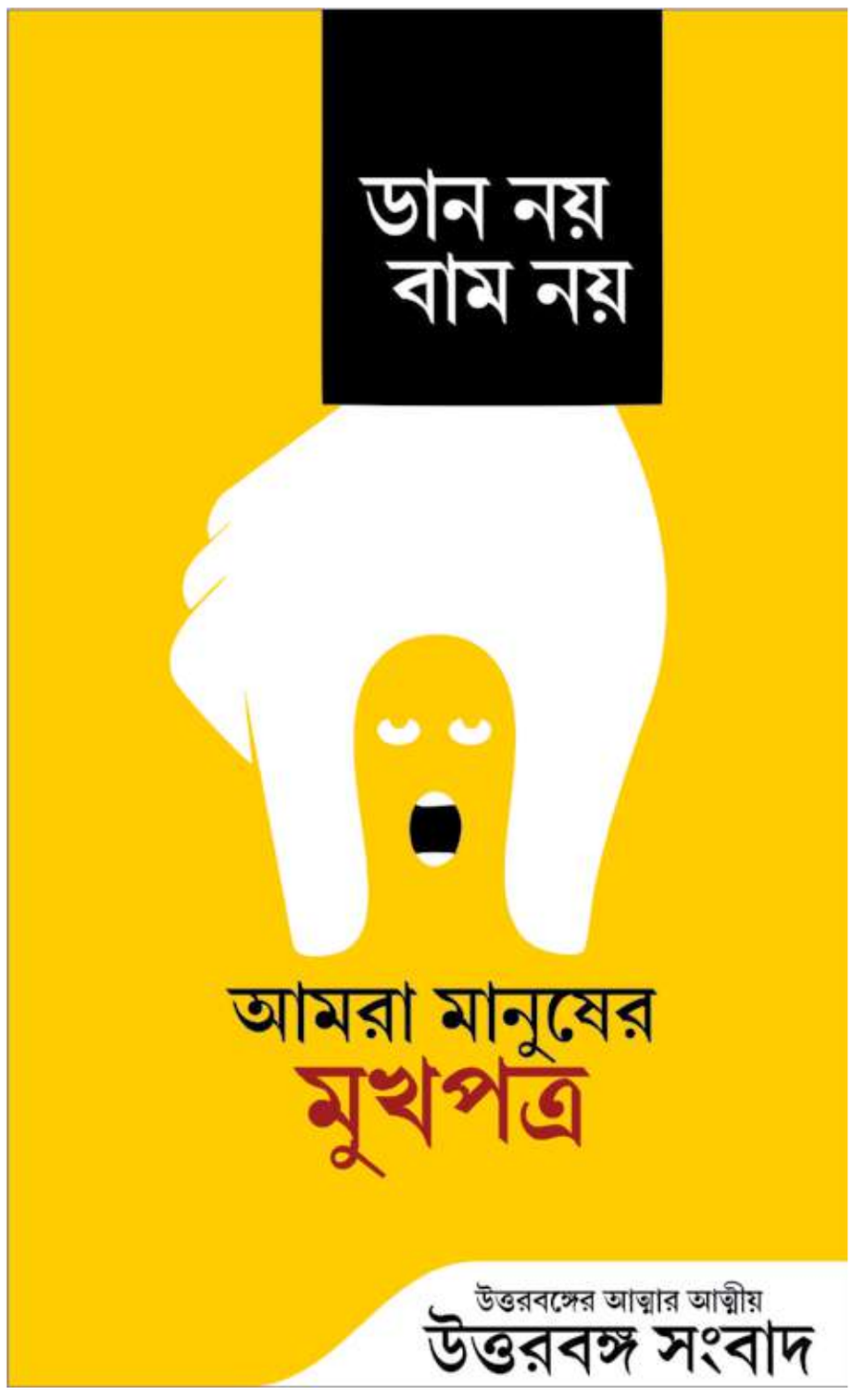

সামাজিক ব্যাধির সচেতনতাই থিম

এল এল পুজো এল

শুভদীপ চক্রবর্তী

সাহেবগঞ্জ, ৮ সেপ্টেম্বর : এখনও খবরে প্রায়ই দেখতে পাওয়া রাস্তার ধারে বা ডাস্টবিনে আস্তাকুঁড়ের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে সদ্যোজাত কন্যাকে। আবার কোথাও প্রসবের আগেই ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে মেরে ফেলা হচ্ছে কন্যাসন্তানকে। আজও ভ্রূণহত্যার মতো সামাজিক ব্যাধি যে পুরোপুরি সমাজ থেকে যায়নি তারই বার্তা দিতে এবার পুজোমণ্ডপে থিমের মাধ্যমে প্রচারে করবে সাহেবগঞ্জ আমরা কজন দুর্গাপুজো কমিটি।

সাহেবগঞ্জ আমরা ক'জনের পুজোর প্রস্তুতি।

পুজো কমিটির সভাপতি উজ্জ্বল তালুকদারের কথায়, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ভ্রূণহত্যা নিয়ে সচেতন নয়। দুর্গাপুজোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এবছর এই ধরনের থিম বেছে নেওয়া হয়েছে। তেমনি মহিলারা নির্যাতিত হলে কী কী করতে পারেন, সেবিষয়ে তাঁদের সচেতন করতেই এই ভাবনা।'

ষষ্ঠতম বর্ষে পড়ল সাহেবগঞ্জ ফুটবল খেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় সাহেবগঞ্জ আমরা কজনের দুর্গোপুজো। দুর্গাপুজোকে ঘিরে প্রত্যেক বছরই সাহেবগঞ্জবাসীর মধ্যে আলাদা উন্মাদনা লক্ষ করা যায়। এবছর খারুভাঁজের শিল্পী বিপুল বর্মনের হাত ধরে সামাজিক সচেতনতার এই থিম ফুটে উঠবে পুজোমণ্ডপে।

বিপুলের কথায়, 'পুজো উদ্যোক্তারা এক অনন্য চিন্তাভাবনা নিয়েছেন। সেই চিন্তাভাবনাকে বাস্তবে রূপায়ণ করতে আমরা কাজ করে চলেছি। এতে সাধারণ মানুষ অনেকটাই সচেতন হবে আশা করি।'

জোরকদমে চলছে সেই মণ্ডপ তৈরির কাজ। মণ্ডপ তৈরিতে বাঁশ, কাপড়, কাঠ ও ফাইবার ব্যবহার করা হচ্ছে। এবার তাদের পুজোর বাজেট তিন লক্ষ টাকা। প্রত্যেক বছরই নতুন থিম সাধারণ মানুষকে উপহার দিয়ে থাকেন উদ্যোক্তারা। পুজোমণ্ডপে যেমন সচেতনতার বার্তা তুলে ধরা হবে, তেমনি থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই থাকবে মায়ের প্রতিমা। সামাজিক অবক্ষয় থেকে বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই মানুষকে আরও বেশি করে সচেতন করতে এবার এধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান পুজো কমিটির কর্মকর্তারা।

একদিকে, মণ্ডপের প্রতিমা যেমন থাকবে তেমনি পাশেই সাবেকিয়ানার প্রতিমায় পুজোর চারদিন নিয়মনিষ্ঠাভরে মায়ের পুজো হবে। পাশাপাশি মণ্ডপ চত্বরে থাকবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিজয়া দশমীর দিন বহিরাগত শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তরা। সব মিলিয়ে সীমান্ত গ্রামের এই পুজোকে ঘিরে মুখিয়ে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

পুজো কমিটির সদস্য মিল্টন সরকার জানান, প্রত্যেক বছরই সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে নতুন ভাবনা নেওয়া হয়। এবছরও ভ্রূণহত্যা নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এই থিম বেছে নেওয়া হয়েছে। 'সীমান্ত এলাকার পুজো হওয়া সত্ত্বেও বহু মানুষ ভিড় জমান প্রতিমা দর্শন করতে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

টুকরো খবর

জামিন

কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকে গুলি করার অভিযোগে ধৃত কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের ছোট ছেলে দীপঙ্কর রায় ও তাঁর দুই সঙ্গী উত্তম গুপ্ত ও কর্ণ দাসের জামিন হল। সোমবার হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের এজলাসে মামলাটি উঠলে তাঁরা জামিন পান। গত ৪ জুলাই দলীয় কার্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে শাসকদলের কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে-কে গুলি করার অভিযোগে দীপঙ্কর সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।।

কর্মীসভা

ঘোকসাডাঙ্গা ও মাথাভাঙ্গা, ৮ সেপ্টেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশার পূর্ব শিলডাঙ্গা এমএসকে বিদ্যালয়ের মাঠে সোমবার কর্মীসভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাইশগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এদিন কর্মীসভা করে মাথাভাঙ্গা-১ (বি) ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন। বিজেপিকে বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষী বলে কটাক্ষ করার পাশাপাশি আন্দোলনের আহ্বান জানান।

কাজের সূচনা

দিনহাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিগমানন্দ শিক্ষা নিকেতন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের একাধিক কাজের সূচনা হল। সোমবার ওই বিদ্যালয়ের দুটি শ্রেণিকক্ষ, শৌচালয়, সাইকেলস্ট্যান্ড ও রাস্তা তৈরির কাজের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে।

পথনাটক

নিশিগঞ্জ, ৮ সেপ্টেম্বর : এইডস সম্পর্কে সচেতন করতে সোমবার নিশিগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে একটি পথনাটক করল কোচবিহারের ছায়ানীড় নাট্য সংস্থা। নাটকের নাম 'নবদিশা'। ব্যবস্থাপনায় ছিল রাজ্য সরকারের এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।

সংঘর্ষ

পুণ্ডিবাড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : দুর্ঘটনায় জখম হলেন খাগড়াবাড়ি হরেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজিত রায়। সোমবার পুণ্ডিবাড়ি থানার খাগড়াবাড়ি মোড় এলাকায় তাঁর গাড়ির সঙ্গে একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয়রা কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

নয়া কমিটি

পারডুবি, ৮ সেপ্টেম্বর : সারা ভারত কৃষকসভার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের নতুন কমিটি গঠিত হল সোমবার। ব্লক সম্পাদক পদে প্রদীপকুমার রায়, সভাপতি পদে খগেনচন্দ্র বর্মন ও রেবতীরমন সরকার সহ মোট ৩৫ জনের নতুন কমিটি ঘোষিত হয়।

কমিটিতে অজিত

দিনহাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : খো খো রাজ্য কমিটিতে আগামী চার বছরের জন্য সহ সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন দিনহাটার ক্রীড়াবিদ অজিত বর্মন। ২০২৫ থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে বহাল থাকবেন। রাজ্য কমিটিতে জায়গা পেয়ে অজিত খুশি।

দু'মাসে বাজেয়াপ্ত ৫০টি ট্রাক, জরিমানা প্রায় সাত লক্ষ টাকা

চুরি রুখতে ভূমি দপ্তরের টিম

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৮ সেপ্টেম্বর : সরকারি নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে বর্ষার মরশুমেও নদীগুলো থেকে দেদার বালি-পাথর উত্তোলন চলছে। এই অবৈধ কারবারের জেরে এলাকার নদীগুলো থেকে রকমারি নদীয়ালি মাছের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে। শুধু তাই নয়, বাড়ছে নদীভাঙন এবং প্লাবনের আশঙ্কাও। বর্ষায় তাই এবার বালি-পাথর চুরি ঠেকাতে তৎপর হল প্রশাসন। টিম তৈরি করেছে তুফানগঞ্জ মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। অভিযান চালিয়ে অগাস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় ৫০টি বালি-পাথর পাচারকারী ট্রাক ধরা পড়েছে। তুফানগঞ্জ মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুশান্ত সেনগুপ্ত বলেন, 'আমরা টিম তৈরি করে প্রতিদিন অভিযানে নামছি। অগাস্ট এবং চলতি মাসে এখনও অভিযান চালিয়ে প্রায় সাত লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। লাগাতার অভিযান চলবে।'

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জালধোয়া, টাকোয়ামারি, মধুরভাষা ও খাগড়িবাড়ি সংলগ্ন রায়ডাক নদী থেকে বালি-পাথর তুলে তা পরিবহণের জন্য আলাদাভাবে তিনজনকে পাঁচ বছরের জন্য লিজ দিয়েছিল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। সেই লিজের মেয়াদ অনেক আগেই ফুরিয়েছে। নতুন করে আর কাউকে নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলনের জন্য লিজ দেওয়া হয়নি। কিন্তু তারপরও সেই এলাকা থেকে চলছিল বালি-পাথর লুট। পরবর্তীতে সরকারি রাজস্ব আদায়ে নদীর পাড়ে জমিয়ে রাখা বালি-পাথর সরিয়ে তা বিক্রি করার জন্য পুরোনো তিন লিজ হোল্ডারকেই (স্টক রয়্যালটি) ইস্যু করেছিল সংশ্লিষ্ট দপ্তর। তাতে অবশ্য সরকারি রাজস্ব আয় হচ্ছিল ঠিকই। কিন্তু অভিযোগ, সরকারি সেই চালানের অপব্যবহার করে দেদার রায়ডাক নদী থেকে বালি-পাথর তুলে তা পাচার করা হচ্ছিল। অভিযোগের নিশানায় সেই লিজ হোল্ডাররাই।

কোথাও গোপনে, কোথাও প্রকাশ্যে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী নদী থেকে বালি তুলছেন। কর ফাঁকি দিয়ে পাচার চলছে। সেইসঙ্গে চুরি করা বালির দামও আকাশছোঁয়া। সরকারি বিভিন্ন কাজে এবং বাড়ি, ঘর তৈরির কাজে চোরাই বালি ব্যবহার হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বর্ষার মরশুমে নদী থেকে বালি-পাথর তোলায় প্রবল আকারে পাড়ভাঙনের আশঙ্কা তৈরি হয়। পাশাপাশি এই সময়টা নদীয়ালি মাছের প্রজননের সময় হিসেবে ধরা হয়।

সেইসময় নদীতে বালি-পাথর তোলা হলে সেই ডিম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এই অভিযোগ সামনে আসতেই মহকুমা ভূমি সংস্কার আধিকারিক, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর (ডিএমডিসি), রেভিনিউ অফিসার, এমভিআই, পুলিশ সহ আরও কয়েকজনের একটি টিম তৈরি করা হয়েছে। তুফানগঞ্জ-১ এবং ২ ব্লকে এই টিমের সদস্যরা প্রতিদিন নদীর পাড় সংলগ্ন এলাকা সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় নজরদারি শুরু করেছেন। কোচবিহার জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক তথা অতিরিক্ত জেলা শাসক হিমাদ্রি সরকারের কথায়, 'বর্ষার মরশুমে তিন মাস নদীর বেড বন্ধ থাকে। তাই এসময় নদী থেকে বালি তুললে সেটা সম্পূর্ণ বেআইনি।'

বক্সিরহাটে রায়ডাক নদী থেকে তুলে রাখা হয়েছে বালি-পাথর।

তৎপর প্রশাসন

সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বর্ষাতেও চলছে নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলন

সেসব রুখতে তুফানগঞ্জ মহকুমা ভূমি দপ্তর তৈরি করেছে একটি টিম

টিমে রয়েছেন মহকুমা ভূমি সংস্কার আধিকারিক, ডিএমডিসি, রেভিনিউ অফিসার, এমভিআই, পুলিশ

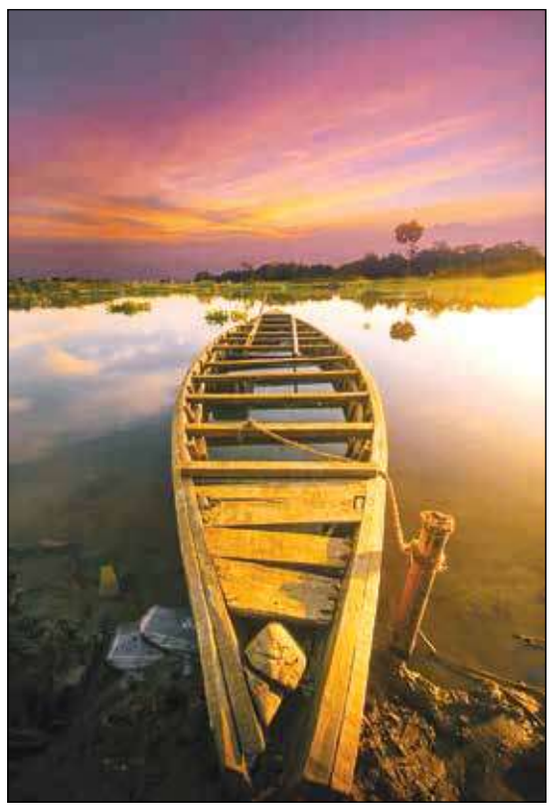

গোধূলির রং।। *দিনহাটায় ছবিটি তুলেছেন সৌম্যজিৎ রায়।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পথ অবরোধ বোরোডাঙ্গায়

অভিযোগ, পঞ্চায়েতে বিজেপি জয়ী হওয়ায় উন্নয়ন আটকে

অমৃতা দে

দিনহাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : রাস্তাটি কখনও পাকা করাই হয়নি। বর্ষায় মাটির রাস্তাটিতে জলকাদা জমে ভোগান্তি পোহাতে হয়। প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তাটিতে হাঁটা তো দূরের কথা, সাইকেল কিংবা গাড়ি নিয়ে চলাচল করাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সোমবার সকালে ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি টোটো উলটে যায়। এরপরই দিনহাটার বোরোডাঙ্গার বাসিন্দাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। ঘণ্টাখানেক ধরে চলা অবরোধে থমকে যায় এলাকার যান চলাচল।

পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বোরোডাঙ্গার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে চলাচলের অযোগ্য। তার মধ্যে রবিবার রাতের বৃষ্টির কারণে নদীর জলে ভেঙে গিয়েছে রাস্তার দু'ধার। গ্রামবাসীর অভিযোগ, বর্ষায় জল জমে রাস্তাটি মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। অথচ বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর। স্থানীয় ইয়াকুব মিয়াঁ বললেন, 'এদিন টোটো উলটে গিয়েছে। পরেরদিন হয়তো অন্য গাড়ি ওলটাবে। অথচ রাস্তাটি পাকা করার বিষয়ে কারও কোনও খেয়াল নেই। তাই এদিন বাধ্য হয়ে অবরোধ করেছি।'

স্থানীয়দের দাবি, প্রতিদিন স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে চাষি, সকলকেই চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। অসুস্থদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া থেকে দৈনন্দিন কাজের জন্য ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত দুরূহ হয়ে উঠেছে। আরেক গ্রামবাসী জাহাঙ্গির মিয়াঁর বক্তব্য, 'একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। কোনও লাভ হয়নি।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তপনকুমার বর্মন আবার অন্য অভিযোগ তুললেন। তাঁর কথায়, 'বর্তমানে এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলেও এই বুথে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন। তাই রাজনৈতিক স্বার্থে উন্নয়নের কাজ আটকে দেওয়া হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে।'

এলাকাবাসী যদিও রাজনৈতিক তর্জা চাইছেন না। তাঁদের বক্তব্য, কার দল ক্ষমতায় আছে বা নেই, তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। তাঁদের শুধু চলাচলের জন্য একটা ভালো রাস্তা চায়।

পথ অবরোধকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ন'টা থেকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিল্পী ব্যাধ। কথা বলেন অবরোধকারীদের সঙ্গে। এরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রধান অবশ্য রাজনৈতিক অভিযোগের কথা অস্বীকার করেন। তাঁর আশ্বাস, 'ইতিমধ্যে ডব্লিউবিএসআরডিসি'র প্রকল্পে ওই রাস্তার কাজের টাকা বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। পুজোর পরে কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

বর্ষায় বোরোডাঙ্গার এই রাস্তা দিয়ে চলাচল দুষ্কর হয়ে পড়ে।

> এদিন টোটো উলটে গিয়েছে। পরেরদিন হয়তো অন্য গাড়ি ওলটাবে। অথচ রাস্তাটি পাকা করার বিষয়ে কারও কোনও খেয়াল নেই। তাই এদিন বাধ্য হয়ে অবরোধ করেছি।
>
> **ইয়াকুব মিয়াঁ**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

২৪ ঘণ্টায় মূর্তি উদ্ধার

ঘোকসাডাঙ্গা, ৮ সেপ্টেম্বর : শতাব্দীপ্রাচীন রাধাকৃষ্ণের মন্দির থেকে মূর্তি সহ কিছু জিনিস চুরি যাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ সেগুলি উদ্ধার করেছে। সোমবার ঘোকসাডাঙ্গা থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই। তিনি বলেন, 'ঘোকসাডাঙ্গা থানা থেকে কিছু দূরে একটি মন্দিরে চুরি হয়েছে বলে থানায় খবর এসেছিল। গণস্বাক্ষরিত একটি অভিযোগ জমা পড়েছিল। সিসিটিভি ফুটেজ সহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে জানা যায় পারডুবি এলাকার এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা বুলবুলি বিশ্বশর্মা মন্দির থেকে ওই জিনিসগুলি নিয়ে গিয়েছেন।' তিনি জানান, রবিবার রাতে লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা বুলবুলির বোন গীতা বিশ্বশর্মার বাড়ি থেকে দুটি গোপাল ও একটি রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, একটি সিংহাসন ও একটি ঘণ্টা উদ্ধার করা হয়েছে।

বুলবুলি বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছেন। তুফানগঞ্জ মানসিক হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসাও চলছে। এরপর পুলিশ সুপার জানান, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনা নিয়ে যদি কেউ কোনওরকম উসকানিমূলক মন্তব্য করেন বা গুজব ছড়ান তাহলে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

বাজেয়াপ্ত কাঠ

বারবিশা, ৮ সেপ্টেম্বর : পাচারের আগেই বাজেয়াপ্ত চোরাই সেগুন কাঠ। রবিবার রাতে অসম-বাংলা সীমানার কমল গুহ বিপণন কেন্দ্রের কাছে জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে সেগুন কাঠবোঝাই দুটি ভুটভুটি আটক করেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পূর্ব) ভক্কা রেঞ্জের বনকর্মীরা। বাজেয়াপ্ত সেগুন কাঠের পরিমাণ ৬০ ঘনফুট। যার বাজারমূল্য কমপক্ষে ২ লক্ষ টাকা। ভুটভুটি দুটি আটক করা হয়েছে।

জীর্ণ সেতুই আতঙ্কের কারণ

দিনহাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : কারও পিঠে স্কুলব্যাগ, কারও হাতে বাজারের থলে, কেউ আবার ঝাড়া হাত-পায়ে হন্তদন্ত হয়ে চলেছেন অফিসের দিকে। ভোরের আলো ফোটার পর খালিশা গোসানিমারি গ্রামের বাদুড়কুড়া নদীর ওপরে থাকা সেতুর দিকে তাকালে প্রতিদিন এই ধরনের দৃশ্যই চোখে পড়ে।

সেতুটি গোসানিমারি থেকে মালিরহাট যাওয়ার প্রধান রাস্তা। অথচ তার এখন জীর্ণ দশা। রেলিং ভেঙে পড়েছে। ধরেছে ফাটল। যানবাহন উঠলেই সেতুটি কেঁপে ওঠে, যেন মুহূর্তের মধ্যে ধসে পড়বে। অথচ বিকল্প না থাকায় খানিক বাধ্য হয়েই ঝুঁকি নিয়ে সেতু পারাপার করেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি, একটি সতর্কীকরণ বোর্ডও বসানো হয়েছে। কিন্তু গ্রামবাসীর প্রশ্ন, শুধু বোর্ড বসিয়ে কি বিপদ এড়ানো যাবে?

গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফাতেহা রাব্বানি এবিষয়ে বলেন, 'সেতুটি নিয়ে আমরাও চিন্তিত। একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় আবেদন করেছি সংস্কারের দাবিতে।' তিনি সেতুটি মেরামতের আশ্বাসও দেন। স্থানীয়রা অবশ্য ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, একাধিকবার সেতু সংস্কারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করা হয়েছিল। তখন প্রশাসনের তরফে মেরামতের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সেতুটির বয়স প্রায় ত্রিশ বছর। যখন সেটি চালু হয়, তখন স্থানীয়রা খুবই খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু সেতুটি এখন আতঙ্কের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে নদী আর আগের মতো নেই। বাদুড়কুড়ার বুক ঢেকেছে কচুরিপানায়। ওই পানা নদীর প্রবাহ থামিয়ে সেতুর পিলারে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে।

খালিশা গোসানিমারি গ্রামের বাসিন্দা প্রদীপ রায় বলেন, 'ছোট ছেলেমেয়েরা ভয়ে ভয়ে সেতু পার হয়। অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলেও একই অবস্থা হয়। পানায় নদী মরছে, সেতু ভাঙছে। অথচ আমাদের অভিযোগ কেউ শুনছে না।' দ্রুত সেতু সংস্কার ও নদী পরিষ্কার করার দাবি ফের একবার জোরালো হচ্ছে।

বাদুড়কুড়া নদীর সেতুতে ধরেছে ফাটল।

> সেতুটি নিয়ে আমরাও চিন্তিত। একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় আবেদন করেছি সংস্কারের দাবিতে।
>
> **ফাতেহা রাব্বানি** প্রধান, গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

বাজেয়াপ্ত মদ, ধৃত ১

কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর : নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে রবিবার রাতে ব্রহ্মপুত্র মেলের বি-৬ বগির শৌচাগারের ছাদের কুঠুরিতে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করে কোচবিহার সদর সার্কেলের আবগারি দল। বাজেয়াপ্ত বিদেশি মদের মূল্য প্রায় ৭৬ হাজার ৫০০ টাকা। আবগারি দপ্তরের এএসআই কানাই চৌধুরী বর্মনের নেতৃত্বে ও রেল পুলিশের সহায়তায় অসমের নলবাড়ির বাসিন্দা ওই কোচ অ্যাটেনডেন্ট মণিরুদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে সোমবার কোচবিহার সিজেএম আদালতে জামিনের আবেদন করলে, তা খারিজ করে ৫ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

কামারের এক ঘা।। *কোচবিহার শহরে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।*

জলকাদা, দুর্গন্ধ নিত্যসঙ্গী মাছ বাজারের

প্রতাপকুমার ঝা

জামালদহ, ৮ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন সংস্কারের কাজ হয়নি। সেইসঙ্গে রয়েছে পরিকাঠামোগত সমস্যা। ফলে অপরিসর জায়গায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই ব্যবসা করতে হচ্ছে মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহের মাছমাংস ব্যবসায়ীদের। জামালদহ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির তরফে জানানো হয়েছে, মাছ বাজারের আধুনিকীকরণের বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হবে। জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গীতা বর্মনও মাছ বাজারের উন্নয়নের ব্যাপারে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

জামালদহ মাছ বাজারে প্রায় জনা পঞ্চাশেক মাছ ও মাংস ব্যবসায়ী রয়েছেন। আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষ এই বাজারের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। হাটের দিনগুলি ছাড়া অন্যান্য সময়েও এখানে খুচরো ছাড়াও অকশনের মাধ্যমে মাছ বিক্রি হয়। এই বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাদের আনাগোনা প্রায়শই লেগে থাকে। আধুনিকমানের পরিকাঠামো না থাকায় অনেক ব্যবসায়ীই সমস্যা উপেক্ষা করে কোনওমতে ব্যবসা করছেন। ঘিঞ্জি বাজারে জায়গার অভাব থাকায় বাধ্য হয়ে অনেককেই বাজারে ঢোকার মুখে রাস্তায় ছোট চৌকি পেতে কোনওমতে দোকান চালাতে হয়। মাথার ওপর ছাদ না থাকায় ব্যবসায়ীদের রোদ, বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে মাথার ওপরে প্লাস্টিকের ছাউনি ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে মাছ বাজারের একাংশ প্লাস্টিকে ছেয়ে গিয়েছে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সমস্যায় পড়েন সেইসমস্ত স্থায়ী ব্যবসায়ীও। মাছ বাজার পেরিয়েই মূল সবজিহাটিতে যেতে হয়। বাজারে ঢোকার রাস্তা আটকে মাছ ব্যবসায়ীরা বসে থাকায় অনেক ক্রেতার সবজি বাজারে যেতে সমস্যা হয়।

সমস্যা কোথায়

- পরিকাঠামো না থাকায় বাজারে ঢোকার মুখে বসে পড়েছেন মাছ ব্যবসায়ীরা
- নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় আবর্জনা জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বাজারে
- সামান্য বৃষ্টিতেই জলকাদায় ছয়লাপ বাজার

মাছ বাজারে আসা অনেকের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টি হলেই জলকাদায় বাজার ভরে যায়। জলনিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এর ফলে অনেক সময় দুর্গন্ধের জেরে মাছ বাজারে প্রবেশ করাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। মাছ ব্যবসায়ী সরেন দাস জানিয়েছেন, এই অবস্থা এখনকার নয়। দীর্ঘদিন থেকেই মাছ বাজারের এই অবস্থা। আমরা চাই, ব্যবসায়ী সমিতি উদ্যোগ নিয়ে মাছ বাজারটিকে নতুন রূপ দিক। নিকাশিনালা ও পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা করুক।

সরকারি অর্থে জামালদহ সুপার মার্কেট এলাকায় মাছ ও মাংস বিক্রেতাদের জন্য একটি শেড তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সেটি এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মূল বাজার থেকে অনেকে দূরে সুপার মার্কেটে যেতে চাইছেন না। মাছ ব্যবসায়ী গরেন দাস বলেন, 'সুপার মার্কেটে ব্যবসা স্থানান্তরিত হলে ব্যবসায় অনেক ক্ষতি হবে। সেই ভয়ে কেউ সেখানে যেতে রাজি হয়নি। আমরা চাই পুরোনো জায়গায় আধুনিকমানের মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করা হোক। তাহলে আমাদের সকলের ভোগান্তি কমবে।'

হেঁশেল সামলে পুজোর কাজ মহিলাদের

এল এল পুজো এল

রাজেশ দাশ

গোপালপুর, ৮ সেপ্টেম্বর : এক বছর ধরে এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন আপামর বাঙালি। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলে প্রস্তুতি। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাকোপাতেও ছবিটা এক। হেঁশেল ঠেলে, কাজ সামলে এলাকার মহিলারা মেতে উঠেছেন দুর্গাপুজোর আরাধনায়। বেরিয়ে পড়েছেন চাঁদা তুলতে। পাশাপাশি মণ্ডপ তৈরির কাজের তদারকিও করছেন।

এবছর ১৪তম বর্ষে পড়ল ভেলাকোপা মহিলা দুর্গোৎসব কমিটির পুজো। প্রতিমা বায়না থেকে শুরু করে প্রশাসনিক সব কাজের দায়িত্বেও রয়েছেন মহিলারাই। পাড়ার সবাই একসঙ্গে মিলে পুজোর আয়োজন করেন।

পুজো কমিটির সম্পাদক বাসন্তী বর্মন বললেন, 'পুজোর এক মাস আগে পাড়ার মহিলাদের নিয়ে একটি বৈঠক করা হয়। সেই বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে পুজো কমিটি তৈরি করা হয়। তারপর কমিটির সদস্যরা মিলে বাজেট তৈরি করেন। শেষে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হয়।'

প্রত্যেকবছর এই দুর্গোৎসব কমিটির পুজো হত ভেলাকোপা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠে। কিন্তু এবছর সেখানে বৃষ্টির কারণে জল জমে থাকায় পুজোর স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। তাহলে এবার পুজোর প্যান্ডেল কোথায় করা হবে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন কমিটির সদস্যরা। শেষে স্থানীয় বাজারের পাশের একটি জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে। সেখানেই পুজো করা হবে।

পুজো কমিটির সভাপতি সবিতা বর্মনের কথায়, 'এবছর কাল্পনিক মন্দিরের আদলে আমাদের পুজোমণ্ডপটি তৈরি করা হচ্ছে। মণ্ডপের পাশাপাশি থাকছে অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা।' অষ্টমীতে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ শেফালি বর্মন জানালেন, তাঁদের পুজোর বাজেট খুব বেশি নয়, দুই লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'আমরা প্রতিদিন বাড়ির সব কাজ সেরে চাঁদা তুলতে বেরিয়ে পড়ি। এলাকার মানুষ অনেক সাহায্য করেন।'

পাড়ার ছোট-বড় সবাই একসঙ্গে মিলে পুজো উপভোগ করেন। পাড়ার সবাই বছরভর এই পুজোর জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। আর তো মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই মায়ের আরাধনায় মেতে উঠবেন ভেলাকোপার আট থেকে আশি।

ব্যস্ততা। বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলছেন কমিটির সদস্যরা।

> পুজোর এক মাস আগে পাড়ার মহিলাদের নিয়ে একটি বৈঠক করা হয়। সেই বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে পুজো কমিটি তৈরি করা হয়।
>
> **বাসন্তী বর্মন**
> সম্পাদক, পুজো কমিটি

বাঙালি-হেনস্তা

বাংলায় কথা বলার অপরাধে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ আটক করল মুর্শিদাবাদের ১৮ জন ফেরিওয়ালাকে। অভিযোগ, পরিচয়পত্র দেখালেও হেনস্তা করা হয় তাঁদের।

জেল হেপাজত

নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন খারিজ বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের। তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এফআইআর খারিজ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার।

বিদেশযাত্রা

বিদেশযাত্রায় বাধা নেই। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে শর্তসাপেক্ষে লন্ডন ও আয়ারল্যান্ড সফরের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ৫ লক্ষ টাকা জমা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

অভিযোগ

ভর্তি করে দেওয়ার নামে পড়ুয়াদের কাছে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল আশুতোষ কলেজে। ভবানীপুর থানায় অভিযোগ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মমতাবালা ও মহুয়ার দ্বন্দ্ব বন্ধের নির্দেশ

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা নেয় মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ভোটাররা। গত দেড় দশকে এই ভোটের বেশিরভাগই দখলে গিয়েছিল তৃণমূল ও পদ্ম শিবিরের। ২০১৯ সালের লোকসভার নির্বাচন থেকে মতুয়া ভোট একতরফা বিজেপির পক্ষে গিয়েছে। কিন্তু এবার সেই ভোটে থাবা বসানোর চেষ্টা করছে কংগ্রেস। মূলত নাগরিকত্ব ইস্যুতে সংশয়ে রয়েছেন মতুয়াদের একাংশ। ছিন্নমূল বাঙালিদের নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট বিলিকে কেন্দ্র করে ঠাকুরনগরের শান্তনু ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুরের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছে। শান্তনু বনগাঁর বিজেপি সাংসদ ও সুব্রত গাইঘাটা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক। অন্যদিকে, ঠাকুর বাড়িরই মমতাবালা ঠাকুর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ। কাকিমা মমতাবালার সঙ্গে সুব্রতর সাম্প্রতিক ঘনিষ্ঠতা বিজেপির কাছে মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাল ছাড়তে চাইছে না তৃণমূলও। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মতুয়া ভোট কোনদিকে যায় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল।

সোমবারই বনগাঁ ও ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকদিন আগেই কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের অপর সাংসদ মমতাবালার বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছিল। ফলে এই পরিস্থিতিতে দলের মধ্যে যাতে কোনও বিভেদ না থাকে তার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন অভিষেক। এমনকি কোনও সম্প্রদায় সম্পর্কে কোনওরকম মন্তব্য থেকে বিরত থাকতেও দলের সর্বস্তরের নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। একইসঙ্গে সিএএ ও এনআরসি ইস্যুতে দল যে অবস্থানে আছে তা সাধারণ মানুষের কাছে আরও স্পষ্ট করে দিতে বলেছেন অভিষেক।

নাগরিকত্ব ইস্যুতে মতুয়া এবং নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই আতঙ্কের কারণে গত সপ্তাহেই বিহারে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন মতুয়া সম্প্রদায়ের ২০ জন প্রতিনিধি। আর তারপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশ গেরুয়া শিবির ছেড়ে কংগ্রেসের দিকে ঘেঁষছেন। যদিও কংগ্রেস নেতারা এখনই এই আশা করছেন না। তাঁদের ধারণা, এই মুহূর্তে মতুয়া ভোটের অধিকাংশ আয়ত্তে আনা অসম্ভব। শান্তনু, সুব্রত ঠাকুরের পূর্বপুরুষ প্রমথরঞ্জন কংগ্রেস নেতা ছিলেন। তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় ছিলেন। পরবর্তীকালে এই এলাকায় আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি কংগ্রেস। এখন কংগ্রেস নেতারা মনে করছেন, বিজেপিকে রুখতে মতুয়াদের একাংশের সমর্থন পেলে আখেড়ে লাভ হবে তৃণমূলের। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে কংগ্রেস মাটি শক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

১৮০-তেই অল আউট?

অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় চিন্তিত তৃণমূল নেতৃত্ব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তৃণমূল নেতারা দাবি করেছেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ২৫০টির বেশি আসন নিয়ে চতুর্থবার ঘাসফুল শিবির ফের ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা বলছে, এই মুহূর্তে ভোট হলে ১৮০টির বেশি আসন পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। উত্তরবঙ্গের ফল যে এবারও ভালো হবে না, তা উঠে এসেছে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায়। ওই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, নদিয়া, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় দলের ফল খারাপ হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের ২৩টি দখল করেছিল তৃণমূল। পরবর্তীকালে উপনির্বাচনে আরও ৩টি দখল করে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি অনেক বদল হচ্ছে। ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ২৩টি আসনে এগিয়ে থাকলেও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তারা ওই আসনে পিছিয়ে পড়েছিল। আবার ২০১৯ এবং ২০২১ সালের লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে ১২টি আসনে এগিয়ে থাকলেও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পিছিয়ে পড়েছিল বিজেপি। ফলে এই আসনগুলিকে দোদুল্যমান মনে করছে ঘাসফুল শিবির।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬টি আসনের ৬টির বেশিতে জয়ের আশা কম। গত বিধানসভায় তমলুকে সৌমেন মহাপাত্র জয়ী হলেও এবার তাঁর আসন যথেষ্ট শক্ত। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা বলছে, রাজ্যে এই মুহূর্তে ভোট হলে ১৪১টি আসন তৃণমূলের কাছে যথেষ্ট কঠিন। ২০১৯-এর লোকসভা এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রগুলিতে বিজেপি এগিয়ে থাকলেও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেখানে পিছিয়ে পড়েছিল বিজেপি। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত তৃণমূলের ভোট শতাংশ ৪৩.৭ শতাংশ থেকে ৪৮.৫ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভোট কমলেও বিধানসভায় তাদের ফল ভালো হয়। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতি, নীচুতলায় স্বজনপোষণ, পুর ও গ্রামীণ এলাকায় অনুন্নয়ন তৃণমূলের কাছে বড় মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত ১ জুলাই থেকে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত তৃণমূল বুথভিত্তিক সমীক্ষা চালিয়েছে। ওই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ১৮০টির বেশি আসন পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও বীরভূমের ফল অকল্পনীয় খারাপ হবে। গত লোকসভা নির্বাচনে বীরভূমের ১১টি আসনের সবগুলিতেই তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বীরভূমের দুবরাজপুর, মুরারই, নলহাটি, হাসন ও নানুর কেন্দ্র তৃণমূলের কাছে যথেষ্ট কঠিন। নদিয়ায় একমাত্র ৪টি কেন্দ্রে তৃণমূলের কাছে কিছুটা আশার জায়গা রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬টি কেন্দ্রের চারটির বেশিতে আশা রাখছেন না দলীয় নেতৃত্ব। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় সম্ভাবনা কম।

উদ্বেগ উত্তরবঙ্গে

- ২০২১ সালের বিধানসভায় উত্তরবঙ্গের ২৩টি কেন্দ্র দখল করেছিল তৃণমূল
- পরবর্তীকালে উপনির্বাচনে আরও ৩টি দখল করে
- ২০১৯ এবং ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে ২৩টি আসনে এগিয়েছিল পদ্ম
- ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তারা ওই আসনে পিছিয়ে পড়েছিল

আট ইয়ারি কথা...

যুক্তি, তক্কো, গপ্পো... *লেক গার্ডেন্সে গল্পে মজেছে বন্ধুরা।*

মোদির সফরে দলের সভা নয়

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে কমান্ডারদের সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে এবারের সফর এখনও পর্যন্ত সরকারি কর্মসূচিতেই সীমাবদ্ধ থাকছে। সরকারি কর্মসূচির বাইরে কোনও দলীয় কর্মসূচি নেই বলেই বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি ২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় আলিপুরদুয়ার, দুর্গাপুর ও দমদমে সভা করেন মোদি। চলতি মাসে রানাঘাটেও তাঁর সভা করার কথা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, আপাতত রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর দলীয় সভা স্থগিত থাকছে। এরপরই ১৫ সেপ্টেম্বর সেনার এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী।

এই বছরের সম্মেলনের বিষয় হচ্ছে সংস্কার বর্ষ ভবিষ্যতের জন্য রূপান্তর। প্রতিবছরই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সেনাবাহিনীর এই অনুষ্ঠান হয়। সেই তালিকায় এবার সংযুক্ত হল কলকাতাও। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী, সেনাপ্রধান এবং প্রতিরক্ষাসচিবও উপস্থিত থাকবেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তিন বাহিনীর কর্তা এবং কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস-এর শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক ও মন্ত্রকের সচিবদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো... *গৌরীবাড়ির পুজোমণ্ডপে। - রাজীব মণ্ডল*

বালি পাচার যোগে ২২ জায়গায় তল্লাশি

কলকাতা ও ঝাড়গ্রাম, ৮ সেপ্টেম্বর : কয়লা, গোরু পাচার, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার বালি পাচার কাণ্ডে সক্রিয় হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার সকালেই একযোগে কলকাতা সহ রাজ্যের ২২টি জায়গায় হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাদের নজরে রয়েছে একাধিক বালি খাদানের মালিক, তাঁদের অফিস ও বেশ কয়েকটি বিমা সংস্থার অফিস।

এদিন সকাল থেকেই কলকাতার রিজেন্ট কলোনিতে বিমা সংস্থার এজেন্টের বাড়ি, সল্টলেক সেক্টর ৫-এ জিডি মাইনিংয়ের মূল অফিস, সল্টলেকের এফই ব্লকে ওই সংস্থার কর্ণধার অরুণ শ্রফের বাড়ি, সখেরবাজারে জিডি মাইনিংয়ের রেজিস্টার অফিস, কল্যাণীতে জিডি মাইনিংয়ের ডিরেক্টর ধীমান চক্রবর্তীর বাড়ি, ঝাড়গ্রামের গোপিবল্লভপুরে নয়াবাসনে ওই সংস্থার কর্মী জহিরুল আলির বাড়ি সহ ছয় জায়গা, উত্তর ২৪ পরগনা, খেজুরি, নদিয়ার বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি অভিযানে নামে ইডি।

তদন্তকারীরা মনে করছেন, বালি পাচারের টাকা বিমা সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বেআইনিভাবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। বেআইনিভাবে বালি তোলার ফলে এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। বিএলআরআরও ও পুলিশের কাছে অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনা তদন্তে নেমেছে ইডি।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই ভূমিকায় রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের অভিযোগ এনেছে রাজ্যের শাসক দল। ইডি সূত্রে খবর, এবার শুধু বালি পাচার নয়, নতুন করে কয়লা পাচারের তদন্তেও নামবে ইডি। ইতিমধ্যেই দিল্লির শীর্ষ অফিস থেকে ইডির একটি বিশেষ তদন্তকারী দল কলকাতায় এসেছে। তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্ত চালাবে। তবে নতুন করে কয়লা পাচার মামলায় তদন্ত চললে তা রাজ্যের শাসক দলের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তোলা হত। অতিরিক্ত লরি পাঠিয়ে এই কাজ চলত। লরির নম্বরেও দুর্নীতি হয়েছে। বালি তোলার অনুমতি পত্রে কিউআর কোডও জাল করা হত। সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই কাজ চলত। এই ঘটনায় প্রশাসনের একাংশেরও যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় ইসিআইআর দায়ের করে তল্লাশি অভিযান শুরু করল ইডি। ঘটনা প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'পুরো বালি সিন্ডিকেট এর সঙ্গে যুক্ত। সে আউশ গ্রামের লালন হোক বা পাণ্ডবেশ্বরের গৌতম ঘোষ, কিংবা শিউড়ির জাকির, সঞ্জীব পাটোয়ারি এরা সবাই এই চক্রান্তের শরিক। এদের সঙ্গে সরাসরি ভাইপো নেক্সাস রয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত সব এসপিরা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত।'

ভিতরে ইডি'র অভিযান। বাইরে প্রহরায় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

১২০০ মেট্রিক টন ইলিশ পাঠাচ্ছে ঢাকা

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : সম্পর্কের টানাপোড়েন এড়িয়ে শেষপর্যন্ত ভারতের সঙ্গে ইলিশ-কূটনীতি বজায় রাখল বাংলাদেশ। সোমবার বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রকের উপসচিব এইচএম মাগফুরুল হাসান আব্বাসি ভারতে ইলিশ রপ্তানিকারকদের এ বিষয়ে ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন জমা করতে বলেছেন। তবে বাংলাদেশ জানিয়ে দিয়েছে, এবছর এপার বাংলার পুজোর আগে যে ইলিশ আসবে, তার পরিমাণ গতবারের অর্ধেক। গতবছর পুজোর সময় ২৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ এদেশে এসেছিল। এবছর বাংলাদেশ মাত্র ১২০০ মেট্রিট টন মাছ পাঠানোর কথা বলেছে। শুধু তাই নয়, এবছর ইলিশের রপ্তানিমূল্য অনেক চড়া ধার্য করেছে বাংলাদেশ। গতবছর কেজি প্রতি ১০ ডলার দরে ইলিশ রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ। এবছর তারা ইলিশের রপ্তানিমূল্য ধরেছে সাড়ে ১২ ডলার। অর্থাৎ এরাজ্যের ইলিশ আমদানিকারকরা বাংলাদেশ থেকে ইলিশ কিনবেন ১১০০ টাকা কিলো দরে। এর ফলে এই মাছ খুচরো বাজারে আড়াই হাজার টাকার নীচে পাওয়া যাবে না বলেই মাছ ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা।

এবছর পুজোর আগে ইউনূস সরকার ইলিশ কূটনীতিতে কতটা আগ্রহ দেখাবে তা নিয়ে আশঙ্কা ছিল মৎস্য আমদানি সমিতির মধ্যে। মঙ্গলবারই দিল্লিতে গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসছে। তার ঠিক আগের দিন ইলিশ রপ্তানি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করার মধ্যে তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছেন কূটনীতিবিদরা। তাঁদের ধারণা, গঙ্গাচুক্তির পুনর্নবীকরণের আগে অনুকূল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে বাংলাদেশ সরকার।

ইলিশ আমদানিকারক সমিতির সম্পাদক সইয়াদ আনোয়ার মকসুদের মতে, এবছর বাংলাদেশ উপকূলে ইলিশের দেখা তেমন মেলেনি। সেজন্যই মূলত রপ্তানির পরিমাণ অর্ধেক করে দিয়েছে ইউনূস সরকার। এমনকি আদৌ অত বড় মাছ পাওয়া যাবে কি না তা নিয়েও আশঙ্কা রয়েছে মৎস্য আমদানিকারক সমিতির। ঢাকা সূত্রে খবর, ১১ তারিখ অফিস টাইমের মধ্যে জমা পড়া আবেদনপত্রগুলি সম্পর্কে পরবর্তী দু-দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবে সেখানকার বাণিজ্যমন্ত্রক। তারপর ১৫ তারিখ নাগাদ পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে রুপোলি ফসল এদেশের বাজারে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে দিঘা ও বকখালি উপকূলে গত কিছুদিন যাবৎ আবার ইলিশের দেখা পাওয়া যাচ্ছে বলে ওই দুই জায়গার এডিএফ (মেরিন)-রা জানিয়েছেন। সেখানকার মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, জুলাই ও অগাস্ট মাসে একের পর এক নিম্নচাপের জেরে ইলিশ ধরায় বাগড়া পড়েছে। তবে সেপ্টেম্বর মাসে ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রাম ওজনের ইলিশও জালে উঠছে। সব মিলিয়ে পুজোর আগে প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন স্থানীয় ইলিশও বাজারে আসবে বলেই খবর। সব মিলিয়ে হয়তো ইলিশ বাঙালির পাতে উঠবে, কিন্তু তার চড়া মাশুল দিতে হবে।

তালিকা নিয়ে তৎপর কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের সব রাজ্যে এসআইআর-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বৈঠক। তার আগে সোমবার বিহার এসআইআর মামলার শুনানিতে আধার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে কমিশনের একাংশ। যদিও এদিন প্রস্তুতি বৈঠকের অঙ্গ হিসেবে কমিশনের নির্দেশে এডিএমদের সঙ্গে জেলায় জেলায় এসআইআর সংক্রান্ত প্রস্তুতি নিয়ে ভিডিও কনফারেন্স করেছে রাজ্য মুখ্য নির্বাচনি কমিশনের দপ্তর। ১০ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে যোগ দিতে নির্ধারিত সূচি মেনেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লির উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ও ভোটার তালিকার দায়িত্বে থাকা রাজ্যের যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস। এদিনই রাজ্যের অতিরিক্ত ১৪ হাজার বুথ পুনর্বিন্যাস নিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে অভিযুক্ত বুথের তালিকা জমা দিল বিজেপি।

এসআইআরের প্রস্তুতি হিসেবে প্রায় ৯৪ হাজার বুথের বিএলও নিয়োগ এবং তার তালিকা রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সহমতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। সেই লক্ষ্যে জেলাস্তরে সর্বদলীয় বৈঠকের পর রাজ্যস্তরেও সর্বদলীয় বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। বুথ পুনর্বিন্যাস নিয়ে ও ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তাঁদের বক্তব্য জেলা শাসকদের রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়নি। এদিন তার ভিত্তিতে দু-দফায় ১৬৬৩টি বুথ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে। বাম-কংগ্রেসের তরফেও বলা হয়েছে, তারা জেলা নির্বাচনি আধিকারিকের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছে। এদিন সিইও বলেন, 'বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগই খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য জেলা শাসকদের কাছে তালিকা পাঠানো হয়েছে। কমিশনের নির্দেশিকা মেনে যদি প্রকৃতই বিকল্প বুথের সন্ধান রাজনৈতিক দলগুলি দিতে পারে, তা মেনে নিতে কমিশনের কোনও বাধা নেই। অস্থায়ী কর্মীদের বিএলও হিসেবে নিয়োগ নিয়ে শুরু থেকেই সরব বিরোধীরা। এদিনও বিজেপি সুনির্দিষ্টভাবে মালদার ৬১টি বুথের বিএলও নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে। বিজেপির অভিযোগের কথা স্বীকার করে সিইও বলেন, 'যদি প্রকৃতই দেখা যায় ওই বুথে স্থায়ী সরকারি কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও সেখানে অস্থায়ীদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাহলে কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে।'

উচ্চমাধ্যমিকে কমেছে অনুপস্থিতির হার

সিমেস্টার নিয়ে ক্ষুব্ধ পড়ুয়া-অভিভাবকরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : প্রথম দিনের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাতিল হল না একটিও উত্তরপত্র। সিমেস্টার ব্যবস্থার শুরুতে এই সাফল্যের সাক্ষী হল গোটা রাজ্য। একইসঙ্গে কমেছে অনুপস্থিতির হারও। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ৬ লক্ষ ৬০ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে রাজ্যজুড়ে অনুপস্থিতির সংখ্যা মাত্র ৫,৫২৭। সোমবার নতুন ব্যবস্থা নিয়ে শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীরাই নয়, যথেষ্ট অভিযোগ জানিয়েছেন অভিভাবকরাও। ভাষা ভিত্তিক টেক্সট বইয়ের অভাবের পাশাপাশি ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের পরীক্ষার সময়সীমার মধ্যে বিজ্ঞান ও অঙ্ক ভিত্তিক পরীক্ষাগুলি আদৌ শেষ করা সম্ভব কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের আশঙ্কা, এই পদ্ধতিতে আশানুরূপ নম্বর তুলতে পারবেন না ছাত্রছাত্রীরা। কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতির কথায়, 'মাত্র দু-মাসে পড়ুয়ারা সেভাবে প্রস্তুত হতে পারেনি। এভাবে তড়িঘড়ি পরীক্ষায় বসে ওরা প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে না তো?' পরীক্ষার্থীদের একাংশের মত, একাদশ শ্রেণি থেকে এই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত থাকায় খুব একটা অসুবিধা হয়নি। অন্য অংশের আবার অভিযোগ, আগের নিয়মে অনেক বেশি নম্বর পাওয়া যেত। ভগবতী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে চিরঞ্জীববাবুকে ঘিরে ধরে এদিন পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, ক্লাস শুরুর তিন মাস পর কেন হাতে বই পেল পড়ুয়ারা? চিরঞ্জীবের বক্তব্য, 'বিনামূল্যে দেওয়া বইগুলির ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি সবই অনলাইন পোর্টালে আপলোড করা আছে। অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। চতুর্থ সিমেস্টারের বই ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে বাজারে।'

ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, 'মেট্রো বিভ্রাটের কারণে এদিন পড়ুয়াদের সেন্টারে পৌঁছোতে

কিছুটা দেরি হয়েছে। ওএমআর শিট পূরণ করতে গিয়ে ভুল হওয়ায় ৬ জন পরীক্ষার্থীকে বাড়তি ওএমআর দিতে হয়েছে। পড়ুয়াদের জন্য এটা একটা বিরাট সমস্যা।' জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনের প্রধান অভিজিৎ ভট্টাচার্যের অবশ্য একটু ভিন্ন মত। তাঁর কথায়, 'সংসদের নির্দেশিকা মেনে আমরা কাজ করছি। অসুবিধা খুব একটা হয়নি।' চিরঞ্জীববাবুর আশ্বাস, অভিভাবকদের অভিযোগ মাথায় রেখে পরবর্তীতে সময়সীমা পরিবর্তনের বিষয়টি ভেবে দেখা হবে। সোমবার ছিল প্রথম ভাষার পরীক্ষা।

টাইম মেশিনে চেপে দেবীর অকালদর্শন বছরভর

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : মানচিত্রের হিসেবে বেহালা থেকে বরানগরের দূরত্ব ১০ কিলোমিটারেরও বেশি। তবে এখানে দুটি স্থানের দূরত্ব মাত্র কয়েক মিটার। শুধু বেহালা বা বরানগর নয়, ভবানীপুর, চেতলা, সন্তোষপুর, জানবাজার, গল্ফগ্রিন, আলিপুর, খিদিরপুর সব যেন মিলেমিশে একাকার। কোথাও সময় থমকেছে ২০১৭-তে, কোথাও ২০২০ আবার কোথাও ২০২২ বা ২০২৪-এ। দশমীতে দর্পণ বিসর্জনের পরই পাঁজিপুঁথি অনুযায়ী শেষ হয় দুর্গাপুজো। মনখারাপ নিয়ে ফের শুরু হয় এক বছরের প্রতীক্ষা। কিন্তু এই শহরের এক কোণায় সারা বছর ধরেই বিরাজমান থাকেন দেবী উমা। এ যেন টাইম মেশিনে ফিরে গিয়ে দেবীর অকালদর্শন। পুরোনো সময়ে ফিরে গিয়ে স্মৃতি উপভোগ করে নেওয়া। বছরভরই যেন এখানে দুর্গাপুজো।

বকুল গাছ ও বটবৃক্ষের নীচে অধিষ্ঠিত রয়েছেন দেবী উমা। তাঁর মৃন্ময়ী রূপ যেন শোভা বাড়িয়েছে নির্জন ওই স্থানের। প্রতিমাটি ২০২১ সালে হিন্দুস্তান ক্লাবের। স্কুলফেরত সমাব্রত মুখোপাধ্যায় মায়ের হাত ধরে প্রতিমা দেখে দারুণ খুশি। সঙ্গে তার তিন বছরের বোন। অপলক দৃষ্টিতে সেও তাকিয়ে। তাদের মা অর্পিতা মুখোপাধ্যায় বললেন, 'ওরা এখানে আসতে খুব ভালোবাসে। প্রায়ই আমি স্কুল ফেরত ওদের এখানে নিয়ে আসি। প্রতিবছর অনেক পুজো মণ্ডপে যাওয়া হয় না। এখানে একেবারে অনেক প্রতিমা দেখে নেওয়া যায়। এটা রাজ্য সরকারের খুব ভালো প্রচেষ্টা।' মায়ের হাত ধরে ছোট্ট সমাব্রত প্রতিমাগুলির খুঁটিনাটি মন দেখতে ব্যস্ত। আর একটু এগোলেই বেতের বোনা শৈল্পিক কারুকার্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'মা ফিরে এল' প্রবেশদ্বার। সেখান থেকে একটু এগিয়ে আর্ট গ্যালারিতে পরপর বিরাজমান দেবী প্রতিমাগুলি। কলকাতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন বছর যেন একটি সময়ে এসে থমকেছে।

এই মিউজিয়ামে নানা জায়গার প্রতিমা রাখা থাকে বছরভর।

২০১৭ সালে শিল্পী ভবতোষ সুতারের ও ২০২০ সালের অনির্বাণ দাসের তৈরি চেতলা অগ্রণীর মূর্তি, ২০১৯ সালে অভিজিৎ ঘটকের আলিপুর ৭৮ পল্লির মূর্তি, ২০১৭ সালে ভবানীপুর ৭৫ পল্লির বিমান সাহার তৈরি দুর্গা প্রতিমা, বেহালার জিতেন্দ্র স্মৃতি সংঘের ২০২২ সালের স্বপন সরকারের প্রতিমা, নির্মল মালিকের ২০২০ সালের ৭৪ পল্লি খিদিরপুরের প্রতিমা, গল্ফগ্রিন শারদোৎসব কমিটির ২০২২ সালের স্বরূপ নন্দীর তৈরি মূর্তি, সন্তোষপুর লেকপল্লির ২০২০ সালের সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের গড়া প্রতিমা, আহিরীটোলা সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ২০২৪ সালের মূর্তি, নপাড়া দাদাভাই সংঘের ২০২৩ সালের শিল্পী সুবিমল দাসের প্রতিমা সহ প্রায় ২১টি মূর্তি স্থান পেয়েছে এই মিউজিয়ামে। সমাজমাধ্যম থেকে জানতে পেরে বছর আঠারোর মৌমিতা সর্দারও এখানে বন্ধু সহ ঢুঁ মেরে গেলেন। সঙ্গে রয়েছে বন্ধু রুকসানা। দু'জনই বললেন, 'আমরা সমাজমাধ্যম থেকে মিউজিয়ামের কথা জানতে পেরেছি। তাই এসে একবার দেখে গেলাম।'

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নপাড়া দাদাভাই সংঘের মূর্তিটি মন দিয়ে দেখছিলেন প্রতীক ধর। তাঁর বক্তব্য, 'প্রতি বছর পুজোর সময় আমরা বাইরে বেড়াতে যাই। তাই কলকাতার পুজো বিশেষ দেখা হয় না। এই উদ্যোগ ভীষণ ভালো। প্রায় পাঁচ বছর আগের পুজোর প্রতিমাও একেবারে দেখে নেওয়া গেল।'

সরকারি সংস্থার পরিত্যক্ত গুদামকে সংস্কার করে নতুন রূপ দিয়ে এই মিউজিয়াম তৈরি হয়েছিল। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে কেএমডিএ। নিরাপত্তারক্ষী সুকোমল দাস বললেন, 'প্রতিদিন ৫০ জনেরও বেশি মানুষ এখানে আসেন। শীতকালে বাইরে থেকে এখানে বেড়াতে আসেন, তাঁরা দেখে যান। প্রশংসা করে যান। তখন ভিড় বেশি হয়। যে প্রতিমাগুলি একটু নষ্ট হয়ে যায়, সেগুলির পরিবর্তে প্রতি বছর নতুন প্রতিমা রাখা হয়।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৩ ভাদ্র ১৪৩২

চাপে ‘যোগ্য’রাই

সুপ্রিম কোর্ট ঘোষিত, স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) চিহ্নিত কোনও ‘দাগি’ শেষপর্যন্ত নিয়োগ পরীক্ষা দিয়েছেন বলে প্রমাণ মেলেনি। যদিও তাতে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, পরীক্ষার্থীদের ভিড়ে দাগিদের কেউ মিশে ছিলেন না। সেই নিশ্চয়তা এসএসসি’র স্বয়ং চেয়ারম্যান দিতে পারেননি। আবার আরও দাগি রয়ে গিয়েছে বলে বিরোধীরা প্রচার করলেও তার কোনও প্রমাণ হাজির করেনি। ফলে পরীক্ষা দিলেও শিক্ষক পদের চাকরিপ্রার্থীদের সংশয় কাটছে না।

একজন দাগিও পরীক্ষা দিলে কড়া পদক্ষেপ করার সতর্কবার্তা আগেই দিয়ে রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে দাগিদের কেউ পরীক্ষা দিয়েছে বলে ভবিষ্যতে প্রমাণ মিললে আদালতের পদক্ষেপ করার পথ খোলা রইল। সেই পথে আদালত এগোলে আবার গোটা পরীক্ষাটা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা তাই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অথচ অনেক আশা নিয়ে যেমন ১০ বছর শিক্ষকতা করা যোগ্যদের পাশাপাশি এই প্রথম অনেকে পরীক্ষা দিয়েছেন।

‘যোগ্য’ বলে তাঁদেরই ধরে নেওয়া হচ্ছে, যাঁরা ২০১৬ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই বছরের নিয়োগের প্যানেল বাতিল করে দিলেও যাঁদের চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। তাঁদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে হয়েছে একদম নতুন আবেদনকারীদের সঙ্গে। এর মধ্যে প্রজন্ম পালটে গিয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলেও ‘যোগ্য’দের সবাই নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন- একথা বলা মুশকিল।

‘যোগ্য’দের দুর্ভাগ্য এই যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের অনেককে পরীক্ষা দিতে হয়েছে পরের প্রজন্মের অনেকের সঙ্গে। যাঁদের কেউ কেউ তাঁদের ছাত্র ছিলেন। আবার পরীক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শকের ভূমিকায় এই যোগ্যরা অনেকে তাঁদের সহকর্মীদের দেখেছেন। এই পরিস্থিতি যোগ্য তালিকার পরীক্ষার্থীদের ওপর যে নিদারুণ মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চাপের আরেকটি কারণ আচমকা ঘাড়ের ওপর পরীক্ষার বোঝা চেপে বসা। যার জন্য মানসিকভাবে যোগ্যরা প্রস্তুত ছিলেন না। একবার নিযুক্ত হওয়ার পর গত ১০ বছরে যাঁরা কখনও ভাবেননি যে জীবনে ফের চাকরির জন্য পরীক্ষায় বসতে হবে। চাকরি করা আর চাকরির জন্য পরীক্ষা দেওয়ার মধ্যে যে অনেক ফারাক, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। শিক্ষকতা করলেই পরীক্ষার সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে, তার নিশ্চয়তা তাই থাকে না।

তাছাড়া এই পরীক্ষার জন্য মানসিক প্রস্তুতি যোগ্যদের অনেকের ছিল না। সুপ্রিম কোর্ট পরীক্ষাগ্রহণের নির্দেশ দিলেও নানাবিধ মামলার জট ও আন্দোলনের কারণে যে দোলাচল তৈরি হয়েছিল, তাতে প্রস্তুতির জন্য খুব সময় পাননি যোগ্যরা। এই এতগুলি চাপ মাথায় নিয়ে যোগ্যদের প্রথম দফা পরীক্ষায় বসতে হয়েছে। পরের দফাতেও বসতে হবে। এর পরেও যদি আইনি জটিলতা দেখা দেয়, তবে তাঁদের জীবন যে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কেননা, যোগ্যদের সামনে এরপর আর কোনও পথ খোলা থাকবে না। একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে, কোনওরকম আশা-ভরসা না রেখে পরীক্ষা দিয়েছেন অনেকে। এই ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। সত্য হলে শিশুকে অন্যের কোলে রেখে বা হাঁটতে না পারার মতো অক্ষমতার মতো বাধা কাটিয়ে কেউ পরীক্ষা দিতে আসতেন না।

তবে এটা বলা যায়, যোগ্যদের কাছে এসএসসি’র পরীক্ষাটি মরণবাঁচন সমস্যার মতো। পরীক্ষা বাতিল হলে যেমন, তেমনই অকৃতকার্য হলে যোগ্য শিক্ষকদের জীবনে স্থায়ী আঁধার নেমে আসবে। যাঁদের অনেকের চাকরি পাওয়ার বয়স প্রায় শেষ হওয়ার মুখে, এরপর তাঁদের পক্ষে বিকল্প জীবিকা খোঁজা আর সম্ভব হবে না। তাই অযোগ্যদের পাশাপাশি যোগ্যদের মধ্যে অনেকের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির প্রমাণিত জালটি।

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। ‘সাধু সোতেন সংবরো।’ বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

ধর্ম নয়, ভাষাই কি ডিটেনশনের নেপথ্যে?

অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক ৭০-৮০ শতাংশই হিন্দু বাঙালি। এই অমুসলিমদের বন্দি করে রাখা হচ্ছে কেন?

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

ডিটেনশন ক্যাম্প শব্দটি হিটলারতন্ত্রকে মনে করিয়ে দেয়। আমাদের দেশে ডিটেনশন ক্যাম্প চালু হওয়ায় বুঝতে বাকি থাকে না যে, রাহুগ্রাস স্পষ্ট। বিজেপির বাঙালি বিদ্বেষের ফসল এই ডিটেনশন ক্যাম্প। অসমে ডিটেনশন ক্যাম্প এক মূর্তিমান আতঙ্ক। বাংলার প্রতিবেশী এই রাজ্যে ৬ বছর আগে এনআরসি করে ১৯ লাখের বেশি বাঙালিকে বেনাগরিক করা হয়েছে।

অথচ সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোদি-শা’র হিন্দুত্বের পোস্টার বয় হিমন্ত বিশ্বশর্মা গত ৩ সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন অনুযায়ী আবেদন করে বিগত ৬ বছরে মাত্র ৩ জন (হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন ৩ জন) বাংলাভাষী হিন্দু নাগরিকত্ব পেয়েছেন। হিমন্তের ভাষায়, ‘অসমে ২০-২৫ লক্ষ মানুষ নাগরিকত্ব পাবেন বলে ব্যাপক হইচই হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ১২টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এবার আপনারাই ভাবুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে আলোচনা কতটা প্রাসঙ্গিক।’

হিমন্তর কথা থেকেই আমরা জানতে পারছি, সিএএ-তে অসমে মোট ১২টি আবেদন জমা পড়েছিল। এর মধ্যে ৯টি আবেদন এখনও বিবেচনাধীন। বিরোধীদের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করতে গিয়ে আসলে এই আইনের সারবত্তাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন তিনি। যদি গুটিকয় আবেদন জমা পড়ে থাকে, তাহলে এই প্রক্রিয়া চালানোর প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

এককথায় তাঁর দিল্লির বসদের উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। অথচ তাঁর ওই কথা বলার আগের রাতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আরও ছাড় দেওয়া হল। ওইসব দেশ থেকে শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টানরা ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর বা তার আগে ভারতে এসে থাকলে তাঁদের বৈধ ভ্রমণ নথি, পাসপোর্ট না থাকলেও, এমনকি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। অর্থাৎ তাঁদের পাকড়াও করে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিজ্ঞপ্তির পর বঙ্গের বিজেপি নেতারা উল্লাসে আত্মহারা হয়ে সমাজমাধ্যমে এবং প্রকাশ্যে জোর গলায় বলতে শুরু করেছেন, কোনও হিন্দুকে আর দেশ ছাড়তে হবে না। আসলে নাগরিকত্বের প্রশ্নে বিজেপি বাংলায় খুব বেকায়দায় পড়েছিল, বিশেষ করে মতুয়া সম্প্রদায় ও ‘পদ্মগড়’ বলে পরিচিত উত্তরবঙ্গে। একের পর এক রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের খবর সামনে চলে আসায় সুকান্ত-শমীক-শুভেন্দু ত্রয়ী কিছুটা ব্যাকফুটে পড়ে গিয়েছিল।

এমন অবস্থায় শা’র মন্ত্রকের ঘোষণা কার্যত তাঁদের জন্য স্টেরয়েডের কাজ করেছে। কিন্তু ওই বিজ্ঞপ্তিতে মোহিত না হয়ে যদি ক্রিটিক্যালি বিবেচনা করা যায়, তবে কিন্তু অন্য ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসবে। কেননা, ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা আছে, যদি ধর্মীয় কারণে শরণার্থীরা without valid documents, or with documents whose validity has since expired, will be exempt from the requirement of possessing a valid passport and visa.

তাহলে প্রশ্ন, এই যে অনুগ্রহ করে যাঁদের থাকতে দেওয়া হবে, তাঁদের পরিচয় কী হবে? কতদিন পর্যন্ত তাঁরা এই সুবিধা ভোগ করবেন? যদি সরকারের অমুসলিম শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়াটা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা হয়, তবে একটি আইনি পরিকাঠামো তৈরি করা জরুরি। যে পরিকাঠামোর ছত্রছায়ায় এই শরণার্থীরা এদেশে থাকতে পারবেন এবং তাঁদের অবৈধ অভিবাসী বলা যাবে না। তাঁদের পুলিশি হয়রানি করা হবে না, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ‘ফ্রোজেন’ হবে না।

এর অন্যথা হলে কি আমরা ধরে নেব, সরকার অনুপ্রবেশকারীদেরই বৈধতা দিচ্ছে? যদি তাই হয়, তাহলে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করার নতুন ফতোয়া কেন? কেন তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের গেজেট নোটিফিকেশনে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও রাজ্যগুলিকে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হল? যেখানে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ও অবৈধভাবে থাকছেন এমন মানুষজনকে আটকে রাখা হবে বলা হল।

এনআরসি নিয়ে এতদিন আতঙ্ক ছিল অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে। এবার সারা ভারতে ডিটেনশন ক্যাম্পের নির্দেশিকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে গেল সব রাজ্যে। নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) অর্থাৎ বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর পর এই নতুন পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। ফলে আরেক দফা আতঙ্ক তৈরি হতে চলেছে রাজ্যে রাজ্যে।

ভারতের অভিবাসন ও বিদেশি আইন, ২০২৫ অনুযায়ী প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অন্য তিন দেশ থেকে আসা অমুসলিমরা বৈধ কাগজ না থাকলেও যখন দেশে থাকতে পারবেন, তখন প্রশ্ন ওঠে, তাহলে অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে অমুসলিমদের পচানো হচ্ছে কেন? তাঁদের তো মুক্তি দেওয়া উচিত। সুপ্রিম কোর্ট এর মধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে, কেন অসমের গোলপাড়া ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক ৬৩ জনকে এখনও বহিষ্কার করা হয়নি?

বিজেপি সরকার যদি ২০২৪ পর্যন্ত আসা অমুসলিমদের দেশে থাকার অনুমতি দেয়, তবে আরেকদল অমুসলিমকে শিকলে বেঁধে রাখা হচ্ছে কেন? আসলে এই ছাড় ঘোষণা করার পর অসমে ফের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির রাজনৈতিক ফায়দা তোলার কৌশল পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

তৃণমূল সাংসদ তথা অসমের ভূমিকন্যা সুস্মিতা দেব ক’দিন আগে বলেছেন, ‘২০১৬ সালে নির্বাচনের আগে বিজেপির উদ্যোগে তৈরি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে কার্যত কারও উপকার হয়নি। মাত্র ১২ জন আবেদন করেছিলেন, নাগরিকত্ব পেয়েছেন মাত্র ৩ জন। এবারও একইভাবে ভোটের আগে নতুন নির্দেশ আনা হয়েছে, যা স্পষ্টত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’

অসম বিধানসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের দেবব্রত শইকিয়া মন্তব্য করেছেন, এই নির্দেশ অসম চুক্তির চেতনার পরিপন্থী। তাঁর কথায়, ‘আমরা আগে সিএএ-র বিরোধিতা করেছি আর এখন এই ছাড়েরও বিরোধিতা করছি। এতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত অনুপ্রবেশকারীদের দেশে থাকার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যদি এভাবে চলতে থাকে, তবে অসম তার নিজস্ব পরিচয় হারাবে। আগামীদিনে অসম আলাদা হওয়ার দাবি তুলতে পারে। বিজেপি তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য ভারতের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছে।’

অসমের দিক থেকে যতই গোসা দেখানো হোক, বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ বাংলার ভোটের দিকে তাকিয়ে। মোদি-শা বারবার মৎস্যসুখী বাঙালির কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছাব্বিশের আগে উঠেপড়ে লেগেছেন। এর মধ্যে ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্তা বিজেপিকে এরাজ্যে বিপাকে ফেলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির গায়ে বাঙালিবিরোধী তকমা লাগিয়ে অনেকটাই সফল।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ‘হার্ড নাট টু ক্র্যাক।’ বাঙালি ঠিক তাই। বাঙালির স্বাভিমান এবং জাত্যভিমান খুব স্পষ্ট। বাংলা দখল করতে না পেরে এখন বিভিন্ন কৌশলে বাঙালিকে জব্দ করার কৌশল বেআব্রু হয়ে গিয়েছে। ডিটেনশন ক্যাম্পের ভাবনার পুরোটাই প্রাক্তন জার্মান একনায়ক অ্যাডলফ হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ধারণা থেকে তৈরি।

বাঙালিকে অপদস্থ করার, বাঙালির ওপর অযৌক্তিক অত্যাচার করার নিমিত্ত হয়ে উঠছে এই ক্যাম্পের ধারণা। যাঁরা ভাবছেন ডিটেনশন ক্যাম্প করা হচ্ছে শুধু মুসলিমদের আটকে রাখার জন্য, তাঁরা মূর্খ। অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক ৭০/৮০ শতাংশই তো হিন্দু বাঙালি। আসলে ডিটেনশন ক্যাম্প তাঁদের জন্যই, যাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন।

পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে কার্যত সামান্য কয়েকজন হিন্দি বা উর্দুভাষী হিন্দু ভারতে আসেন। সেই সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এই সহজ সত্যটা বুঝে অন্তত এই বিষয়ে কংগ্রেসের মতো জাতীয় দল আর বাম দলগুলো তৃণমূলের সঙ্গে মিলে প্রতিবাদ না করলে বাঙালির ক্ষতি। বঙ্গে সেলিম-অধীর কম্বিনেশন তা করতে দেবে কি না, ঘোর সন্দেহ।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৬৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অক্ষয়কুমার।

২০১২

শ্বেত বিপ্লবের জনক ভার্গিস কুরিয়েন প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

বেশ হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলোর ওপর এভাবেই বিধিনিষেধ আরোপ করা দরকার। ভারতের ওপর শুল্ক চাপানোর মার্কিন সিদ্ধান্ত একদম সঠিক। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে আমি খুশি। ওই নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।

- ভোলোদোমির জেলেনস্কি

ভাইরাল/১

আমেরিকায় এক মহিলাকে ধরেছে পুলিশ। হাতজোড় করা মহিলা ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছেন। পুলিশ তাঁকে শান্ত হয়ে তাদের কথার উত্তর দিতে বলে। মহিলা জানান, তিনি গুজরাটি। টার্গেট স্টোরে চুরি করা জিনিসপত্র বিক্রি করতে চাইছিলেন।

ভাইরাল/২

বিহারে বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সাংসদ তারিক আনোয়ার। সেই সময় নিজে জলের মধ্যে না নেমে এক কর্মীর পিঠে চড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। গোটা ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে।

জনমন
জনমত

বইয়ের বোঝা কমানো খুব জরুরি

আমার মেয়ে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী, শিলিগুড়ির একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের পড়ুয়া। কয়েকদিন ধরে তার পিঠে ব্যথা। ডাক্তারি পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে, অতিরিক্ত বোঝা পিঠে বহনের কারণে শিরা-উপশিরার রক্তসঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হওয়াই এর প্রধান কারণ। অতঃপর কিছুদিন স্কুল ছুটি এবং তারপর ব্যথা থেকে নিস্তার। পরীক্ষামূলক গবেষণায় দেখা যায়, স্কুল ব্যাগের ওজন কমবেশি আট কেজি। তার মধ্যে ৬/৭/৮টি যথেষ্ট ওজনপূর্ণ বই, ১০/১১টি খাতা, টিফিন বক্স, জলের বোতল, পেন্সিল বক্স প্রভৃতি থাকে। এমতাবস্থায় একজন অভিভাবক হিসেবে স্কুল পরিচালন কমিটির কাছে আমার প্রশ্ন, প্রতিদিন এত পরিমাণ বই কি সত্যিই লাগে? দ্বিতীয়ত, কোনও উপায় অবলম্বনে কি বইয়ের সংখ্যা কমানো যায় না? যদি এরকম কোনও পদ্ধতি নেওয়া যেত, যাতে পড়ুয়ারা প্রতিদিন ২/৩টি বইখাতা সহ স্কুলে যেতে পারত, তাহলে আমার মতো অনেক অভিভাবক সন্তানদের ওপর থেকে অন্তত পিঠের বোঝা কমাতে পারতেন।

স্কুলে পিরিয়ড সংখ্যা কমিয়ে প্রতিটি বিষয়ের পড়ানোর সময়ের পরিমাণ বাড়ালে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রতিটি বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার সময় পাবেন। শিক্ষার্থীদের কাছেও তা ফলপ্রসূ হবে। অন্যথায়, অতিরিক্ত বোঝা বহনের কারণে শিশুরা বিভিন্ন রোগের সম্মুখীন হবে ও স্কুলবিমুখ হয়ে পড়বে। সকল সুধী নাগরিকের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা তাঁদের সুনির্দিষ্ট মতামত এই ব্যাপারে তুলে ধরে সমস্যার সমাধানে তৎপর হবেন। পাশাপাশি স্কুল পরিচালন কমিটি এই ব্যাপারে চটজলদি পদক্ষেপ করলে উপকৃত হই।

প্রবীর পাল, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

পুনর্বাসন দিলেই রক্ষা পাবে পথকুকুর

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই উত্তরবঙ্গ সংবাদকে। তারা বেশ কয়েকদিন শিলিগুড়ি শহরে পথকুকুরের সমস্যা নিয়ে পত্রিকার পাতায় সোচ্চার হয়েছে। আদিম যুগ থেকেই মানুষের সঙ্গে কুকুর বা সারমেয়র সখ্য চলে আসছে। কুকুর প্রভুভক্তও বটে। তবুও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিলিগুড়ি শহরের অলিগলিতে পথকুকুরের দাপটে সাধারণ মানুষ আজ অতিষ্ঠ। বহু পথচারী তথা ছোট ছোট ছাত্রছাত্রী এজন্য ভীতসন্ত্রস্ত। অনেকে কুকুরের কামড়ের শিকার

হয়েছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারলাম, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে প্রতিদিন প্রায় ৮০ থেকে ৯০ জনকে এআরভি দেওয়া হচ্ছে। তাই বিষয়টি উদ্বেগজনকও বটে।

যাঁরা প্রতিদিন ভোরে বাড়ি থেকে বের হন বা বেশি রাতে কাজকর্ম শেষ করে বাড়ি ফেরেন তাঁদেরও এটা দৈনন্দিন সমস্যা। আবার অনেক সময় রাস্তায় পথকুকুরও গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়, সেটাও দুঃখজনক। তাছাড়া পথকুকুর রাস্তার অলিগলিতে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করে শহরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এই কুকুরও প্রকৃতির সৃষ্ট জীব। কুকুরেরও এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পথকুকুরকে রক্ষা করা ও পুনর্বাসন দেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং রাজ্য সরকারের প্রাণীজ সম্পদ বিভাগের যৌথ কার্যকরী ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

মৃণালকান্তি কর,
নবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ইগো বা সেন্টিমেন্টের মূর্খামিতে সর্বনাশ

পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলেই গলায় দড়ি দিয়ে বা কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার নেপথ্যে থাকে আত্মবিশ্বাসের অভাব।

গৌতমী ভট্টাচার্য

সেন্টিমেন্ট বা ইগো বর্তমান প্রজন্মের এক ধরনের মানসিক সমস্যা। অশান্তি থেকে অপ্রীতিকর ঘটনা ইত্যাদির উৎস এখানেই। এখন ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি নিজের সম্পর্কে সচেতন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পছন্দ করে। অন্যের, এমনকি বাবা-মায়ের হস্তক্ষেপও তাদের বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে কখনো-কখনো।

জীবনের সম্পর্কগুলো শুরু হয় বাবা-মা, কাকা-জ্যাঠা, কাকিমা-জেঠিমা, ঠাকুমা-ঠাকুরদা এঁদের নিয়ে। এরপর ঘরের বাইরে স্কুলের গণ্ডিতে পা রাখলে শিক্ষকরা বাবা-মায়ের পাশাপাশি অভিভাবকের স্থানে চলে আসেন। মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষকের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের ভালোমন্দ যেমন বাবা-মা বোঝেন, ঠিক তেমনই শিক্ষকও অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে পড়ুয়াদের স্নেহ-ভালোবাসায় বাঁধার পাশাপাশি প্রয়োজনে শাসন করেন। এই প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে শিশু যেন চারাগাছ থেকে মহীরুহ হয়ে ওঠে।

বয়সের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধান ও স্নেহচ্ছায়ায় থাকার পর আজকের প্রজন্মের কাছের মানুষ হয়ে ওঠে বন্ধুবান্ধব। এই কাছের মানুষের লিঙ্গভেদ থাকে না। কিন্তু সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, সেই সম্পর্ক সবসময় সুস্থ থাকে না। অনেক সময় জড়িয়ে পড়ে স্বার্থ। তাতে ভবিষ্যতের পথ চলা কখনো-কখনো মসৃণ হয় না। সঠিক পথের বদলে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে জীবন। এতে ছেলেমেয়েদের ভুল পা বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়। ভুল সিদ্ধান্তও নিয়ে বসে।

পারিপার্শ্বিক কারণ এখনকার সমাজে সহনশীলতা কমিয়ে দিচ্ছে। যার প্রভাব আছে বর্তমান প্রজন্মের ওপর। ছেলেমেয়েদের ধৈর্য, সহ্যশক্তি ইত্যাদি তুলনামূলক কমে যাচ্ছে। প্রত্যেক পরিবারে একটি-দুটি সন্তান থাকায় শত কষ্ট হলেও সন্তানের আবদার পূরণ বাবা-মায়ের কাছে প্রাথমিক লক্ষ্য হয়ে ওঠে। যেমন, কারও সহপাঠী হয়তো বিত্তশালী পরিবারের। তার বাবা দামি মোবাইল কিনে দিতে পেরেছেন। তাই দেখে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে ওইরকম মোবাইল কিনে দেওয়ার আবদার করলে তার বাবার বিড়ম্বনা বাড়ে।

ছেলেকে হাজার বোঝানোর চেষ্টা করেও অনেক সময় তিনি ব্যর্থ হন। অন্যদিকে, অবুঝ ছেলে বাবার অবস্থার কথা চিন্তা না করে আবেগের বসে আত্মহত্যা করে ফেলে। সংবাদপত্র খুললেই এরকম নজির অজস্র। এটা একধরনের নেগেটিভ চিন্তার পরিণাম। এই চিন্তা সেই সন্তানকে কখনও আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না। পজিটিভ মানসিকতা না থাকলে আত্মবিশ্বাস আসে না।

ধরুন, ঘরে বসে এক পরিবারে কয়েক ভাইবোন টিভি দেখছে। বয়স ভেদে সবার রুচি এক হয় না। ছোট ভাই বা বোন যদি দেখতে চায় কার্টুন তো বড়জন সিরিয়াল বা সিনেমা। অতএব টিভি দেখা নিয়ে ভাইবোনের ঝগড়া হয়েই থাকে। কিন্তু তা থেকে যদি আত্মহননের মতো ঘটনা ঘটে, তাহলে বুঝতে হবে ধৈর্য ও সহ্যশক্তির অভাব সেই সন্তানটিকে গ্রাস করেছে। ইগো মনের স্থিরতাকে আঘাত করছে। এটাই আমাদের সমাজে এখন ক্রমাগত ক্ষতস্থান তৈরি করছে।

পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলেই গলায় দড়ি দিয়ে বা কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার নেপথ্যে এই আত্মবিশ্বাসের অভাব। একবারে না পারলে আবার চেষ্টা যদি কেউ করে, তবে সুস্থ মানসিকতার পরিচয় মেলে। এমন ঘটনাও অনেক দেখা যায় যে, ছোটবেলায় লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভালো হলেও সে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আবার সাধারণ মানের পড়ুয়াও হয়তো পরে সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। চলার পথের মতো জীবনও আঁকাবাঁকা অলিতে-গলিতে ভরা। আবেগের বশে আত্মহননের পথ নেওয়া তাই মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়।

(লেখক বাচিকশিল্পী)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। কাপড়ের তৈরি অস্থায়ী ছাদবিশেষ, চাঁদোয়া ৩। ক্ষুদ্র মালা ৫। তর্কবিতর্কের বা গোলমালের অনুকার ধ্বনি ৬। অপকৃষ্ট, খারাপ, জঘন্য ৭। অতি শক্তিশালী রোমশ ও তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট বন্য প্রাণীবিশেষ, ভালুক ৯। একটুতেই রেগে যায় এমন স্বভাববিশিষ্ট ১২। সুচ-সুতো দিয়ে কাপড়ে ফুলতোলার কাজ ১৩। বহুকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত।

উপর-নীচ : ১। বুদ্ধদেব ২। রহিত, রদ, বাতিল ৩। বোধ, উপলব্ধি ৪। নিবিড় অরণ্য, ঘনবন, দুর্গমপথ ৫। দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণা, মেহনত, অনটন ৭। ইহলোক, সংসার, সত্তা, স্থিতি, পৃথিবী ৮। অসংখ্য ৯। কুঁড়ি, মুকুল, কলিকা ১০। বিন্ধ্যপর্বত থেকে উৎপন্ন নদীবিশেষ, রেবা নদী ১১। কাউকে কোনও কাজ থেকে নিরস্ত করবার জন্য কুমন্ত্রণা, ভাঙানি।

সমাধান ■ ৪২৩৮

পাশাপাশি : ১। কঙ্কত ৪। মণ্ডুর ৫। ভবি ৭। দজ্জাল ৮। দমবাজ ৯। ভক্তিবাদ ১১। আজাদ ১৩। নক্ত ১৪। বনাত ১৫। শতেক।

উপর-নীচ : ১। কণাদ ২। তমাল ৩। বরবাদ ৬। বিরাজ ৯। ভরন ১০। দন্তাবল ১১। আতশ ১২। দণ্ডক।

বিন্দুবিসর্গ

আধারকে বৈধ পরিচয়পত্র মানতে কমিশনকে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষায়(এসআইআর) ব্যক্তি পরিচয়ের প্রামাণ্য নথি হিসাবে আধার কার্ড ব্যবহার করা যাবে। এসআইআর নিয়ে চলমান বিতর্কের মধ্যেই সোমবার সুপ্রিম কোর্ট এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আধার কার্ডকে ১২তম বৈধ নথি হিসাবে মেনে নিতে হবে। তবে

সুপ্রিম বয়ান

- ব্যক্তির পরিচয়পত্র হিসাবে আধার কার্ড গণ্য, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য এটা বিবেচিত হতে পারে
- আধার কখনোই নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়
- ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার ১২তম নথি হিসাবে গ্রহণযোগ্য
- বেআইনি বাসিন্দারা নন, শুধু প্রকৃত নাগরিকরাই যাতে ভোট দিতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে কমিশনকে

আদালতের রায়ে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আধার কার্ড পরিচয়ের প্রমাণ হলেও তা কখনোই নাগরিকত্বের প্রমাণ বলে গণ্য হবে না।

বর্তমানে বিহারের এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় ১১ ধরনের পরিচয়পত্র গ্রহণ করা হচ্ছিল। কিন্তু অভিযোগ উঠেছিল, অনেক বুথ স্তরের আধিকারিক(বিএলও) আধার মানতে চাইছেন না। উলটে যাঁরা তা জমা দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নোটিশও দেওয়া হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতেই সোমবার শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশন(ইসি)-কে নির্দেশ দেয়, যাতে তারা আজই আধারকে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করে।

বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, শুধুমাত্র বৈধ নাগরিকদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। তাই আধার জমা পড়লে কমিশনকে তার যথার্থতা যাচাই করতে হবে। বেঞ্চ আরও পর্যবেক্ষণ করে যে, পাসপোর্ট বা জন্মসনদ ছাড়া অন্য নথিগুলি যেহেতু নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ নয়, সেক্ষেত্রে আধারকেও বাদ দেওয়া উচিত নয়। বেঞ্চের কথায়, 'কেউই চায় না যে বেআইনি বাসিন্দাদের নাম ভোটার তালিকায় উঠুক। কেবল প্রকৃত নাগরিকরাই যাতে ভোট দিতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।'

আদালতে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর আইনজীবী কপিল সিবাল অভিযোগ করেন, কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে আধারকে তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে। ফলে অনেক প্রকৃত ভোটার বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী দাবি করেন, ৭.২৪ কোটি ভোটারের মধ্যে ৯৯.৬ শতাংশ ইতিমধ্যেই অন্যান্য নথি জমা দিয়েছেন। মাত্র কিছু সীমিত ক্ষেত্রে আধারের প্রশ্ন উঠছে। তাই দ্বাদশ নথি হিসাবে আধারকে সংযুক্ত করার দাবির কোনও অর্থ নেই।

গত মাসে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৬৫ লক্ষ নাম বাদ পড়ায় বিরোধীরা এই প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। কংগ্রেস, আরজেডি সহ আটটি বিরোধী দল সংসদে আলোচনার দাবি তোলে। তাদের অভিযোগ, এই সংশোধন ভোটাধিকার সংকুচিত করছে, বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোটারদের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা দাবি করেন, তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

বিরোধিতা ও বিতর্কের মধ্যেই আদালতের নির্দেশে এখন পরিষ্কার— আধারকে বৈধ পরিচয়পত্র ধরা হবে, তবে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাতেই থাকবে।

ফেসবুক বন্ধের নির্দেশ ঘিরে অগ্নিগর্ভ নেপাল। কাঠমাণ্ডুতে দেশের সংসদ ভবনের দখল নেন প্রতিবাদী তরুণরা। পুলিশকে উপেক্ষা করে মারমুখী ছাত্রসমাজ। সোমবার।

শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের পর নেপাল

দক্ষিণ এশিয়া উত্তপ্ত জেন জেড আন্দোলনে

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : ২০২২-এর ৯ জুলাই। শ্রীলঙ্কার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোটাভায়া রাজাপাক্ষের প্রাসাদে ঢুকে পড়েছিল বিক্ষুব্ধ জনতা। অধিকাংশ তরুণ। জেন জেড প্রজন্মের প্রতিনিধি। বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কলম্বোস্থিত প্রাসাদের সুইমিং পুলে স্নানের স্মৃতি এখনও টাটকা। পরের ছবিটা গত বছর ৫ অগাস্টের। বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবনের দখল নিয়েছে ছাত্র-জনতা।

তরুণ প্রজন্মের একাংশের বাড়ির আসবাব থেকে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে ঘরমুখী হওয়ার ঘটনায় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। কোটা বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া সেই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন ছাত্রনেতারা। সোমবার নেপালে সংসদ ভবনে ঢুকে পড়া আন্দোলনকারীরাও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি। কিছুদিন আগে পাকিস্তানেও ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের ডাকে যারা সরকারবিরোধী আন্দোলনে নেমেছিল, তাদের বড় অংশ ছিল ছাত্র- জনতা।

দক্ষিণ এশিয়ার একের পর এক দেশে জেন জেড-এর পথে নেমে প্রতিবাদে শামিল হওয়ার ঘটনা গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশ আলাদা হলেও এ ধরনের আন্দোলনে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গিয়েছে। সব ক্ষেত্রেই আন্দোলন শুরু হয়েছে এমন ইস্যুকে কেন্দ্র করে যা সরাসরি তরুণ প্রজন্মের স্বার্থ বা ইচ্ছাকে আঘাত

ক্ষোভের কারণ

- স্বৈরতান্ত্রিক বিধিনিষেধ
- মতপ্রকাশে বাধা
- কর্মসংস্থানের অভাব
- কোটার দাপট

করেছে। কোথাও স্বৈরাতান্ত্রিক বিধিনিষেধ, কোথাও কর্মসংস্থান তৈরিতে সরকারি ব্যর্থতা, কোথাও আবার কোটার আড়ালে বাড়তে থাকা বৈষম্য...।

নেপালের জেন জেড-এর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের পটভূমি তৈরি করেছে সমাজমাধ্যমের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা। যে মাধ্যম তাঁদের বহির্বিশ্ব এবং পারস্পরিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। তরুণদের মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে ফেসবুক, এক্স বা হোয়াটসঅ্যাপের গুরুত্ব কতটা, তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। সেই মাধ্যমকে বিধিনিষেধের আওতায় আনার ফল এখন টের পাচ্ছে কেপি শর্মা ওলির সরকার।

এই উপমহাদেশে ছাত্র আন্দোলন দমনের যে কোনও উদ্যোগ যে রক্তপাতের পটভূমি তৈরি করতে পারে, সেটা বোঝা গিয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালে। সর্বত্র নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্র- জনতার হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তাতে আন্দোলন গতি হারানোর বদলে আরও তীব্র হয়েছে। সিনিয়ার সাংবাদিক প্রহ্লাদ রিজালের মতে, প্রত্যেক দেশেই সমাজমাধ্যম যুব সম্প্রদায়ের মতপ্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শুধু নেপাল নয়, দেশের বাইরে পড়াশোনা বা কর্মসূত্রে থাকা তরুণরাও আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। সেই মাধ্যম বাধাগ্রস্ত হলে প্রতিক্রিয়া হওয়া অস্বাভাবিক হয়। চলতি আন্দোলনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে বলে মনে করেন তিনি। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও যা শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে লক্ষ করা গিয়েছে।

'আমাকে তাক করেছিল পুলিশ, লাগল বন্ধুর মাথায়'

কাঠমাণ্ডু, ৮ সেপ্টেম্বর : নেপালের কাঠমাণ্ডুতে সোমবার তরুণ পড়ুয়াদের বিক্ষোভ দমনে পুলিশ গুলি চালালে মৃত্যু হয় অন্তত ১৯ জনের। জখমের সংখ্যার কোনও হিসাব নেই। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ সহ একগুচ্ছ সমাজমাধ্যম বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীরা। আর তাতেই এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে।

প্রতিবাদীরা সংসদ ভবন ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করলে প্রথমে পিছু হটে অল্পসংখ্যক দাঙ্গা দমনকারী পুলিশ। তারা সংসদ চত্বরে আশ্রয় নেয়। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ অকারণে গুলি চালায়। এক তরুণের দাবি, তাঁর পাশে দাঁড়ানো বন্ধুকে মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আরও অনেকের হাতে-পায়ে গুলি লেগেছে। তাঁর কথায়, 'খুব কাছ থেকে আমাকে তাক করেই গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে লাগে পাশে দাঁড়ানো আমার এক বন্ধুর মাথায়। সেখানেই রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।' তরুণের অভিযোগ, পুলিশ হাঁটুর ওপরে নিশানা করে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, 'পুলিশ কি এভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাতে পারে?'

অবশ্য অহেতুক জলকামান ও গুলি চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে নেপাল পুলিশ। তারা জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা সংসদের প্রবেশদ্বার ভাঙচুর করার পর কয়েকটি গাড়ি ও মোটরসাইকেলেও আগুন লাগান। পুলিশের পালটা রাবার বুলেট ছোড়ায় একজন গুরুতর আহত হন।

পুলিশের গুলিতে প্রতিবাদীদের মৃত্যুর ঘটনার নিন্দা করেছে নেপালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে, 'পুলিশ ও সরকার অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের উসকে দিয়েছে— কখনও শূন্যে গুলি চালিয়ে, কখনও রবার বুলেট ছুড়ে, কখনও লাঠি বা জলকামান চালিয়ে।'

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির কুশপুতুল দাহ করে দুর্নীতিবিরোধী স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। এরপর পুরসভার ফটক ভাঙার চেষ্টা করেন তাঁরা। এরপরই পুলিশ পালটা বলপ্রয়োগ করলে উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন শুধু কাঠমাণ্ডুই নয়, ঝাপা, পোখরা, বুটওয়াল, চিতওন, নেপালগঞ্জ ও বিরাটনগরেও তরুণ প্রজন্ম রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভ দেখায়।

মহিলাদের উদ্ধারে তালিব সরকারকে হু-র আর্জি

কাবুল, ৮ সেপ্টেম্বর : কম্পন বিধ্বস্ত অঞ্চলে আফগান নারীদের উদ্ধারে পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই মহিলা কর্মীদের যাওয়ার অনুমতি দিক তালিবান সরকার। ইসলামি আইনকে সরিয়ে রেখে এই অনুমতি তাঁদের দেওয়া হোক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) কাবুল সরকারের কাছে এই আবেদন রেখেছে। হু-র আর্জিতে কোনও বিবৃতি দেয়নি আফগানিস্তান সরকার।

সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে মহিলাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাঁরা ত্রাণ সাহায্য পাচ্ছেন না। ইসলামি আইন কঠোরভাবে অনুসৃত হওয়ায় কম্পন বিধ্বস্ত অঞ্চলে চাপা পড়ে থাকা মহিলাদের উদ্ধার করতে পারছেন না পুরুষ সেবাকর্মীরা। এদেশে কোনও পুরুষ মহিলাদের স্পর্শ করা দূরে থাক, তাঁদের মুখের দিকে তাকাতেও পারেন না। এই পরিস্থিতিতে মহিলা সেবাকর্মীরা যাতে কম্পনবিধ্বস্ত অঞ্চলে নারীদের উদ্ধারে যেতে পারেন সেজন্য তাঁদের ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হোক। আফগানিস্তানে মেয়েদের কোথাও একা যাওয়ার নিয়ম নেই।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই মহিলা সেবাকর্মীদের কম্পনগ্রস্ত অঞ্চলে যেতে দিতে হবে বলে উল্লেখ করে কাবুলে হু-র কার্যালয়ের ডেপুটি ডা: মুক্তা শর্মা বলেছেন, 'মহিলা সেবাকর্মীদের অভাব এখানে বড় সমস্যা।' তিনি জানিয়েছেন, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় চিকিৎসাকর্মীদের মধ্যে ৯০ শতাংশ পুরুষ। বাকি ১০ শতাংশ মহিলা হলেও তাঁরা চিকিৎসক নন। বেশিরভাগই ধাত্রী ও নার্স। মহিলাদের দেহ পুরুষকর্মীরা স্পর্শ করতে পারবেন না, এই নিয়ম পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ত্রাণ নিয়ে হাজির সেনারা। স্থানীয়দের বিতরণ করা হচ্ছে। সোমবার অমৃতসরে।

মোদি পঞ্জাবে

চণ্ডীগড়, ৮ সেপ্টেম্বর : বন্যাকবলিত পঞ্জাবের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি বন্যাপীড়িতদের সঙ্গে কথা বলবেন। রাজ্যে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৮। সেনাবাহিনীর সঙ্গে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, বিএসএফ, পঞ্জাব পুলিশ । এদিকে মৌসম ভবন আগামী ৪৮ ঘণ্টা গুজরাট, রাজস্থানে যথাক্রমে লাল ও হলুদ সতর্কতা জারি করেছে।

খুন ভারতীয়

ক্যালিফোর্নিয়া, ৮ সেপ্টেম্বর : প্রকাশ্য রাস্তায় এক ব্যক্তিকে প্রস্রাব করতে বাধা দিয়েছিলেন ভারতীয় তরুণ। রাগের বশে সেখানেই তরুণকে গুলি করে খুন করেন ওই ব্যক্তি। শনিবার ঘটনাটি ঘটে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়। মৃত কপিল (২৬) হরিয়ানার বরাহকলার বাসিন্দা। আমেরিকায় নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন তিনি। কৃষক পরিবারের সন্তান কপিল বছর তিনেক আগে পাড়ি দিয়েছিলেন বিদেশে।

নিকেশ ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ৮ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম ২ জঙ্গি। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন এক জুনিয়ার কমিশনড অফিসার। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গুদ্দার জঙ্গলে তল্লাশি অভিযানে চালানো হয়।

ধনকরের উত্তরসূরি কে, নির্বাচন আজ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : আর কয়েক ঘণ্টা পরেই জানা যাবে ভারতের পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি কে হচ্ছেন। বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে পদত্যাগ করেন জগদীপ ধনকর। তাঁর পদত্যাগের পর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ভোটাভুটিতে নেমেছে শাসক ও বিরোধী শিবির।

এবারের লড়াই দক্ষিণ ভারতের দুই প্রার্থীর মধ্যে। ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ প্রার্থী মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন। অন্যদিকে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট প্রার্থী করেছে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডিকে। তাই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে ঘিরে আলোচনায় এসেছে 'দক্ষিণ বনাম দক্ষিণের' লড়াই।

ভোটের আগে সাংসদদের গোপন ব্যালটে ভোটদান পদ্ধতি বোঝাতে বিরোধী জোট বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করেছিল। প্রতীকী ভোটাভুটি হয় দুপুর আড়াইটে থেকে। অসুস্থতা সত্ত্বেও তৃণমূলের সৌগত রায় ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি পৌঁছেছেন, যাতে ইন্ডিয়া জোটের ৪১ জন সাংসদই ভোটদানে উপস্থিত থাকেন। এনডিএ-ও কর্মশালার আয়োজন করে প্রত্যেক সাংসদকে বুঝিয়ে দিয়েছে, একটি ভোটেরও দাম কতটা। কারণ এবারের লড়াই সংখ্যার হিসাবে স্পষ্ট হলেও, প্রতীকী দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সংসদের বসুধা ভবনের এফ-১০১ নম্বর ঘরে নির্বাচন। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে রাজ্যসভার সাধারণ সভাপতি পিসি মুডি। বিরোধীদের পক্ষ থেকে সহ-রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের শতাব্দী রায়, কংগ্রেস সাংসদ মনিকম টেগর ও নাসির হোসেন।

মঙ্গলবার মোট ৭৭০ জন সাংসদ ব্যালটে ভোট দেবেন। ম্যাজিক ফিগার ৩৮৬। এনডিএ-র হাতে রয়েছে ৪৩৯টি ভোট। অর্থাৎ, শাসক শিবিরের জয় নিশ্চিত, কিন্তু ব্যবধান আর আগের মতো বিশাল নয়। ২০২২ সালে জগদীপ ধনকর ৫২৮ ভোটে জয়ী হয়ে রেকর্ড করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণনের সেই উচ্চতায় পৌঁছোনো এবার কঠিন।

বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের হাতে আছে ৩২৪টি ভোট। তাদের ৪ সাংসদ অনুপস্থিত থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে বিরোধীদের তরফে। একই সঙ্গে নোটা-য় পড়তে পারে অন্তত ১৪টি ভোট, যার মধ্যে রয়েছে বিজেডি-র সাতজন, বিএসপি-র একজন এবং কয়েকজন নির্দল সাংসদ। সংখ্যার ঘাটতি যে অতিক্রমণযোগ্য নয়, তা বিরোধীরা স্বীকার করছেন। তাহলে কেন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা? আসলে এই লড়াই প্রতীকী। বিরোধীরা চাইছেন, নিজেদের শক্তি আগের বারের তুলনায় কতটা বেড়েছে, সেই বার্তা দিতে। যা বিধানসভা নির্বাচনের আগে, বিহার, বাংলা ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে তাঁদের 'রাজনৈতিক অক্সিজেন' জোগাবে।

মার্কিন ভিসায় কড়া নিয়ম, বিপাকে পড়ুয়ারা

ওয়াশিংটন, ৮ সেপ্টেম্বর : ভিসায় কোপ বসাচ্ছে ট্রাম্প সরকার। আমেরিকায় চাকরি ও উচ্চশিক্ষার জন্য যেসব ভারতীয় তথা বিদেশিরা যেতে ইচ্ছুক, তাঁদের জন্য ভিসানীতি কঠোর করছে ট্রাম্প সরকার। এর মধ্যে রয়েছে নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য সাক্ষাৎকার পুনরায় চালু, অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের জন্য সাক্ষাৎকারের স্থান নির্দিষ্ট এবং পর্যটন ও ব্যবসায়িক ভিসার জন্য বন্ড চালু করা। এইচ-১বি ভিসাতেও সংস্কারের সম্ভাবনা রয়েছে।

শনিবার মার্কিন বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, নতুন ভিসা নিয়ম বিশ্বব্যাপী কার্যকর হবে। বলা হয়েছে, নতুন নিয়মে সশরীর সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়ার সহজ নয়। পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের ওপর ১৫ হাজার ডলারের ভিসা বন্ড চালু করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন বিদেশিরা এইচ-১বি ভিসা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি করেন। এখন থেকে ভিসা পেতে প্রত্যেক আবেদনকারীকে সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর গত পাঁচ বছরের যাবতীয় পোস্ট খতিয়ে দেখবেন। নয়া নিয়মে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবেন ভারতীয় শিক্ষার্থীরা।

বেলজিয়ামকে ভারতের আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : নির্জন কক্ষে তো নয়ই, বরং ভারতের জেলে যথেষ্ট আদরযত্ন করেই রাখা হবে আর্থিক জালিয়াতিতে অভিযুক্ত ফেরার শিল্পপতি মেহুল চোকসিকে। তাঁর জন্য জেলে পরিচ্ছন্ন ঘরে খাটের ব্যবস্থা থাকবে। অসুস্থতার কারণে দিনরাত নজর রাখবেন চিকিৎসকরাও। বিচারের জন্য চোকসিকে দেশে ফেরাতে চেয়ে বেলজিয়ামকে এই আশ্বাসই দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ১২,০০০ কোটি টাকার জালিয়াতি মামলায় অভিযুক্ত ব্যবসায়ী চোকসিকে ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিলে বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৬৬ বছর বয়সি চোকসির আইনজীবীরা দাবি করেছেন, তাঁর গুরুতর অসুস্থতা রয়েছে। চোকসিকে ভারতে আনার পর মুম্বইয়ের আর্থার রোড জেলের ১২ নম্বর ব্যারাকে রাখা হবে। অমিত শা-র মন্ত্রক বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে, তাঁর জন্য পরিষ্কার বিছানা, বালিশ, চাদর ও কম্বল থাকবে। সেলে আলো-বাতাসের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজনমতো কাঠ বা লোহার খাট-পালঙ্ক দিতেও আপত্তি নেই।

চোকসি দিনে তিনবেলা খাবার পাবেন এবং চিকিৎসকের অনুমতি থাকলে বিশেষ ডায়েটও দেওয়া হবে। জেলের ক্যান্টিন থেকে ফল ও হালকা জলখাবার কেনা যাবে। প্রতিদিন অন্তত একঘণ্টা বাইরে খোলা জায়গায় হাঁটার ও ব্যায়ামের সুযোগ দেওয়া হবে তাঁকে।

জন্মশতবর্ষে ভূপেনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

গুয়াহাটি ও নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হয়েছে ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবর্ষ উদযাপন। অসমের নানা প্রান্তে তাঁর গান গেয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মানুষ।

এদিন গুয়াহাটির ভূপেন হাজারিকা সমন্বয় তীর্থে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য ও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। হাজারিকার ছেলে তেজ হাজারিকা স্ত্রী ও সন্তান সহ আমেরিকা থেকে এসে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

অসমের মাটির সুর, পাহাড়ি মেজাজ, তার সঙ্গে দেশজ ভাব মিশিয়ে ভূপেন তাঁর গানে যে নতুন এক ধারা এনেছিলেন, তা আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। প্রতিবাদের গানেও অসমিয়া এই শিল্পীর অনন্যতা অবিস্মরণীয়। জন্মশতবর্ষের সূচনালগ্নে তাঁকে সম্মান জানিয়ে ব্লগ লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এক্স-এ লেখেন, 'ব্রহ্মপুত্রের গায়ক ভূপেন হাজারিকার গানে রয়েছে ভালোবাসা, ঐক্য ও মানবতার সুর। তাঁর গান আজও হৃদয়ে বাজে।' অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, 'আজ আমরা সেই কিংবদন্তিকে স্মরণ করছি, যিনি অসমকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছিলেন। মানবতা ছিল তাঁর সুর, ভালোবাসা ছিল তাঁর গান।'

ভূপেন হাজারিকাকে 'ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা কণ্ঠের অধিকারী' বলে স্বীকার করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'ভূপেন হাজারিকার জন্মদিনে আমরা তাঁর সংগীত, সাংস্কৃতিক চেতনা ও জনজীবনে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ভূপেনদা অগুনতি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন তাঁর শিল্পীসত্তা ও সাংস্কৃতিক চেতনা দিয়ে। তাঁর গানগুলি সামাজিক ন্যায়বিচার ও একাত্মতার বার্তা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে একাধিক প্রজন্মকে।'

ভূপেন হাজারিকা যে নিছক গায়ক ছিলেন না, ছিলেন একজন রাজনীতিসচেতন সাংস্কৃতিক কর্মীও, সেই কথা স্মরণ করে মোদি লিখেছেন, 'ভূপেনদা শুধু সংগীতশিল্পী নন, তিনি একজন চিন্তাবিদও ছিলেন। তাঁর গানগুলি সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ, নারীশক্তি ও যুবশক্তির কণ্ঠ হয়ে সমাজে আশা জাগিয়েছে। তিনি দেশের একতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছিলেন সুর ও গায়কির মধ্য দিয়ে।'

প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ধোলা-সাদিয়া সেতু ভূপেন হাজারিকার নাম ধারণ করছে। ঠিক যেমনভাবে তাঁর গান জুড়েছে বিভিন্ন স্তর ও সময়ের মানুষকে, সেভাবে ওই সেতুও দেশের এক প্রান্তের মানুষকে অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে।

অর্ধেক শুল্ক ফেরতের আশঙ্কায় চাপে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন দেশের পণ্য আমদানিতে বেনজির শুল্ক আরোপ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতার এক্তিয়ার লঙ্ঘন করেছেন। সম্প্রতি আমেরিকার একটি ফেডারাল আদালত এমনই রায় দিয়েছিল। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে ট্রাম্প সরকার। শীর্ষ আদালত নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখলে তা কোষাগারের পক্ষে ভয়াবহ হবে। সোমবার একথা জানিয়েছেন আমেরিকার ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট।

তাঁর মতে, পণ্য আমদানি খাতে যে বাড়তি শুল্ক আদায় করা হয়েছে, তাকে বেআইনি ঘোষণা করা হলে আদায়িকৃত অর্থের প্রায় অর্ধেক ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে মার্কিন সরকার। সেই ঘাটতি মোকাবিলা করা আমেরিকার পক্ষে কঠিন চ্যালেঞ্জ হবে। বেসেন্ট বলেন, 'আদালত বললে আমরা সেটা করতে বাধ্য থাকব। সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আন্তর্জাতিক স্তরে দরকষাকষির ক্ষমতা প্রভাবিত হবে।'

সলিসিটর জেনারেল জন সাউয়ার বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট যদি শুল্ক আদায়কে বৈধতা না দেয়, তাহলে ২০২৬ পর্যন্ত যে ১ ট্রিলিয়ন ডলার আদায় করা হয়েছে, তার ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। শুধু ২৪ অগাস্ট পর্যন্ত মার্কিন সংস্থাগুলির কাছ থেকে আদায় করা ২১০ বিলিয়ন ডলার ফেরত দিতে বাধ্য হবে সরকার।'

ভারতকে জরিমানায় সন্তুষ্ট জেলেনস্কি ▪ পালটা শশীর

> রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য জারি রাখার কারণে ভারতের ওপর শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে আমেরিকা। আমার মতে সেই শুল্ক জারি রাখাই হবে ঠিক সিদ্ধান্ত।
>
> **ভোলোদোমির জেলেনস্কি**

ট্রাম্পের শুল্কনীতির সমর্থনে সুর চড়িয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি। তিনি বলেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য জারি রাখার কারণে ভারতের ওপর শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে আমেরিকা। আমার মতে সেই শুল্ক জারি রাখাই হবে ঠিক সিদ্ধান্ত।' আমেরিকা যেভাবে ভারতের বিরুদ্ধে কার্যত শুল্কযুদ্ধ শুরু করেছে, তাতে ক্ষোভ গোপন রাখেননি কংগ্রেসের 'বিতর্কিত' সাংসদ শশী থারুর। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রীও। তবে আমি ট্রাম্পের ওই মন্তব্যকে সতর্কভাবে স্বাগত জানাব। কেউ এত তাড়াতাড়ি অপমান ভুলে যেতে পারেন না। ক্ষমাও করতে পারেন না। ৫০ শতাংশ শুল্ক নিয়ে প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সহযোগীরা যেসব মন্তব্য করছেন এবং ভারতীয়দের যেভাবে অপমান করা হচ্ছে, মনে হয় না আমরা সবকিছু ভুলে যেতে পারব বা ক্ষমা করতে পারব।'

পুরুলিয়া, প্যালেস্তাইন মিশে গেল ভেনিসে

পুরুলিয়ার রাঙামাটি গ্রামের ঝুমা নাথ যদি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন, সেই আশায় উদ্বেল হয়ে আছেন অনুপর্ণা রায়। সদ্য ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভালে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান জিতে ঝুমার জন্যে বড্ড মনখারাপ তাঁর। আসলে অনুপর্ণার ছোটবেলার অনেকটা সেই ঝুমার কাছে পড়ে আছে। ঝুমা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ১৩ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সরকারি মধ্যস্থতায় এই অকাল-বিবাহের ফল যে কি মারাত্মক হতে পারে, সে কথা জানেন অনুপর্ণা। কিন্তু ঝুমা যে তারপর কোথায় হারিয়ে গেলেন, তা তাঁর জানা নেই। সেই ঝুমার গল্পই তাঁকে 'সংস অফ ফরগটন ট্রিজ' করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। গ্রামের স্কুলে লিঙ্গ বৈষম্যের জন্যে যতটা সরব অনুপর্ণা, প্যালেস্তাইনের বিপর্যস্ত শৈশব নিয়েও ঠিক ততটাই সরব তিনি। ইজরায়েলের অহংকার আর অত্যাচারের সামনে প্যালেস্তাইনের শিশুরা যেভাবে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, জোরগলায় তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনুপর্ণা। এমনকি ভেনিসের মঞ্চে যখন পুরস্কার নিতে উঠছেন, তখনও তাঁর পরনে প্যালেস্তাইনের জাতীয় পতাকার রঙে বর্ডার দেওয়া শাড়ি।

একনজরে সেরা

কাঁদলেন রাজ

শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রা বলেছিলেন, তাঁর ছবি মেহর-এর প্রথম দিনের আয় পাঞ্জাবের বন্যাবিধ্বস্তদের দেবেন। তা তো দিলেনই, পাঞ্জাবে ত্রাণ নিয়েও চলে যান, সেই এলাকার ভিডিও দেখান। তখনই কেঁদে ফেলেন, বলেন অনেক ওঠাপড়া দেখেছি, ভেঙে পড়িনি। পাঞ্জাবও তাই, ভেঙে পড়বে না। তাঁর কথায়, ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য পাঞ্জাবীরাই যথেষ্ট।

পুলিশ অনন্যা

দক্ষিণ কলকাতার কাউন্সেলার অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় রক্তবীজ ২ ছবিতে গোয়েন্দা সংস্থা র-এর এজেন্ট। বস আবির চট্টোপাধ্যায়। প্রথম ছবি প্রধান, পরে মিত্তির বাড়ি—সবেতেই পুলিশ। ২০১২-তে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক তাঁকে রাষ্ট্রপতি ভবন ঘুরিয়ে দেখান। তাই এই ছবিতে হ্যাঁ বলেছেন। পরিচালক নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজের ইচ্ছাও পূর্ণ হল অনন্যার।

নেতাজি ইন্ডোরে

পুজোয় আসছে রঘু ডাকাত। ট্রেলার মুক্তি পাবে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। ৪৯ টাকার টিকিট কেটে দর্শকরা ট্রেলার দেখতে পারবেন। টাকা যাবে টেকনিসিয়ান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে। ছবির প্রযোজক মহেন্দ্র সোনি ও নায়ক দেব জানিয়েছেন, ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা এটা শুরু করলাম। পরে আরও বড় করে নিশ্চয় হবে। ছবিতে আছেন ইধিকা পাল।

স্পাই মিউজিয়ামে

ইন্টারন্যাশনাল স্পাই মিউজিয়ামে আইকনিক স্পাই ফিল্মের বিভাগে স্পাই গেম, মিশন ইমপসিবল, ক্যাসিনো রয়্যাল-এর মতো ২৫টি ইন্টারন্যাশনাল ছবির সঙ্গে দেখা যাবে সলমন খান ও ক্যাটরিনা কাইফের ছবি এক থা টাইগার। পরিচালক কবীর খানের কথায়, 'দারুণ খবর। ওখানে একটাই হিন্দি ছবি জায়গা পেল। সলমন-ক্যাটরিনাকে একসঙ্গে দেখে খুব ভালো লাগছে।

এলেন সোনম

বর্ডার ২ ছবিতে এলেন সোনম বাজওয়া। তিনি থাকছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জের বিপরীতে। এর আগে হসলা রাখ, পাঞ্জাব ১৯৮৪, সর্দার জি ২, সুপার সিং-এ ওঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন। দর্শক বেশ উচ্ছ্বসিত ওঁদের একসঙ্গে থাকার খবরে। ছবিতে আছেন সানি দেওল, আহান পান্ডে, মোনা সিং, মেধা রানাও। পরিচালক অনুরাগ সিং।

সলমন খান অসভ্য, একটা গুন্ডা!

ছবি তো ফ্লপ হচ্ছেই, আর সেজন্যই কি তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পেয়ে যাচ্ছে লোকজন? সলমনের আইকনিক হিট দাবাং-এর পরিচালক অভিনব কাশ্যপ কী বললেন, ছবির ১৫ বছর পূর্তিতে? ইনি পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপের ভাই। সেই ২০১০ সালে খান পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয়। তাঁর কথায়, 'সলমন গত ২৫ বছরে কোনওদিন অভিনয় করেনি, তার আগ্রহও ছিল না। সেলেব্রিটির ক্ষমতা ভোগ করেছে ও। ও অসভ্য, একটা গুন্ডা।'

এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও যোগ করছেন, 'ও হচ্ছে বলিউডের স্টার সিস্টেমের বাবা। ওর পরিবার গত ৫০ বছর ধরে বলিউডে আছে। ওরা সাংঘাতিক। ওরা সিস্টেম চালাবে, কেউ আপত্তি করলেই ওরা তার পিছনে পড়ে যাবে।' অভিনব বলেছেন, 'তেরে নাম' করার সময় থেকেই সলমনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। আরও বলেছেন, 'দাবাং-এর আগে ও আমাকে বলেছিল সলমন খানকে নিয়ে তুমি কাজ করতে পারবে না। কেন তা বলেনি। ভেবেছিল সহজেই ভয় পেয়ে যাব, এসব হালচাল ভালো জানে। অনুরাগ 'তেরে নাম' ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছিল, প্রযোজক বনি কাপুর ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছিল। ওর ক্রেডিটও দেয়নি, ও তাই ছবি ছেড়ে চলে যায়। একই ঘটনা আমার সঙ্গেও ঘটে। আরে, ভালো ছবি চলে ভালো স্ক্রিপ্টের জোরে।'

অভিনব দাবাং ছাড়া করেছেন জং, বেশরম ইত্যাদি।

অনুপর্ণাকে প্রিয়াংকার শুভেচ্ছা

সংস অফ ফরগটন ট্রিজ নিয়ে সারা দেশ এখন আনন্দে মশগুল। ভারত এই প্রথম ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভালে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করল। ভারতের মেয়ে অনুপর্ণা রায় সেরা পরিচালকের পুরস্কার নিতে যখন মঞ্চে উঠলেন, তখন থেকেই এই দেশ এবং তাঁর মাটি পুরুলিয়ার জয়যাত্রা শুরু হল নতুন করে।

সংস অফ ফরগটন ট্রিজ-এর পরিচালককে নিয়ে দেশের সমস্ত তারকা এখন প্রশংসায় বিভোর। অনুপর্ণা রায়ের ছবি শেয়ার করে প্রিয়াংকা চোপড়াও তাঁর অভিনন্দন বার্তা জানিয়েছেন। ভারতের আন্তর্জাতিক মুখ প্রিয়াংকা বরাবরই দেশের যে কোনও কৃতিত্বকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না।

এ-ই কি সুহানা খান

পোল্যান্ডের ওয়ারশ। সেখানেই কিং ছবির শুটিং হচ্ছে। অভিনয়ে শাহরুখ খান, সুহানা খান, অভয় বর্মা, অভিষেক বচ্চন। পরিচালনায় সিদ্ধার্থ। শুটিং স্পট থেকে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। তাতে সাদা সোয়েটার, ডেনিম জিনস, চুল পনিটেল করে বাঁধা এক তরুণীর ছবি দেখা যাচ্ছে। নেটমহলের কথায়, এটি সুহানা খান। যে ফাস্ট ফুডের দোকানে গত এক সপ্তাহ ধরে শাহরুখ শুটিং করেছেন, সেখানেই এই তরুণী দাঁড়িয়ে, তাই দুয়ে দুয়ে চার হয়েছে। এই জায়গা থেকেই কিং-এ শাহরুখ খানের ফার্স্ট লুক দেখা গিয়েছিল। তাঁর চুলে তখন সিলভার রং ছিল। শাহরুখও শুটিংয়ের ছবি শেয়ার করেছেন, সঙ্গে ক্যাপশন, 'কিং-এর সেটের ছবি, কার অ্যাকশনের দৃশ্য, একেবারে বলিউড স্টাইলে হচ্ছে।'

সুহানার প্রথম ছবি দ্য আর্চিস। ছবি এবং তাঁর পারফরমেন্সে খুশি নন দর্শক, সমালোচনাও হয়। কিন্তু করণ জোহার সুহানার ট্যালেন্ট নিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'ও ভীষণ ট্যালেন্টেড, আমি জানি ও ভবিষ্যতে ফিনোমেনাল কিছু করবে।'

অ্যাকশনে দুই ধুরন্ধর

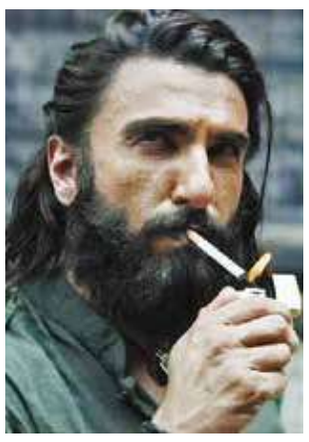

আদিত্য ধরের ধুরন্ধর নিয়ে ক্রমশ আগ্রহ বাড়ছে। তার কারণ, ছবির দুই প্রধান অভিনেতা রণবীর সিং ও অক্ষয় খান্নার অ্যাকশনের দৃশ্যের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে—অবশ্যই পর্দার পিছনের দৃশ্য। লাদাখের শুটিং শিডিউল থেকে এটি ভাইরাল হয়েছে। ছবির বেশ কিছু রোমান্টিক মুহূর্তও ভিডিওয় দৃশ্যমান। এক এক্স ইউজার এই ভিডিও লিক করেছেন। এতে রণবীর সিং ব্যাগি কুর্তা পাজামা পরে বাইক চেজের দৃশ্য সামলাচ্ছেন, সঙ্গে এসইউভি সিকোয়েন্সেও আছে। ওই দৃশ্যে হেলিকপ্টার স্টান্টে অক্ষয় কালো পোশাক পরে হাজির, বেশ ভয় লাগে তাঁকে দেখে। ভিডিওয় রণবীর ও নায়িকা সারা অর্জুনের সংলাপ বলার দৃশ্য আছে, তাঁরা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন তবে তা রোমান্টিক দৃশ্য কিনা বলা যায় না। প্রসঙ্গত, ওঁদের ২০ বছরের বয়সের ফারাক নিয়ে ইতিমধ্যে জল্পনা তুঙ্গে। বলা হচ্ছে, ধুরন্ধর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী অজিত দোভালের জীবনকাহিনী, তবে নির্মাতারা এই নিয়ে মুখ খোলেননি। চলতি বছর ৫ ডিসেম্বর ছবি মুক্তি পাবে।

পরিচালনায় আসছেন হৃত্বিক?

'কৃশ ৪' নিয়ে অপেক্ষা করছেন তো? তাহলে এক দুর্দান্ত খবর দিই আপনাকে। সে খবর অবশ্য রাকেশ রোশন নিজে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এবারের 'কৃশ ৪' আর তিনি পরিচালনা করবেন না। তিনি শুধুই প্রযোজনায় থাকছেন। পরিচালনা করবেন হৃত্বিক নিজেই। হ্যাঁ, ব্যাপারটা যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে এটাই হবে হৃত্বিকের পরিচালনায় প্রথম ছবি।

কিন্তু এ ছবি কবে আসবে? শুটিংই বা কবে শুরু হবে? ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে খুব একটা সময় যাবে না। রাজেশ জানাচ্ছেন, সামনের বছরের মাঝামাঝি থেকে শুটিং শুরু হবে। কারণ এই ছবির প্রি-প্রোডাকশনের কাজ অনেক বেশি। সবচেয়ে বেশি হল, এই ছবির বাজেট ঠিক করা। একবার সেই বাজেট ঠিক হয়ে গেলে পুরো টিম শুটিংয়ের জন্যে তৈরি।

২০২৬-এর মাঝামাঝি শুরু হয়ে এই ছবি রিলিজ করতে পারে ২০২৭ সালে। রোশন পরিবারের তেমনই আশা।

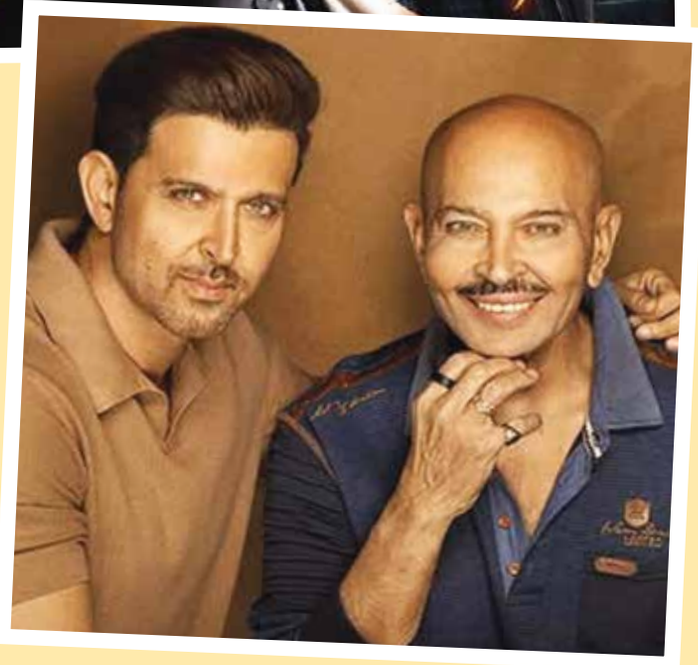

ছোট্ট তারা

বিধাত্রিকা রায় কোচবিহারের সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। আবৃত্তি, গান ও নাচে তার পুরস্কার রয়েছে। যোগাসন ও ছবি আঁকাতেও পারদর্শী।

পুজো স্টাইল

মালেট ট্যাপার ও বাজ কাট

উৎসবের মরশুমে নতুন সাজে চমক দিতে শুধু শার্ট-পাঞ্জাবি নয়, তুফানগঞ্জে এবার ছেলেদের কেশসজ্জাতেও এসেছে নতুন ট্রেন্ড। চুলের বাহারি ছাঁটে পুজোর নতুন লুক পেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিশোর থেকে তরুণ সকলেই। নতুন প্রজন্ম কোন স্টাইলে চুলের ছাঁট দিচ্ছে তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেল, বেশি চলছে ট্যাপার। এছাড়াও রয়েছে মালেট ও বাজ কাট। মহালয়ার আগেই পার্লার ও সেলুনে তাই ভিড় বাড়ছে, আলোকপাত করলেন **বাবাই দাস**

দুই যোগ পঁয়ত্রিশ

তুফানগঞ্জ শহরে ছেলেদের জন্য পার্লার বর্তমানে দুটি রয়েছে। এছাড়া কাছারি মোড়, ইলেক্ট্রিক অফিস রোড, কামারপট্টি এলাকা সহ শহরে রয়েছে আরও ৩৫টির মতো সেলুন। তবে পুজো এগিয়ে আসতেই চুলের কাট দিতে একটু একটু করে ভিড় বাড়তে শুরু করছে সেলুনে।

দৈনিক ২৫

সোমবার বেশ কয়েকটি দোকানে চোখে পড়লে এমনই এক ছবি। তাদের সঙ্গে কথা বলতেই বোঝা গেল কথা বলার অবসর নেই পার্লার সেলুনের মালিক-কর্মচারীদের। এ ব্যাপারে লম্বাপাড়া এলাকার এক পার্লারের মালিক বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের কথায়, 'আমি দীর্ঘ দু'দশক ধরে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। অনেকেই শরীরের যত্ন নিয়ে থাকেন। তবে বর্তমানে এর পাশাপাশি চুলের যত্ন নেওয়াটাও অত্যন্ত জরুরি। তাই বিভিন্ন চুলের কাট-এ বিভিন্ন অফার দিয়ে ক্রেতাদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। পরিচিতদের পাশাপাশি অপরিচিতরাও চুল কাটাতে আসছেন। পুজোর মরশুমে দৈনিক ২৫ জনের বেশি চুল কাটানো সম্ভব হয় না। তাই সেই সময় দু'ঘণ্টা বসিয়ে রাখা ছাড়া আমাদের হাতে কোনও উপায় থাকে না।'

রাত ১২টা

পুরোনো সিনেমা হল এলাকার এক সেলুন মালিক বাবলা শীল বলেন, 'মরশুমে মালেট ও ট্যাপার কাট ব্যাপক চলছে। তবে মহালয়ার পর থেকে দম ফেলার ফুরসত থাকে না। তখন সকাল থেকে রাত ১২টা অবধি কাঁচি-ক্ষুর হাতে ব্যস্ত থাকতে হয় আমাদের।'

তিন কাট

মালেট হেয়ারকাট-এ দেখা গিয়েছে ক্রিকেটার বিরাট কোহলিকে। এই কাটের লুক মাথার দু'পাশে একেবারেই চুল ছোট থাকে। তবে সামনে ও পেছনের চুল খানিকটা বড়ই থাকে। অন্যদিকে, ট্যাপার কাটে কানের দু'পাশের সঙ্গে পেছনের চুলও ছোট রাখা হয়। বাজ কাটে মাথার সর্বত্রই চুল ছোট রাখা হয়।

দু'সপ্তাহও বাকি নেই

এদিন কাছারি সংলগ্ন একটি সেলুনে ট্যাপার কাট দিতে এসেছিলেন থানা মোড় এলাকার দীপঙ্কর সেন। তাঁর কথায়, মহালয়ার দু'সপ্তাহও বাকি নেই। উৎসবে গায়ে নতুন পোশাক থাকবে অথচ ট্রেন্ডি হেয়ারকাট থাকবে না এটা সম্ভব নাকি? অগত্যা আগেভাগেই সেলুনে চলে আসা।

প্রথম ভাবা

শহরের আরেক তরুণ তুষার রায়ের কথায়, 'প্রথমে ভেবেছিলাম ভিড় সেরকমভাবে শুরু হয়নি। কিন্তু দোকানে এসে দেখি ছবিটা একেবারেই উলটো। তাই আমিও ট্রেন্ডে গা ভাসালাম।' সব মিলিয়ে পুজোর আগে পার্লারের পাশাপাশি এবার সেলুন মালিকরাও লাভের মুখ দেখবেন বলে আশাবাদী।

কেশচর্চায় তুফানগঞ্জ

- তুফানগঞ্জে পুজোর মরশুমে হেয়ার স্টাইলে ব্যাপক চলছে মালেট ও ট্যাপার কাট
- বাজ কাটে মাথার সর্বত্র চুল ছোট রাখা হয় বলে এতে তরুণদের উৎসাহ কম
- যাঁরা ভেবেছিলেন সেলুনে এখনও ভিড় হয়নি, তাঁদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে
- কোথাও চুলের কাট-এ বিভিন্ন অফার দিয়ে ক্রেতাদের আকর্ষণ করার চেষ্টা চলছে

লম্বাপাড়া এলাকার একটি পার্লারে হেয়ারকাট করাচ্ছেন এক তরুণ।

এমজেএন মেডিকেলে ভবন তৈরির পরেও নেই রান্নার জায়গা

শৌচালয়ের পাশে মা ক্যান্টিন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর : লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কোচবিহারে মা ক্যান্টিনের ভবন তৈরি করেছিল পুরসভা। কিন্তু এখন তা কাজেই আসছে না বলে অভিযোগ। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কয়েকবছর ধরেই পুরসভা পরিচালিত মা ক্যান্টিন চলছে। ৫ টাকার বিনিময়ে ভাত, ডাল, সবজি, ডিমের ঝোল মেলে। বাইরে থেকে রান্না করে এনে সেখানে খাবার বিলি করা হয়। সমস্যা মেটাতে ৮ লক্ষ টাকা খরচে গত ২৩ মার্চ সেখানে একটি ভবনের উদ্বোধন করে পুরসভা। কথা ছিল, সেখানেই রান্না ও খাবার বিলি করা হবে। কিন্তু ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও সেখানে রান্না করা যায়নি।

সেই আগের মতো বাইরে থেকেই রান্না করা খাবার নিয়ে আসতে হচ্ছে পুরকর্মীদের। পুরসভার দাবি, সেখানে রান্না করার মতো জায়গা নেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে রান্না করার জায়গাই যদি না থাকে তাহলে এত টাকা খরচ করে সেই ভবন তৈরির লাভ কী? পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সাফাই, 'আরও কিছু টাকা বরাদ্দ করে নতুন ভবনের পাশে আরেকটি ভবন বানানো হবে। দুটিকে একত্রিত করে জায়গার পরিমাণ বাড়ানো হবে। তখন এখানেই রান্না করা ও খাবার বিলির কাজ করা যাবে।'

হাসপাতালের ভিতরে মা ক্যান্টিনের ভবনটি নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক ছিল। হাসপাতালের শৌচালয়ের পাশেই সেই ভবন তৈরি করা হয়েছে। শৌচালয় থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। সেই জায়গাতেই শতাধিক মানুষকে খাবার পরিবেশন করা হয়। বিবেকানন্দ স্ট্রিট এলাকায় পুরসভার ঠিকানা আবাসনে রান্না করে প্রতিদিন গাড়িতে করে সেই খাবার হাসপাতালে নিয়ে যান কর্মীরা।

এমজেএন মেডিকেল হাসপাতালে মা ক্যান্টিন। ছবি : জয়দেব দাস

> আরও কিছু টাকা বরাদ্দ করে নতুন ভবনের পাশে আরেকটি ভবন বানানো হবে। দুটিকে একত্রিত করে জায়গার পরিমাণ বাড়ানো হবে। তখন এখানেই রান্না করা ও খাবার বিলির কাজ করা যাবে।
>
> **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ** *পুরসভার চেয়ারম্যান*

সেখানেই ৫ টাকার বিনিময়ে খাবার বিলি হয়। ক্যান্টিনের জন্য নির্দিষ্ট ঘর তৈরি করা হলেও তা কোনও কাজে না আসায় পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অনেকেই বলছেন, যদি সেখানে রান্না কিংবা খাবারের জন্য পর্যাপ্ত জায়গাই না থাকে তাহলে কেন অপরিকল্পিতভাবে সেই ভবন বানানো হল?

মা ক্যান্টিন থেকে অধিকাংশ সময়ই রোগীর পরিজনদের খাবার খেতে দেখা যায়। সেখান থেকে খাবার কিনে হাসপাতালের পিছনের দিকে প্রবেশপথের পাশে দাঁড়িয়ে খাবার খাচ্ছিলেন কয়েকজন ব্যক্তি। তাঁদেরই একজন বাপ্পা রায় বললেন, 'আমি এদিনই প্রথম এখানকার খাবার খেলাম। কম খরচে ভালো খাবার পাওয়া যায়। তবে শৌচালয়ের পাশে দাঁড়িয়ে খেতে হয়। নতুন একটি ভবন তৈরি করা আছে দেখলাম, যদি এটার ভিতরেই খাবারের ব্যবস্থা থাকত তাহলে সুবিধা হত।'

দিনহাটায় ক্যান্টিন উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী

দিনহাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে মা ক্যান্টিন চালু হল। প্রতিদিন ১০০ জন এই ক্যান্টিনে মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে খেতে পারবেন। হাসপাতালে আসা রোগীর পরিজনদের কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ। সোমবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ হাসপাতালে ওই ক্যান্টিনের সূচনা করেন। উদয়নের কথায়, 'পুরসভার অফিসের পাশে আগে থেকে একটি মা ক্যান্টিন চলছে। এবার হাসপাতালে আসা রোগীর পরিজনদের জন্য ক্যান্টিন চালু করা হল।' তিনি ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডল, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবীর সাহা চৌধুরী সহ অন্যরা।

এই উদ্যোগকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। এক রোগীর আত্মীয় রেজাউল হক বললেন, 'অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ। মাত্র পাঁচ টাকায় পরিষেবা মেলায় সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।'

হাসপাতাল সুপার জানালেন, স্থায়ী পরিকাঠামো না থাকায় অস্থায়ী ছাউনিতেই মা ক্যান্টিন চালু করা হল। মূলত পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ক্যান্টিন পরিচালনা করবে। প্রতিদিন ১০০ জন খেতে পারবেন, তার জন্য নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে টিকিট কাটতে হবে।

মিছিল ও পথসভা

মেখলিগঞ্জ, ৮ সেপ্টেম্বর : কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্যের (এমএসপি) আইনি স্বীকৃতি প্রদান, সহায়কমূল্যে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি পাট কেনা, কালোবাজারি বন্ধ করে এমআরপি মূল্যে সার বিক্রি করা সহ ৮ দফা দাবিতে মেখলিগঞ্জ মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করল অল ইন্ডিয়া কিষান ও ক্ষেতমজদুর সংগঠন। এরপর মিছিল ও মেখলিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে একটি সভা হয় বলে জানান সংগঠনের মেখলিগঞ্জ ব্লক সম্পাদক বিনোদ রায়।

সেমিনার

কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর : মনীষী পঞ্চানন বর্মার জীবনাদর্শ এবং সমাজসংস্কার বিষয়ক সেমিনার হল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং রাজবংশী ক্ষত্রিয় উন্নয়ন মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটির যৌথ উদ্যোগে হওয়া এই সেমিনারে প্রায় ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	৪
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	১

হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে মৃত মহিলার আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের ভিড়। - সংবাদচিত্র

দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু মহিলার

হলদিবাড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার সকালে হলদিবাড়ি স্টেশনে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল শান্তি রায় (৪০) নামে এক মহিলার। শিলিগুড়িতে বোনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য ছেলের বাইকে চেপে যাচ্ছিলেন শান্তি। তখন তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই মহিলাকে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শান্তির বাড়ি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপাইপাড়া এলাকায়। ট্রেন ধরে শিলিগুড়িতে বোনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য ছেলে জয়দেব রায়ের বাইকে চেপে শান্তি রওনা দেন। বোনের ছেলে হয়েছে শুনে তাঁকে দেখতে শিলিগুড়ি যাচ্ছিলেন ওই মহিলা। হলদিবাড়ি শহরে ঢুকতেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। হলদিবাড়ি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মাটিয়াটারি মোড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। দীনেশ সেনের স্কুটিতে ধাক্কা লাগে জয়দেবের বাইকের। বাইকে পিছনের সিটে বসেছিলেন শান্তি। ঝাঁকুনির ফলে রাস্তার ওপর পড়ে যান। তাঁর ছেলে জয়দেব প্রথমে কিছু বুঝতে না পেরে বাইক নিয়ে এগিয়ে যান। এরপর এলাকার লোকজন চিৎকার করলে ঘুরে দেখেন, মা রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছেন। মাথা ফেটে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এরপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় মাকে নিয়ে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান জয়দেব। সেখানে চিকিৎসক ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, স্কুটিচালক বৃদ্ধেরও শরীরে বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগে। মহিলার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর প্রতিবেশীরা হাসপাতালে ভিড় জমান। পুলিশ গিয়ে স্কুটার ও বাইক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

অন্যদিকে, পুরসভার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী রাখা হয়েছে। এগুলি রাস্তার উপর দীর্ঘদিন পড়ে থাকায় দুর্ঘটনা বাড়ছে বলে সকলেই মনে করেন। পূর্বপাড়ার তরুণ চন্দর রায় অভিযোগ করেন, 'রাস্তায় ইট-বালি-পাথর রেখে নির্মাণকাজ হচ্ছে। কোথাও নালায় নির্মাণসামগ্রী রাখায় নালা বন্ধ হয়ে দুর্ভোগ বাড়ছে।' চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস মাইক যোগে নাগরিকদের সচেতন করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

নাট্য প্রতিযোগিতা

কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর : পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের নাট্যচর্চায় উৎসাহী করতে উদ্যোগী হয়েছে বিভিন্ন স্কুল। অগাস্টের শেষ সপ্তাহে হলদিবাড়িতে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা আন্তঃবিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতায় কোচবিহারের বিভিন্ন স্কুল অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল। এই স্কুল বিভিন্ন বিভাগে সাতটি পুরস্কার পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সিস্টার নিবেদিতা স্কুল বিভিন্ন বিভাগে ছয়টি পুরস্কার পেয়েছে। আগামী নভেম্বর মাসে কলকাতায় এই নাট্য উৎসবের মূল পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। জেলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করতে ওই দুই স্কুল নভেম্বর মাসে কলকাতায় যাবে।

বিক্ষোভ মিছিল

মাথাভাঙ্গা, ৮ সেপ্টেম্বর : শুকটাবাড়িতে ফাঁসিরঘাটের কাছে পঞ্চানন বর্মার মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে সোমবার মাথাভাঙ্গা শহরে বিক্ষোভ মিছিল এবং মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করল রাজবংশী সংগ্রামী সমাজ। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা, পঞ্চানন বর্মার মূর্তি প্রতিস্থাপন করে সেখানে সিসিটিভির নজরদারি এবং মনীষীর মূর্তির অবমাননা যাতে না হয়, তার দাবি নিয়েই এদিন মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে রাজবংশী সংগ্রামী সমাজ। এদিনের স্মারকলিপি প্রদান এবং প্রতিবাদ মিছিলে হাজির ছিলেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক গীতা রায় বর্মন, প্রতিবাদী গায়ক মণীন্দ্র বর্মন, উত্তম বর্মন, বিমল অধিকারী প্রমুখ।

গাড়িতে আগুন

দিনহাটা, ৮ সেপ্টেম্বর : দিনহাটা শহরের ঝুড়িপাড়া মোড় এলাকায় সোমবার একটি চলন্ত চারচাকা গাড়িতে আগুন লাগে। এদিন সকাল ১১টা ৫০ মিনিট নাগাদ ওই চারচাকা কলেজপাড়ার দিক থেকে গোসানির দিকে যাচ্ছিল। তখন হঠাৎই ওই গাড়িতে আগুনের ফুলকি দেখতে পান আশপাশের বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি গাড়িকে দাঁড় করিয়ে আগুন নেভানোর কাজে সহযোগিতা করেন এলাকার বাসিন্দারা। সকলের তৎপরতায় এদিন বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন গাড়ির চালক। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে।

পুজো বৈঠক

তুফানগঞ্জ, ৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার মহকুমা শাসক দপ্তরের কনফারেন্স রুমে দুর্গাপুজো কমিটিদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক হল। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামী, ডিএমডিসি সৌগত রায়, পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর সহ বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যরা। চেয়ারপার্সন জানান, বৈঠকে মোট ২৪টি কমিটি অংশগ্রহণ করেছে। উৎসবে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কোচবিহারে মেয়েদের উদ্যোগে পুজোর সংখ্যা বাড়ছে

এল এল পুজো এল

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর : চাঁদা তোলা থেকে পুজোর আয়োজন, মণ্ডপসজ্জার ঝক্কি, ভোগ বিতরণ থেকে বাজারের ফর্দ-- সবেতেই নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন কোচবিহারের পারমিতা, ডলি, সোমা ও শম্পারা। পরিবারের রোজকার দায়িত্ব সামলে এঁরা পুজোর আয়োজনে উদ্যোগী। একসময় শহরে মহিলা পরিচালিত পুজোর সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। কিন্তু ধীরে ধীরে শহর এবং শহরতলিতে মহিলা পরিচালিত পুজোর সংখ্যা বেড়েছে।

ব্লকে ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ করেন পারমিতা মৈত্র। নিজের কাজ সামলে এবার পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। রাজমাতা স্ট্রিটের মহিলা পরিচালিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' পুজো কমিটির সম্পাদিকা তিনি। এবার তাঁদের পুজোর ২৬তম বর্ষে কাল্পনিক মন্দিরের আদলে মণ্ডপসজ্জার কাজ চলছে। পুজোর বাজেট তিন লক্ষ টাকা। সাবেকি প্রতিমার পাশাপাশি পুজো উপলক্ষ্যে এলাকার ছোট থেকে সকল বয়সি মানুষকে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাঁদের পুজোর মূল আকর্ষণ।

পূর্ত দপ্তরে কাজ করেন শম্পা নিয়োগী। তিনিও নিজের কাজের পাশাপাশি পরিবার সামলে মাতৃ আরাধনায় শামিল হয়েছেন। শহরতলির টাকাগাছ সংকল্প মহিলা পরিচালিত পুজোর সঙ্গে তিনি যুক্ত। এবার এই পুজো ৩০তম বর্ষে পদার্পণ করল। পুজোর থিম 'জ্ঞানতীর্থের জ্যোতি নালন্দা'। প্রাচীনকাল থেকে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে ধরাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। পুজোর বাজেট ৭ লক্ষ টাকা। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৌদ্ধ আঙ্গিকে থাকবে দেবীর মূর্তি। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ সুপ্রভাত ভট্টাচার্য বলেন, 'আজকাল মহিলারা কি না পারেন? তাই পুরুষদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও গত ২৯ বছর ধরে পুজোর আয়োজন করছি।'

ইউনাইটেড বাজারের মাঠ কমিটির পুজো এবছর ১২তম বর্ষে পদার্পণ করছে। তাদের থিম পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। দিন এগিয়ে আসায় পাড়ার মাঠে জগন্নাথ দেব, বলরাম এবং সুভদ্রার রথ তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। তাদের পুজোয় শুধুমাত্র প্যান্ডেলে যে চমক থাকছে তা নয়, মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মূল মন্দিরে থাকছে ডাকের সাজের প্রতিমা। পুজোর বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সদস্য সোমা চন্দ এবং রিংকু দত্তও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। নিজেদের কাজ এবং সংসার সামলে তাঁরাও পাড়ার পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

হারিয়ে যাওয়া 'চিঠি'-কে থিম করে মাতৃ আরাধনায় ব্রতী হয়েছে খাগড়াবাড়ি মিলন সংঘ। এই পুজো এবার ২২তম বর্ষে পড়ল। প্রথম দিন থেকেই পাড়ার মহিলারা মিলে এই পুজোর আয়োজন করে আসছেন। এবারও সুসজ্জিত প্রতিমার পাশাপাশি গোটা এলাকাজুড়ে থাকবে আলোকসজ্জা। নিয়মরীতি মেনে এই পুজোর আয়োজন করছেন এলাকার মহিলারা। এবার তাঁদের পুজোর বাজেট রয়েছে চার লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ সুমিতা আইচ বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে চিঠি আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই নতুন প্রজন্মকে বার্তা দিতেই আমরা এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছি।'

টাকাগাছ সংকল্প ক্লাবের মণ্ডপের কাজ চলছে। ছবি : জয়দেব দাস

চার পুজো

- হারিয়ে যাওয়া 'চিঠি'-কে থিম করে মহিলারা পুজো করছেন খাগড়াবাড়ি মিলন সংঘে
- রাজমাতা স্ট্রিটের মহিলা পরিচালিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' কাল্পনিক মন্দিরের আদলে মণ্ডপসজ্জা করছেন
- টাকাগাছ সংকল্প মহিলা পরিচালিত পুজোর থিম 'জ্ঞানতীর্থের জ্যোতি নালন্দা'
- ইউনাইটেড বাজারের মাঠ কমিটির থিম পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা

দুই বোনকে বেল্টের মার

সেলফি দেখাতেই প্রতিশোধ কিশোরের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৮ সেপ্টেম্বর : প্রতিবেশী কিশোর পাড়ার এক কিশোরীর সঙ্গে জোর করে সেলফি তুলেছিল। সেই সেলফি তার গার্লফ্রেন্ডকে দেখিয়ে দেওয়ায় কিশোরের হাতে বেধড়ক মারধর খেতে হল ওই কিশোরীকে। শুধু তাই নয়, বোনকে রক্ষা করতে এসে মার খেতে হল এক তরুণীকেও। ওই কিশোর কোমরের বেল্ট খুলে দুই বোনকে বেধড়ক পেটায় বলে অভিযোগ। এমনকি ওই কিশোরের বাবা-মা তাতে সঙ্গ দেন বলে অভিযোগ। সোমবার বালুরঘাট থানায় এমনই অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। রবিবার রাতের এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় শহরের রঘুনাথপুর এলাকায়। থানায় অভিযোগে ওই তরুণী জানিয়েছেন, রবিবার বিকেলে বাড়ির পাশেই তাঁর বোনকে নিয়ে ঘুরছিলেন। সেই সময় পাড়ারই ওই দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র এসে জোর করে তাঁর বোনের ঘাড়ে হাত দিয়ে সেলফি তোলে। সেই ছবি তাঁর বোন ওই কিশোরের গার্লফ্রেন্ডকে দেখিয়ে দেয়। এতেই ওই কিশোর ও তার গার্লফ্রেন্ডের মধ্যে বিবাদ বাধে। আর তার জেরেই ওই কিশোর তার বোন ও তাঁকে বেধড়ক পিটিয়েছে। ওই সময় পাড়ার অন্যরা উপস্থিত থাকলেও কেউই সাহায্য করতে আসেননি। তাঁর বাবা-মা রক্ষা করতে এলে তাঁদেরকেও মার খেতে হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই দুই বোনের ওপর এমন অত্যাচারের অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসে বালুরঘাট থানার পুলিশ। সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ার কুপ্রভাবের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে আমরা নিয়মিত প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি। রঘুনাথপুরের ওই ঘটনার অভিযোগ হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ছবি : এআই

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কিশোরের সঙ্গে নবম শ্রেণির ছাত্রীর বন্ধুত্ব রয়েছে। অভিযোগ, ওই কিশোর গার্লফ্রেন্ডের অনুপস্থিতিতে পাড়ার দশম শ্রেণির ছাত্রীর সঙ্গে সেলফি তুলেছিল। ওই সেলফি কার্যত জোর করে ওই কিশোর তুলেছিল বলে অভিযোগ। আর সেই কারণেই ওই কিশোরের গার্লফ্রেন্ডকে ওই ছবি দেখিয়ে দিয়েছিল পাড়ার সেই কিশোরী। আর এই অপরাধেই ওই কিশোর ওই পাড়ার কিশোরীকে বেধড়ক পেটায় বলে অভিযোগ। বেল্ট দিয়ে ওই কিশোরীকে পেটাতে দেখে তার মামাতো দিদি বাঁচাতে এলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। দুজনকে মারধর করার সময় কিশোরের বাবা-মা সঙ্গ দেন বলে অভিযোগ।

এদিকে, এভাবে দুই ছাত্রীর উপর প্রকাশ্যে আক্রমণের ঘটনায় উদ্বিগ্ন শহরবাসী। শহরের এক শিক্ষিকা অন্তরা সরকার বলেন, 'বালুরঘাট শহর সংস্কৃতির শহর বলে পরিচিত। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই দেখছি, এই শহর কেমন যেন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, বদলে যাচ্ছে। মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনা এ শহরে বেড়েই চলেছে।'

> সোশ্যাল মিডিয়ার কুপ্রভাবের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে আমরা নিয়মিত প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি। রঘুনাথপুরের ওই ঘটনার অভিযোগ হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।
>
> **বিক্রম প্রসাদ**
> ডিএসপি (সদর)

একা...

কাশ্মীরের শ্রীনগরের ডাল লেকে। সোমবার। -এএফপি

পৃথিবীর পাঠশালা

সিঙ্গাপুরের স্মার্ট ল্যাম্পপোস্ট

সিঙ্গাপুর আবার নতুন এক উদ্ভাবন নিয়ে হাজির! শহরের ল্যাম্পপোস্টগুলো এখন শুধু আলো দেয় না, আরও অনেক কিছু করে। প্রতিটি ল্যাম্পপোস্টে সিসিটিভি ক্যামেরা, ওয়াই-ফাই, জরুরি কল বাটন এবং বাতাসের মান নিরীক্ষণের সেন্সর যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিটি পরিবেশের জন্য আলাদা আলাদা অবকাঠামো তৈরি করতে হচ্ছে না। এই স্মার্ট ল্যাম্পপোস্টগুলো জননিরাপত্তায় বড় ভূমিকা রাখছে। সিসিটিভি ক্যামেরা অপরাধদমনে সাহায্য করে, আর জরুরি বোতামে চাপ দিলেই পুলিশকে সরাসরি খবর দেওয়া যায়। এর পাশাপাশি সেন্সরগুলো বাতাস দূষণের মাত্রা জানিয়ে দেয়। ফ্রি ওয়াই-ফাই থাকায় মানুষজন সহজেই ইন্টারনেটের সুবিধা পায়। সিঙ্গাপুরের এই প্রযুক্তি অন্য দেশের জন্যও এক দারুণ উদাহরণ হতে পারে, যেখানে নগরের অবকাঠামোকে আরও স্মার্ট ও কার্যকর করা প্রয়োজন।

চিনের হাইড্রোজেন বিপ্লব

চিন বিশ্বের সবচেয়ে বড় হাইড্রোজেন উৎপাদনকেন্দ্র চালু করেছে। ইনার মঙ্গোলিয়ায় অবস্থিত এই বিশাল প্ল্যান্টটি বছরে ৩ লক্ষ ২০ হাজার টন সবুজ অ্যামোনিয়া উৎপাদন করে। এই প্ল্যান্টটি সম্পূর্ণভাবে সৌর এবং বায়ু শক্তি দ্বারা চালিত। এটি চিনের একটি বড় পদক্ষেপ। এই হাইড্রোজেন প্ল্যান্টটি বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ধরে রাখে এবং তা অ্যামোনিয়া উৎপাদনে ব্যবহার করে, যা পরিবেশের জন্য কোনও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। হাইড্রোজেনকে ভবিষ্যতের পরিষ্কার জ্বালানি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এটি গাড়ি চালানো, বাড়ি গরম করা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে। চিন এই প্ল্যান্টে বিনিয়োগ করে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর তাদের নির্ভরতা কমানোর চেষ্টা করছে। এই বিশাল প্ল্যান্টটি শুধু চিনকেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও নবায়নযোগ্য শক্তিতে পরিবর্তনের জন্য উৎসাহিত করবে।

দুবাইয়ের আকাশে উড়ন্ত পুলিশ বাইক!

সায়েন্স ফিকশনের সিনেমা থেকে যেন সরাসরি উঠে এসেছে এমন এক দৃশ্য! দুবাই পুলিশ এখন ট্র্যাফিকের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে পারবে। হ্যাঁ, হোভারসার্ফ নামের একটি কোম্পানি উড়ন্ত পুলিশ বাইক তৈরি করেছে, যা ড্রোন প্রযুক্তির সাহায্যে পুলিশ অফিসারদের ট্র্যাফিকের উপরে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে তারা দ্রুত যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে পৌঁছাতে পারবে। এই বাইকগুলো হালকা ফ্রেম এবং শক্তিশালী প্রপেলার দিয়ে তৈরি। এটি সোজা ওপরে উঠতে বা নীচে নামতে পারে। এর ফলে ট্র্যাফিক জ্যামের কোনও চিন্তা থাকবে না। এই প্রযুক্তি এখনও পরীক্ষাধীন, কিন্তু এটি দুবাইয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

শুকনো মরুভূমিতে সবুজ জ্বালানি

চিলির আতাকামা মরুভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে শুষ্ক জায়গা। কিন্তু সেখানেই বিজ্ঞানীরা এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন। তাঁরা তরল জল ব্যবহার না করেই হাইড্রোজেন তৈরি করছেন। সাধারণত হাইড্রোজেন উৎপাদন করতে প্রচুর তাজা জল লাগে। কিন্তু চিলির বিজ্ঞানীরা মরুভূমির বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে তা দিয়ে সবুজ হাইড্রোজেন তৈরি করছেন। সৌর ও বায়ু শক্তি ব্যবহার করে এই কাজটি করা হচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য দারুণ এক খবর। এর ফলে মরুভূমির মতো জায়গা থেকে জ্বালানি তৈরি হবে।

নেপালে বিক্ষোভে

প্রথম পাতার পর

ভাইরাল ভিডিও ফুটেজে কোথাও পুলিশকে জলকামান ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। কোথাও আবার জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে এলোপাতাড়ি গুলি ও রাবার বুলেট ছুড়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। বিক্ষোভের আঁচ পড়ে ভারত-নেপাল সীমান্তেও। যেমন কাঁকরভিটায় তরুণরা বিক্ষোভ দেখান। তবে তাঁদের প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ছিল। বিরতা মোড় এলাকাতেও প্রতিবাদ মিছিল হয়। যদিও পুলিশি হস্তক্ষেপে প্রতিবাদীরা শান্ত হন।

নেপাল পুলিশ ও সশস্ত্রবাহিনী ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় সতর্ক রয়েছে। ভারতের পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে এসএসবি'ও নজর রাখছে। পানিট্যাঙ্কিতে কড়া নজরদারির মধ্যে দু'দেশের মধ্যে যানবাহন চলাচল করে। গাড়ির চালক রাজেন পানিট্যাঙ্কিতে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, নেপালের সিম কার্ড দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া চালানো যাচ্ছে না। অনেকে এদিকে এসে ভারতীয় সিম কার্ড ব্যবহার করছেন। তাঁর কথায়, 'বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া কোনওকিছুই সম্ভব না।'

পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী বলেন, স্বাভাবিক দিনের মতোই ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। নেপাল থেকে প্রচুর কাস্টমার পানিট্যাঙ্কিতে কেনাকাটা করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনওরকম ক্ষতি হয়নি। তবে নেপালের যা পরিস্থিতি, তাতে আগামীদিনে সমস্যা হতে পারে। নেপালের ঝাপা জেলার ভদ্রপুর এলাকায় আন্দোলন চললেও কোনও সমস্যা হয়নি। কাঠমান্ডুতে বিক্ষোভ চলাকালীন ইউজান রাজভাণ্ডারী নামে এক ছাত্রকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা শুধু সমাজমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করতে জড়ো হইনি। আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এসেছি। দুর্নীতি এখন নেপালের রাষ্ট্র ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়েছে।' ইসামা টোমরক নামে এক বিক্ষোভকারী বলেন, 'দেশে স্বৈরশাসন চলছে। আমরা এর পরিবর্তন চাই। আমরা চুপ করে থাকলে এই ব্যবস্থা আমাদের গোটা প্রজন্মকে গিলে খাবে।'

নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অবশ্য জানিয়েছে, নথিভুক্তিকরণের জন্য সমাজমাধ্যমগুলিকে ৭ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। যারা সেই সময়সীমা মানেনি, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তিমন্ত্রী পৃথ্বী সুব্বা গুরুং জানান, টিকটক, ভাইবার, উইটক এবং নিমবাজ ইতিমধ্যে নথিভুক্ত হয়েছে। টেলিগ্রাম ও গ্লোবাল ডায়েরি নামে ২টি মাধ্যমকে নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। তবে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, লিংকডইন, রেডিটের মতো সমাজমাধ্যমগুলি এখনও নথিভুক্তির পদক্ষেপ করেনি।

জাল অ্যাকাউন্ট খুলে ভুয়ো প্রচার বন্ধ করতে সরকার সমাজমাধ্যমগুলিকে আইনের আওতায় আনতে চাইছে বলে মন্ত্রীর দাবি। বিক্ষোভকারীদের পালটা দাবি, মন্ত্রী-আমলাদের দুর্নীতিকে আড়াল করতেই এই বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।

(তথ্য সহায়তা : কার্তিক দাস, মহম্মদ হাসিম ও শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার)

আজ উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ৮ সেপ্টেম্বর : তিনদিনের সফরে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সফরকে কেন্দ্র করে শাসকদল এবং প্রশাসনিক স্তরে সোমবার জোর প্রস্তুতি লক্ষ করা গিয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে যে রাস্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যায় যাবেন, তা ফ্লেক্স, ফেস্টুনে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবার জলপাইগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠক ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর তিনদিনের সফরে পূর্ব নির্ধারিত কোনও কর্মসূচি নেই। তবে, তিনি প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি দলের নেতা-নেত্রীদের নিয়েও বৈঠক করতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকেল ৩টার পর মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন। সেখান থেকে সড়কপথে শিবমন্দির, মেডিকেল মোড়, নৌকাঘাট হয়ে উত্তরকন্যার অতিথিনিবাস কন্যাশ্রীতে পৌঁছাবেন। পথে মমতা নৌকাঘাট মোড়ে মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে মেডিকেল মোড়, নৌকাঘাট হয়ে উত্তরকন্যা পর্যন্ত রাস্তায় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে কয়েক হাজার ফ্লেক্স, ফেস্টুন টাঙানো হয়েছে। বুধবার জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি ভার্চুয়ালি সেই বৈঠকে যোগ দেবে। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্তা এবং জনপ্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন। এছাড়া গজলডোবা পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারেন মমতা। ইতিমধ্যে গজলডোবায় যাতায়াতের জন্য কানকাটা রোড মেরামত এবং রাস্তার দু'পাশের আগাছা সাফাই হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী বাগডোগরা থেকে বিমানে কলকাতায় ফিরে যাবেন।

সরব সেলিম

হেমতাবাদ, ৮ সেপ্টেম্বর : মহারাজাতে ব্লক ও থানা স্থাপনের দাবির পাশাপাশি মহারাজা ও ভাটোল স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ২০০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করা সহ একাধিক দাবিতে সোমবার হেমতাবাদ বিধানসভার মহারাজা হাটে সমাবেশ করল সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি। সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হক, উত্তম পাল, মতিউর রহমান সহ অন্যরা। এই অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা, থানা ও ব্লক স্থাপনের দাবি নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

ফের খুলল ভর্তির পোর্টাল

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর : ফের স্নাতকোত্তরে ভর্তির পোর্টাল খুলছে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকে আগামী ১৪ তারিখ পর্যন্ত পড়ুয়ারা পোর্টালে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফের পোর্টাল খোলায় খুশি সকলেই। সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন কমিটির একটি বৈঠক হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মাধবচন্দ্র অধিকারী, অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার পবন প্রসাদ, পরীক্ষা নিয়ামক অভিজিৎ দেব, কলেজ সমূহের পরিদর্শক দীপঙ্কর পাল সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বলেন, 'এদিন সর্বসম্মতিক্রমে ফের পোর্টাল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলির শতাধিক পড়ুয়া ষষ্ঠ সিমেস্টার উত্তীর্ণ হলেও দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সিমেস্টারে কেউ কেউ কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে পাশ করতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির সেইসব পড়ুয়ার উচ্চশিক্ষার কথা মাথায় রেখে ফের পরীক্ষা হওয়া বিষয়গুলির ফল দ্রুত প্রকাশ করেই ফের স্নাতকোত্তরে অ্যাডমিশন পোর্টাল খোলাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আগামী ১৬ তারিখ দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রভিশনাল মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা হবে। এদিকে স্নাতকোত্তরের ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে।

হিন্দি সহ হাতেগোনা দু-একটি বিষয়ে পড়ুয়াসংখ্যা কিছুটা কম হলেও বাদবাকি বিষয়গুলিতে বেশ ভালো সংখ্যক পড়ুয়া দিবা বিভাগে ভর্তি হয়েছে। তবে সান্ধ্যকালীন কোর্স এবং দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে এখনও বেশ কিছু আসন ফাঁকা।

> সোমবার সর্বসম্মতিক্রমে ফের পোর্টাল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
>
> **মাধবচন্দ্র অধিকারী**
> রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), পিবিইউ

ফের অপহৃত

প্রথম পাতার পর

এসে তাঁরা তিনজন মিলে কৃষককে টেনেহিঁচড়ে বাংলাদেশের গেন্দুগুড়ি গ্রামে নিয়ে যান বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলের পাশেই নদীতে মাছ ধরছিলেন ভারতীয় কৃষক সুরেশ বর্মন। তিনি চিৎকার করে বিএসএফকে ডাকতে থাকেন কিন্তু ঘটনার সময় বিএসএফ জওয়ানদের ডিউটি বদল হচ্ছিল। তাই জওয়ানদের কাঁটাতারের ৩৪ নম্বর গেটের কাছে আসতে একটু সময় লাগে। যখন বিএসএফ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় তার আগেই বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে যায় দুষ্কৃতীরা। এদিকে, এই খবর চাউর হতেই কাঁটাতারের গেটের কাছে জমায়েত হতে থাকেন বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন শীতলকুচি থানার পুলিশ ও মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেশ হালদার, শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন। বিকেলের দিকে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ফ্ল্যাগ মিটিং করে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় কৃষককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তারপর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ কৃষককে উদ্ধার করে বিএসএফের মিরাপাড়া ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনা হয়। রাতে অবশ্য কৃষ্ণ বর্মনকে শীতলকুচি থানায় নিয়ে আসা হয়।

চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল পাশের গ্রাম পশ্চিম শীতলকুচি থেকে ভারতীয় কৃষক উকিল বর্মনকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশিরা। উকিলকে অপহরণের ঘটনা নিয়ে রাজ্য ও দেশের রাজনীতিতে জোর চর্চা হয়। দীর্ঘদিন পর দালালের হাত ধরে বাড়িতে ফিরে আসেন উকিল। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আরও এক কৃষকের অপহরণের ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন সীমান্তপারের কৃষকরা।

অপহৃত কৃষকের স্ত্রী বেহুলা বর্মন বলেন, 'কৃষিকাজ করেই সংসার চলে। চাষের বেশিরভাগ জমি কাঁটাতারের ওপারে। এই ঘটনার পরে স্বামীকে ওপারে আর কী করে পাঠাই।' স্থানীয় বাসিন্দারা বিএসএফের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন। এক বাসিন্দার কথায়, 'সীমান্তের ওপারে জমিতে চাষ করতে নাম লিখিয়ে যেতে হয় এবং বিএসএফের নজরদারিতে খেতে কাজ করেন কৃষকরা। তাহলে যখন কৃষককে মারধর করে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন বিএসএফ কোথায় ছিল? পাশের এক কৃষক চিৎকার না করলে তো কিছুই জানা যেত না। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ। তাঁর কথায়, 'বিএসএফের উপস্থিতিতে এধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। সীমান্ত এলাকায় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ বিএসএফ।' শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন বলেন, 'কৃষককে ফিরিয়ে আনার জন্য বিএসএফকে ধন্যবাদ জানাই।'

বেড়ার ওপারের জমি

প্রথম পাতার পর

কাঁটাতারের ওপারে থাকা ভারতীয় ভূখণ্ডের সমস্যার কথা নেই। তা নিয়েই আক্ষেপ করেছেন উকিল বর্মন। কিছুদিন আগেই কাঁটাতারের ওপারে নিজের জমিতে চাষের কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশিদের দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন উকিল। তাঁর কথা, 'কাঁটাতারের ওপারে যাওয়া মানে জেলে ঢোকা। বিএসএফের হাজারো নিয়ম মেনে চলতে হয়। বাপ-ঠাকুরদার জমিতে চাষ করতেও অনুমতি নিতে হয়। সরকার উপযুক্ত মূল্য দিয়ে জমিগুলো কিনে নিলেই ল্যাটা চুকে যায়। সেটা কেন করছে না বুঝতে পারি না।'

সম্প্রতি মালদার হবিবপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ও তপন, উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ, কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ সীমান্তে কাঁটাতারের ওপারের বাসিন্দাদের সমস্যা সংক্রান্ত পঞ্জাশটিরও বেশি অভিযোগ জমা হয়েছে বিএসএফের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দ্বারা চাষের জমি ক্ষতি করা, লুটপাট, মারধর ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে। সমস্যার বিস্তারিত রিপোর্টও জমা পড়েছে। তবে সাধারণ নাগরিকদের রেহাই মেলেনি। ক্ষুব্ধ মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ি সীমান্তের কৃষক সুবল রায়ের কথা, 'হয় সরকার জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া দিক, নয়তো আমাদের জমি কিনে নিক।'

কেন কাঁটাতারের উপারের ভারতীয় জমি অধিগ্রহণ করছে না সরকার? বিজেপির সাংসদ ও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কথা, 'এটা অনেক বড় বিষয়। চটজলদি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তাছাড়া আন্তর্জাতিক কিছু বিধিও রয়েছে।' তৃণমূল নেতা ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, 'কাঁটাতারের সমস্যা মেটাতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। সীমান্তের মানুষদের যন্ত্রণার কথা আমরা বিভিন্নভাবে কেন্দ্রকে জানিয়েছি। ওদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' দুই সরকারের ঠেলাঠেলিতে আদৌ সমস্যা মিটবে কি না, নিরাপত্তা পাবে কি না বেড়ার ওপারের ভারতীয়রা সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। কাঁটাতারের ওপারের বাসিন্দাদের নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা গোবিন্দ রায়। জলপাইগুড়ির প্রাক্তন বিধায়কের বক্তব্য, 'কাঁটাতার সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা ঘোষণা না করলে কোনও দিশা মিলবে না।'

লুপ পুলের পথে দুটি সিঙ্কিং

প্রথম পাতার পর

পাহাড়ি এই পথে কয়েক হাজার গাছ কাটার পর এমন পরিস্থিতি যে হতে পারে সে সম্ভাবনার কথা আগেই জানিয়েছিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। উত্তরবঙ্গের পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, হিমালয়ের এই অংশ ভঙ্গুর প্রকৃতির। প্রায় ২৫ হাজার গাছ কেটে সড়ক নির্মাণের ফলে পাহাড় থিতু হতে বেশ কয়েকবছর সময় লাগবে। ততদিন পর্যন্ত মাঝেমধ্যেই ভূমিধসের মতো পরিস্থিতি দেখা দেবে।'

এনএইচআইডিসিএল-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আপাতত আড়াই হাজার বালিভর্তি ব্যাগ ব্যবহার করে সাময়িকভাবে ভূমিধস আটকানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে সমস্যা স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা চলছে। সেক্ষেত্রে মাটির নীচে রাবারের প্যাড ব্যবহার করা হবে। এভাবেই সেবক-রংপো রেলপথের পিলারগুলিতে কাজ হয়েছিল। এই জার্মান প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই দুটি সিঙ্কিং জোনে ভূমিধস আটকানো সম্ভব। তবে তা করার আগে এনএইচআইডিসিএল-এর তরফে বন দপ্তরের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অনুমতি পেলে কালীপুজোর পর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হবে। ততদিন পর্যন্ত, কয়লাখনি এলাকা পেরোতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে চালকদের।

সড়ক নির্মাণের আগে সমীক্ষায় সিঙ্কিং জোন ধরা পড়েছিল কি না, এই প্রশ্নের জবাবে এনএইচআইডিসিএল-এর ওই আধিকারিক বলেন, 'যতদূর জানি ডিপিআর তৈরির আগে কনসালট্যান্ট এজেন্সিকে দিয়ে সার্ভে করা হয়েছিল। হতে পারে তখন সিঙ্কিং জোন ধরা না পড়লেও, পাহাড় কাটার পর তা দেখা যাচ্ছে।'

রাস্তার খেউড়কেও লজ্জা দেবে বিধানসভা

প্রথম পাতার পর

বাইরে বেরিয়ে পোস্টার হাতে বসে পড়বেন। চতুর্থ সিকে টিভির ক্যামেরায় লাইভ ছবি উঠবে। তা নিয়ে টিভির সান্ধ্য আড্ডায় জোর তক্কাতক্কি হবে।

ভিতরে যে কী হল, কে কী বললেন, তার খোঁজ নেয় কে? শুধু খবর হবে কোন কোন বিধায়ক চোট পেয়ে নার্সিংহোমে গিয়েছেন। প্রচারের আরেক কৌশল হয় ওয়াক-আউট নাহয় অধিবেশন ভণ্ডুল করে দাও। শান্ত সভায় বিতর্ক? নৈব নৈব চ! দিনের পর দিন বিধানসভাটা মেছোহাটকেও হার মানাচ্ছে। সমস্ত রকম শালীনতা, ভদ্রতার সীমানা অতিক্রম করে যাচ্ছেন আমাদের মাননীয় জনপ্রতিনিধিরা।

লাইনে দৈর্ঘ্য ধরে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে আমরা পাঁচ বছরের জন্য যাঁদের আইনসভায় পাঠাচ্ছি, উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁরা কতটা লজ্জিত জানি না। কিন্তু লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় আমাদের। বিধানসভায় এইসব কাণ্ড ঘটিয়ে তাঁরা হিরো হয়ে যান। প্রচারে থাকতে হলে কত কী যে করতে হয়। একবার চাদরের তলায় টেপরেকর্ডার নিয়ে ঢুকে এক বিধায়ক 'চোলিকে পিছে' গান বাজিয়েছিলেন। এক মহিলা বিধায়ক নকল পিস্তল নিয়ে সভায় ঢুকেছিলেন। স্পিকারের সামনে রাখা গদা তুলে পালিয়ে গিয়েছিলেন এক মাননীয়। কত বলব? এই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

অথচ এবারের আলোচনার বিষয়টা হেলাফেলার ছিল না। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলায় কথা বলার জন্য বাঙালিদের চরম হেনস্তা, বাংলাদেশে পুশব্যাক করার মতো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সেটা। গুরুত্বপূর্ণ বলেই না বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। তা শেষমেশ হলটা কী? সেসব নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক দূরস্থান, দুই পক্ষের প্রবল চিৎকারে সভা হল গোলমালের।

আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, সরকারপক্ষের যুক্তির জবাবে বিরোধীরা কী কী বলেন। কার যুক্তির ওজন বেশি। কোনও সন্দেহ নেই যে, এবারের ভোটে এটাই বড় ইস্যু হতে চলেছে। ফলে সবার মনোযোগ ছিল সেদিকে। কিন্তু কোথায় কী! আমরা দেখলাম, এক অন্যকে চোর বলে গলা ফাটাচ্ছেন। এ বলে চাকরি চোর তো ওদিক থেকে পালটা আসছে ভোট চোর। যেন কে কত বড় চোর, ধ্বনিভোটে বিধানসভায় তার হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। কারও গলার জোর তো কম নয়।

আগের দিনই সাসপেন্ড হয়ে ময়দানের বাইরে চলে গিয়েছিলেন বিরোধী নেতা। বোধহয় তারই পালটা মুখ্যমন্ত্রীকে মুখ খুলতে দেবেন না পণ করে আসরে নেমেছিল পদ্ম শিবির। তাই কোনও কারণ ছাড়াই প্রবল চিৎকার শুরু হয়েছিল। কে কেন চ্যাঁচাচ্ছেন, কেউ জানে না। শুধু গলার জোরে কে কাকে হারাতে পারেন, তার দমতোড় কম্পিটিশন যেন।

আসরে নেমে মুখ্যমন্ত্রীও গলা সপ্তমে তুলে বলতে শুরু করলেন, মোদি চোর, অমিত শা চোর, বিজেপি চোর। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জয় বাংলা স্লোগান। তিনি নিজেও দলের বিধায়কদের স্লোগান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই হট্টমেলার মধ্যে স্পিকার এক এক করে বিরোধী এমএলএদের বের করে দিলেন। কেউ কেউ বাধা দিতে গিয়ে ধস্তাধস্তিতে আহত কয়েকজন। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল নার্সিংহোমে। রাজ্যবাসী এসবই দেখলেন টিভিতে। কী নিয়ে বিশেষ অধিবেশন চলুোয় যাক। খবর হল, টিভি'র স্টুডিওতে তর্ক হল। চোর বনাম চোর নিয়ে। কোথায় কত পরিযায়ী হেনস্তা হয়েছেন, তাঁদের কী অবস্থা, বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে কতজনকে, ভিনরাজ্যের জেলে আটক ক'জন ইত্যাদি নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করলেন না। শুধু শাসক শিবির থেকে বলা হল, বিজেপি বাংলাকে, বাংলা ভাষাকে শেষ করে দিতে চায়।

যে কথা বাইরে হাটেবাজারে আমরা অহরহ শুনছি, তা বলার জন্য ঘটা করে অধিবেশন ডাকতে হল কেন, খোদায় মালুম। যদি বিধানসভার রেকর্ডে রাখার জন্য এই অধিবেশন হয়, তবে সেক্ষেত্রে নেই সেই রেকর্ডে সিরিয়াস কিছু থাকবে না। বিরোধী নেতা বুক বাজিয়ে বলেছেন, দলের বিধায়কদের পারফরমেন্স দেখে তিনি খুশি। তিনি জনে জনে তাঁদের পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন।

আসলে এটাই এখনকার রেওয়াজ। সংসদেও দেখবেন একই ছবি। কতদিন কাজ হয় সেখানে? সংসদের গত অধিবেশনে ২১ দিন অধিবেশন চললেও তার দুই-তৃতীয়াংশ সময় নষ্ট হয়েছে। সবথেকে বড় বলি হয়েছে প্রশ্নোত্তর পর্ব। যেখানে সাংসদদের প্রশ্নের উত্তর দেন মন্ত্রীরা। প্রশ্নোত্তর পর্বের ২৩ শতাংশ কাজ হয়েছে লোকসভায়, রাজ্যসভায় ৬ শতাংশ। কোনও আলোচনা ছাড়াই পাশ হয়ে গিয়েছে বহু বিল।

আসুন, এইসব মাননীয়দের কাজকর্মে আমাদের গুনাগার কত, তার হিসেব কষি। বারবার সংসদের অধিবেশন মুলতুবিতে দুই কক্ষ মিলিয়ে গচ্চা গিয়েছে প্রতি মিনিটে আড়াই লাখ টাকা। ঠিকই পড়ছেন, আড়াই লাখ!

এটা কিন্তু দশ বছর আগেকার হিসেব অনুযায়ী। নিয়মমতো ১ ঘণ্টার বিরতি বাদ দিয়ে দিনে ৬ ঘণ্টা সংসদ চলার কথা। সংসদের এই অধিবেশনে নিয়মমাফিক তিনদিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ হওয়ার কথা। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, তিনদিনে রাজ্যসভায় কাজ হয়েছে ৪ ঘণ্টা ৪০ মিনিট, লোকসভায় ৫৪ মিনিট। তার মানে তিনদিনের গোলমালে করদাতাদের রাজ্যসভার জন্য ১০ কোটি ২০ লাখ আর লোকসভার জন্য ১২ কোটি ৮৩ লাখ টাকা জলে গিয়েছে।

পচছে লাশ

প্রথম পাতার পর

কোনও মৃত ব্যক্তির পরিজনের সন্ধান না পেলে তাঁর দেহ মাসের পর মাস মর্গেই পড়ে থাকে। মর্গে ২২টি চেম্বার রয়েছে। এমনিতে সেখানে ২২টি দেহ রাখা যায়। তবে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য বর্তমানে ১৬টি চেম্বার সচল রয়েছে। সেখানে স্বাভাবিকভাবে ১৬টি দেহ রাখার কথা। কিন্তু বেওয়ারিশ লাশ জমতে জমতে সেই সংখ্যা ৪৮-এ গিয়ে পৌঁছেছে। পঠনপাঠনের উপরেও তার প্রভাব পড়ছে বলে অধ্যাপকরা জানিয়েছেন। ফরেন্সিকের বিভাগীয় প্রধান প্রণবেশ ভারতীর কথা, 'এমনও কিছু দেহ রয়েছে যেগুলি ৬-৭ মাস ধরে এখানে রয়েছে। কিছুদিন আগে কুলার মেশিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এতগুলি দেহ জমে থাকায় পড়ুয়াদের পঠনপাঠনেও সমস্যা হয়।' পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার জেলাতেও সম্প্রতি এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেখানেও জেলা হাসপাতালের মর্গে বেওয়ারিশ লাশের স্তূপ জমে গিয়েছিল। সম্প্রতি অবশ্য তার মধ্যে কয়েকটির সৎকার করা গিয়েছে। প্রথমে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও পরে অবশ্য আলিপুরদুয়ার পুরসভাই সেই দায়িত্ব সামলেছে।

বছরখানেক আগেও একবার এমজেএন মেডিকেলের বেওয়ারিশ মৃতদেহের সৎকার নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেসময় পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে উদ্যোগ নিয়ে পুরসভার মাধ্যমে সৎকার করানো হয়েছিল। ফের এধরনের সমস্যা দেখা যাওয়ায় মেডিকেলের অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ডিএ মামলার রায়

প্রথম পাতার পর

আর্থিক অবস্থা বিচার করে রাজ্য ডিএ-র হার নির্ধারণের নিজস্ব ফর্মুলা তৈরি করতে পারে। কর্মীদের পক্ষে আইনজীবীরা অবশ্য পালটা যুক্তি দেন, সংবিধানের ৩০৯ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিয়মিত ডিএ দেওয়া বাধ্যতামূলক। রাজ্যের আর্থিক সংকটকে বকেয়া না দেওয়ার অজুহাত ধরা যায় না।

জীবনযাত্রার খরচ অনুযায়ী ডিএ নির্ধারণের পক্ষে সওয়াল করেন মামলাকারীদের আইনজীবীরা। তাঁদের দাবি, ডিএ নিয়মিত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ডিএ দিতে হবে। প্রয়োজনে বকেয়া কিস্তিতে দিলেও চলবে, তবে খেয়ালখুশিমতো বন্ধ রাখা যাবে না। রাজ্যের হয়ে সিবাল যুক্তি দেন, কেন্দ্র ও রাজ্য নিজেদের মতো করে ডিএ দিতে পারে। তবে সুপ্রিম কোর্ট কোনও রায় দিলে তা সব রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। মামলাকারী সংগঠনের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অবশ্য পালটা বলেন, ২০১০ সালের পর থেকে রাজ্য বারবার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। অন্য একটি সংগঠনের আইনজীবী করুণা নন্দী বলেন, 'আইনে বলা রয়েছে ডিএ নিয়মিত দিতে হবে। রাজ্য সরকার তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারেনি।'

‘সিনকারাজে’ বাজিমাত আলকারাজের

“মরশুমের শুরু থেকে এক নম্বর জায়গা ফিরে পাওয়া লক্ষ্য ছিল। আজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সঙ্গে সেই ইচ্ছা পূরণ হল।”
-কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া

৬৫ সপ্তাহ পর ফের শীর্ষে স্প্যানিশ তারকা

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বর : ‘সিনকারাজ।’ পাঁচ অক্ষরের এই শব্দটাই বর্তমান টেনিস সমাজে বিনোদনের খোরাক জোগাচ্ছে। রবিবার ইউএস ওপেনেও যার অন্যথা হল না।

ফ্ল্যাশিং মেডোয় জানিক সিনার বনাম কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার ব্লকব্লাস্টার ফাইনাল দেখতে আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামের ২৪ হাজার গ্যালারির একটা আসনও ফাঁকা ছিল না। ভারতে তখন মধ্যরাত হলেও বর্তমান টেনিসের দুই পোস্টার বয়ের লড়াই দেখতে নিশ্চিতভাবে অনেকেই টিভির পর্দায় চোখ রেখেছিলেন। মনমাতানো টেনিসে ‘সিনকারাজ’ হতাশ করেননি। কিন্তু দিনের শেষে একজনকে পরাজিতের দলে নাম লেখাতেই হত। ফলে ২ ঘণ্টা ৪২ মিনিটের লড়াই শেষে সিনারকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হলেন ২২ বছরের আলকারাজ। কেরিয়ারের ষষ্ঠ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের পথে স্প্যানিশ তারকার পক্ষে স্কোরলাইন ৬-২, ৩-৬, ৬-১, ৬-৪।

নিরাপত্তাজনিত কারণে ৫০ মিনিট পিছিয়ে ম্যাচ স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ৫০-এ শুরু হয়। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে ৯-৫ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে এদিন নেমেছিলেন আলকারাজ। টেনিসের মজা হল, সেটের শুরুতে ব্রেক পয়েন্ট পেয়ে গেলে রাস্তা সহজ হয়ে যায়। প্রথম সেটে সিনারের সার্ভিস আলকারাজ দুইবার ভাঙলেন। ফলে ৬-২ গেমে সেট জিততে সমস্যা হয়নি স্প্যানিয়ার্ডের।

চলতি বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামেরই ফাইনালে উঠেছেন সিনার। তাই তিনি সহজে ম্যাচ ছেড়ে দেবেন তা তো হতে পারে না। দ্বিতীয় সেটে সিনারের দ্বিতীয় সার্ভিস হঠাৎই বিষাক্ত হয়ে উঠল। সঙ্গে ছিল অবিশ্বাস্য সব রিটার্ন। ফলে আলকারাজও ভুল করতে শুরু করলেন। আস্তিনের সেরা তাস ড্রপ শটও ক্লিক করল না। ১৪টি আনফোর্সড এরর করে সিনারকে কার্যত সেট উপহার দিলেন। তৃতীয় সেট থেকে সার্ভিসের গতি বাড়িয়ে দেওয়া আলকারাজের মোক্ষম চাল। ১১৫-১১৬ মাইলের বদলে প্রথম সার্ভিসকে নিয়ে গেলে ১৩০ মাইল প্রতি ঘণ্টার উপরে। সিনারের কাছে যার জবাব ছিল। চতুর্থ সেটে ‘বুলেট’ সার্ভিস সিনারের নাগালের বাইরে যেতেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান আলকারাজ।

প্লেয়ার্স বক্সে ততক্ষণে আলকারাজের কোচ হুয়ান ফেরেরো ও সহযোগীরা উৎসবে মেতেছেন। লকাররুমেও চলল শ্যাম্পেন বৃষ্টি। কারণ শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়াই নয়, ৬৫ সপ্তাহ পর সিনারকে টপকে ফের বিশ্বের এক নম্বর হতে চলেছেন আলকারাজ। তাই তিনি বলেছেন, ‘মরশুমের শুরু থেকে এক নম্বর জায়গা ফিরে পাওয়া লক্ষ্য ছিল। আজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সঙ্গে সেই ইচ্ছা পূরণ হল। এক নম্বর হওয়া আমার কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু অনুভূতিটা আলাদাই হয়। এই গ্র্যান্ড স্ল্যামও আমার কাছে খুব স্পেশাল। এবার লক্ষ্য কেরিয়ার স্ল্যাম, ক্যালেন্ডার স্ল্যাম।’

গত দুই বছরে সবক’টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন সিনার ও আলকারাজ। তাই আলকারাজ বলেছেন, ‘নিজের পরিবারের থেকে তোমার সঙ্গে এখন আমার বেশি দেখা হয়।’ সিনারও প্রতিপক্ষকে প্রশংসায় ভরিয়ে বলেছেন, ‘আলকারাজ আগের চেয়ে অনেক উন্নত প্লেয়ার। আজ ওকে প্রকৃত অর্থে গ্র্যান্ড স্ল্যাম মোডে দেখতে পেলাম।’

৬ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের পর ট্রফিতে চুমু কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার (বাঁয়ে, উপরে)। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য আলকারাজকে অভিনন্দন জানিক সিনারের।

নীরজের নজির ভাঙলেন শিবম

বেঙ্গালুরু, ৮ সেপ্টেম্বর : ইতিহাস গড়লেন মহারাষ্ট্রের তরুণ জ্যাভলিন থ্রোয়ার শিবম লোহাকার। বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ৭৪তম ইন্টার সার্ভিসেস অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৪.৩১ মিটার ছুড়ে ভাঙলেন নীরজ চোপড়ার নজির। ২০১৮ সালে এই ইন্টার সার্ভিসেস মিটে ৮৩.৮০ মিটার ছুড়েছিলেন অলিম্পিকে জোড়া পদকের মালিক নীরজ। তাঁকে টপকে গেলেন ২০ বছরের শিবম। এটা ব্যক্তিগতভাবেও

তাঁর সেরা পারফরমেন্স। যদিও ইন্টার সার্ভিসেস অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত নয়, ফলে সরকারি রেকর্ড হিসেবে গণ্য হবে না। তবে নিজের উত্তরসূরির এমন পারফরমেন্স দেখে উচ্ছ্বসিত নীরজও। তিনি সমাজমাধ্যমে তরুণ জ্যাভলারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, ‘অভিনন্দন শিবম, খুব ভালো। এভাবেই এগিয়ে চলো।’

এটাই প্রথম নয়, এই নিয়ে টানা চারটি প্রতিযোগিতায় ৮০ মিটারের বেশি জ্যাভলিন ছুড়লেন শিবম। ভারতীয় জ্যাভলিনে এতদিন একাই রাজত্ব করেছেন নীরজ। তবে শিবমের এই পারফরমেন্স ভারতের অ্যাথলেটিক্সে এক নতুন সম্ভাবনার বার্তা দিল।

মেরিনোর হ্যাটট্রিক, পার্সিকে টেক্কা ডিপের

কোলন, কোনয়া ও ব্রাসেলস, ৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন ম্যাচে জার্মানি ৩-১ গোলে হারিয়েছে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে। নেদারল্যান্ডস ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, বেলজিয়াম ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে কাজাখস্তানকে। সমান ব্যবধানের স্পেন জিতেছে তুরস্কের বিপক্ষে।

টানা ৩টি হারের পর অবশেষে স্বস্তি পেলেন জার্মানি কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান। দর্শনীয় চিপে ৭ মিনিটে জার্মানদের এগিয়ে দেন সার্জ গ্যানাব্রি। প্রথমার্ধে ৭৮ শতাংশ পজেশন নিয়েও গোলসংখ্যা বাড়াতে পারেনি জার্মানি। উলটে আয়ারল্যান্ডের

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে

জার্মানি	৩-১	উত্তর আয়ারল্যান্ড
লিথুয়ানিয়া	২-৩	নেদারল্যান্ডস
তুরস্ক	০-৬	স্পেন
বেলজিয়াম	৬-০	কাজাখস্তান

ইসাক প্রাইজ ৩৪ মিনিটে সমতা ফেরান। একসময় জার্মান সমর্থকদের টিটকিরিও শুনতে হয় ফ্লোরিয়ান রিৎজদের। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৯ মিনিটে ২-১ করে জার্মানির নাদিয়েম আমিরি। ৩ মিনিট পর নিখুঁত ফ্রি কিকে জয় নিশ্চিত করে লিভারপুল তারকা রিৎজ। জয়ের পর রিৎজের মন্তব্য, ‘শেষ তিন ম্যাচে বিপর্যয় ঘটেছিল বলা যায়। তাই আমরা একটা পরিবর্তন চেয়েছিলাম। আজকে যথেষ্ট ভালো খেলেছি আমরা।’

অন্যদিকে, মেম্পিস ডিপে ও কুইন্টেন টিম্বার ২-০ গোলে এগিয়ে দিয়েছিলেন ডাচদের। প্রথমার্ধেই ২ গোল শোধ করে লিথুয়ানিয়া। এরপর ৬৩ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ডিপে। একইসঙ্গে দেশের ইতিহাসে সর্বাধিক (৫২) গোল হয়ে গেল তাঁর। ডিপে পিছনে ফেললেন কিংবদন্তি রবিন ভ্যান পার্সিকে (৫০)।

স্পেনের বড় জয়ে কেরিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক পেয়েছেন মিডফিল্ডার মিকেল মেরিনো। পেড্রি জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি ফেরান টোরেসের। হ্যাটট্রিক হিরো মেরিনোর মন্তব্য, ‘তিন গোল করা আমার জন্য স্বাভাবিক নয়। যে দাপটের সঙ্গে আমরা খেলেছি, তাতে আমি খুশি।’

অন্যদিকে, বেলজিয়ামের কেভিন ডি ব্রুয়েন ও জেরেমি ডোকু জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য দুই গোলস্কোরার নিকোলাস রাসকিন ও টমাস মুনিয়ের।

রিৎজের বিস্ময় ফ্রি কিক

কার্লোস আলকারাজ ও জানিক সিনারের খেলার তারিফে ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আর্থার অ্যাশে টিটকিরি ট্রাম্পকে

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বর : ২০০০ সালে ইউএস ওপেনের ফাইনাল দেখতে গিয়েছিলেন বিল ক্লিন্টন। ২৫ বছর পর আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও প্রেসিডেন্টের পা পড়ল। কিন্তু রবিবার পুরুষদের সিঙ্গলসে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া-জানিক সিনারের ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। ট্রাম্পকে দর্শকদের টিটকিরিও শুনতে হয়।

ট্রাম্প আসবেন বলেই রবিবার নিরাপত্তাজনিত কারণে দর্শকদের চিরুনি তল্লাশি করে স্টেডিয়ামে ঢোকানো হয়। যার ফলে ম্যাচ শুরু হয় প্রায় ৫০ মিনিট দেরিতে। তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন দর্শকরা। ম্যাচ দেরিতে শুরু হওয়ার পুরো দায় তাঁরা ট্রাম্পের উপর চাপিয়ে দেন। ম্যাচ দেখতে আসা কেভিন নামের এক টেনিসপ্রেমী বলেছেন, ‘ট্রাম্পই একশো শতাংশ দায়ী। অত্যন্ত স্বার্থপর। ওঁর জানা উচিত, যে শহরে তাঁকে ঘৃণা করা হয়, সেখানে এমন একটা ম্যাচ ওঁর জন্য দেরিতে শুরু হওয়া ঠিক নয়।’ ম্যাচের মাঝে জায়েন্ট স্ক্রিনে বেশ কয়েকবার ট্রাম্পকে দেখানো হয়। প্রতিবারই প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে টিটকিরি ধেয়ে আসে দর্শকদের দিক থেকে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্যই দেরিতে শুরু ম্যাচ

শুধু টেনিস ভক্তরাই নন, ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের এক মুখপাত্রও স্বীকার করে নিয়েছেন, ট্রাম্পের জন্যই দেরি হয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা স্বীকার করছি, প্রেসিডেন্টের জন্য বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সেই কারণেই দর্শকদের স্টেডিয়ামে ঢুকতে দেরি হয়েছে।’

হংকংয়ের জার্সিতে আজ আফগান দ্বৈরথ

ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখতেন অংশুমান

আবু ধাবি, ৮ সেপ্টেম্বর : মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা। আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে সপ্তদশ এশিয়া কাপের উদ্বোধন। আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ। তারই প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে এবারের এশীয় যুদ্ধ টি২০ ফরম্যাটে। তবে বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সাল বলা হলেও বৃহত্তম মহাদেশের ক্রিকেটে সেরার শিরোপার গুরুত্ব কম নয়।

পাঁচটি টেস্ট খেলিয়ে আইসিসি-র পূর্ণাঙ্গ সদস্যের সঙ্গে লড়াইয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ওমান ও হংকং। যার শুভসূচনা মঙ্গলবার আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে। ধারেভারে, ক্রিকেট ঐতিহ্যে হট ফেভারিট রশিদ খানের আফগানিস্তান। শুধু কালকের ম্যাচেই নয়, প্রতিযোগিতার অন্যতম দাবিদারও ধরা হচ্ছে টিম আফগানকে। পাশে আক্ষরিক অর্থে লিলিপুট হংকং। যারা কিনা চার-চারবার এশীয় যুদ্ধে অংশ নিলেও এখনও কোনও ম্যাচ জেতার স্বাদ পায়নি।

এশিয়া কাপে আজ

আফগানিস্তান বনাম হংকং

সময় : রাত ৮টা
স্থান : আবু ধাবি
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

আগামীকাল ভাগ্যের যে চাকা ঘোরাতে মরিয়া হংকং। লক্ষ্যপূরণে হংকংয়ের অন্যতম ভরসা এক ‘ভারতীয়’ অংশুমান রথ। যার গল্পটাও কম আকর্ষণীয় নয়। জন্ম ওড়িশার ভুবনেশ্বরে। বেড়ে ওঠা হংকংয়ে। স্বপ্ন দেখতেন ভারতের জার্সি গায়ে চাপানোর। ২০২২-’২৩ মরশুমেও ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলেছেন। কিন্তু স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আগামীকাল নামবেন হংকং ক্রিকেটকে নতুন দিশা দেখাতে।

গত নয়ের দশকে কর্মসূত্রে পরিবার নিয়ে বাবা ওড়িশা থেকে পাড়ি দেন হংকংয়ে। সেখানে বেড়ে ওঠা, ক্রিকেট প্রেমে পড়া। বিশ্ব ক্রিকেট ইতিহাসে পঞ্চম কনিষ্ঠতম অধিনায়ক হিসেবে মাত্র ২০ বছরেই হংকং দলের দায়িত্ব। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড দক্ষতায় দলের মূল পিলারও হয়ে ওঠেন অংশুমান।

যদিও হংকংয়ে মন ঠিকছিল না। ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডে ক্রিকেট কেরিয়ার গড়তে চেষ্টা চালান। ২০১৮ সালে তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিট ভিসা নিয়ে নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টারবেরির হয়ে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। যদিও প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। নতুন লক্ষ্যে ক্রাইস্টচার্চ ছেড়ে ভারতে পাড়ি।

জন্মসূত্রে পাওয়া ভারতীয় পাসপোর্ট কাজে লাগান। প্রথমে বিদর্ভকে বেছে নেন। ক্লাব ক্রিকেটে জিতেশ শর্মা, ফইজ ফয়জল, হর্ষ দুবে, অথর্ব তাইডেদের সঙ্গে চুটিয়ে খেলেছেন। বিদর্ভের পরিবেশে মানিয়ে নিলেও রনজি দলের দরজা খোলেনি। শেষপর্যন্ত জন্মভূমি ওড়িশা রনজি ট্রফি দলে ডাক।

বছর তিনেক খেললেও ওড়িশা ক্রিকেটের আবহ, দলের পরিবেশ, সতীর্থদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল। নিটফল, ভারতের হয়ে খেলার ইচ্ছে ত্যাগ করে হংকংয়ে ফেরা।

পঞ্চম কনিষ্ঠতম ২০ বছরেই হংকংয়ের অধিনায়ক হয়েছেন অংশুমান রথ।

হংকংয়ের রাস্তায় কাঁটা হতে তৈরি আফগানিস্তানের রশিদ খান।

তবে এখনও তাড়া করে ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্নভঙ্গ, ওড়িশার হয়ে খেলার হতাশাজনক অভিজ্ঞতা।

আফগান ম্যাচের প্রস্তুতির ফাঁকে অংশুমান বলছিলেন, ‘ওড়িশা দলের পরিবেশের সঙ্গে চেষ্টা করেও মানিয়ে নিতে পারিনি। খেলা ছেড়েই দেব ঠিক করি। ২০২২-’২৩ মরশুমে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলার সময় চোট পাই। কোচ ছিলেন ওয়াসিম জাফর। ওঁর কথায় মুম্বইয়ে স্ক্যান করাতে যাই। কিন্তু আমি নিজেই চাইছিলাম না খেলতে। নিজেই চোটের জায়গায় আঘাত করছিলাম, যাতে তা বেড়ে যায়!’

হংকংয়ে ফিরে ঠিক করেন আর কখনও ক্রিকেট ব্যাট স্পর্শ করবেন না। কর্পোরেট দুনিয়ায় নতুন কর্মজীবন শুরু করবেন। কিন্তু ফের ভাগ্যের খেল। হংকং ক্রিকেটের অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক মার্ক ফার্মারের ডাকে না বলতে পারেননি।

অংশুমানের কথায়, রাগ-অভিমান যাই থাকুক না কেন, ক্রিকেটই তার ভালোবাসার জায়গা। পুরোনো সতীর্থদের সঙ্গে ফের হাসিঠাট্টা, ক্রিকেটকে উপভোগ করা। এশীয় যুদ্ধে সবকিছুর প্রতিদান হংকংকে ফিরিয়ে দিতে চান বছর সাতাশের ‘ভারতীয়’ অলরাউন্ডার অংশুমান রথ।

গড়াপেটা : কপিলকে খোঁচা যোগরাজের

চণ্ডীগড়, ৮ সেপ্টেম্বর : কপিল দেবের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ নতুন নয়।

একাধিকবার তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার জন্য কপিলকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। দাবি করেছেন, বন্ধু হয়েও পিছন থেকে ছুড়ি মেরেছেন ভারতের সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডার। এদিন ফের কপিলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন যোগরাজ সিং।

উসকে দিলেন কপিলকে ঘিরে বিতর্কিত ম্যাচ গড়াপেটার পুরোনো ঘটনাকে। প্রশ্ন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রশ্ন, কেন কপিলের গড়াপেটার কেস বন্ধ করা হয়েছে। ছাড় দেওয়া হয়েছে মহম্মদ আজহারউদ্দিনকেও। ১৯৯৭ সালের গড়াপেটার ঘটনায় ক্রিকেট বিশ্বে তোলপাড় পড়ে যায়। মনোজ প্রভাকর, মহম্মদ আজহারউদ্দিন, অজয় জাদেজা নির্বাসিত হলেও ছাড় পেয়ে যান কপিল।

দাবি দলকে নষ্ট করেছিল ধোনি-বেদিরা

যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ সেই বন্ধ কেস নিয়েই এদিন বিতর্ক নতুন করে উসকে দিয়েছেন। ভারতীয় টেস্ট দলের প্রাক্তন পেসার বলেছেন, ‘সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা করুন, ম্যাচ গড়াপেটার ফাইল কোথায় গেল। কেন সুপ্রিম কোর্ট কেস বন্ধ করে দিল। কে, কারা ম্যাচ গড়াপেটার সঙ্গে যুক্ত ছিল? প্রথমে কপিলের নাম জড়ায়। তারপর আজহারউদ্দিন এবং আরও অনেক ক্রিকেটারের। কিন্তু সেই ফাইল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেন নতুন করে খেলা হচ্ছে না? কারণ, অনেক কিংবদন্তির নাম জড়িয়ে যাবে।’

সতীর্থদের ক্রিকেটারদের পিঠে ছুড়ি মারার জন্য একযোগে কপিলের পাশাপাশি মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিষেণ সিং বেদীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন যোগরাজ সিং। অভিযোগ, ‘বেদির সম্পর্কে বলতে চাই। একইসঙ্গে কপিল ও ধোনি। দলের সতীর্থদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওরা। প্রকাশ্যেই জোর দিয়ে বলছিল, আমাদের দলকে নষ্ট করেছে অধিনায়করাই। শুধু ইরফান পাঠান নয়, গৌতম গম্ভীর, বীরেন্দ্র শেহবাগও ধোনির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে। হরভজন সিং বলেছে, কীভাবে ওকে মাছির মতো এক টোকায় দল থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। এত অভিযোগ, তারপরও ধোনির মুখে কোনও কথা নয়। আসলে বলার কিছু নেই। অপরাধবোধ থেকেই মুখ খোলে না।’

ছোটবেলার স্মৃতি উসকে গাছতলায় বসে চুল কাটালেন ঋষভ পন্থ। নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করলেন এই ছবি।

সূর্যদের কপালে দুঃখ আছে, হুংকার সলমনের

আবু ধাবি, ৮ সেপ্টেম্বর : বুধবার এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবে ভারত। প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। অবশ্য গ্রুপ লিগে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়ার মূল চ্যালেঞ্জ ১৪ সেপ্টেম্বর। বাইশ গজে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের টক্কর। মহারণের আগে ঘরে-বাইরে পারদ চড়ছে। পহলগাম জঙ্গিহানা, অপারেশন সিঁদুরের ঘটনার প্রেক্ষিতে ম্যাচ ঘিরে উত্তাপ রীতিমতো ঊর্ধ্বমুখী।

একই মাঠে দুই দল প্র্যাকটিস সারলেও ক্রিকেটারদের মধ্যে অদৃশ্য প্রাচীর। এমন গুরুগম্ভীর আবহের মধ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর মহারণের আগে ভারতীয় দলকে হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আলি আঘার। দাবি করছেন, ভারতের কপালে নাকি দুঃখ আছে!

রবিবার ফাইনালে আফগানিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপের আগে প্রস্তুতি ত্রিদেশীয় সিরিজে জিতেছে পাকিস্তান। ম্যাচে মহম্মদ নওয়াজ হ্যাটট্রিক করেন। ৭৫ রানের বিরাট জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে সলমন পরবর্তী লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছেন। জানিয়েছেন, এশীয় যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত। পাখির চোখ ভারত-বধ।

ভারতকে স্পিন জুজু দেখিয়ে সলমন বলেছেন, ‘পরিস্থিতি বুঝে আমরা দুজন স্পিনার খেলাব। সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে প্রতিপক্ষ, পিচ, আবহাওয়ার ওপর। আমি নিশ্চিত, আমাদের স্পিনারদের সামলানো সহজ হবে না ভারতীয় ব্যাটারদের পক্ষে। সমস্যায় পড়বে। ওদের কপালে এবার কিন্তু দুঃখ আছে।’

‘আমাদের স্পিনারদের সামলাতে সমস্যায় পড়বে’

পাক অধিনায়কের আরও দাবি, মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের জন্য তারা পুরোদস্তুর প্রস্তুত। এবার অপেক্ষা মাঠে নামার। ওমান ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরুর পর হাইভোল্টেজ ভারত-যুদ্ধ। তার আগে সলমান দলকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী গলায় বলেছেন, ‘আমরা প্রস্তুত। দলের খেলোয়াড়রা সবাই ভালো ফর্মে রয়েছে। মহম্মদ নওয়াজ দলে ফেরার পর খুব ভালো ফর্মে রয়েছে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- তিন বিভাগেই সাফল্য পাচ্ছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এশিয়া কাপেও এভাবেই দায়িত্ব সামলাবে।’

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের বাইশ গজ নিয়েও বড়সড়ো পূর্বাভাস পাকিস্তান অধিনায়কের। দাবি, খুব বেশি রান হবে না। লো স্কোরিং ম্যাচের সম্ভাবনা বেশি। ১৪০ রানও দুবাইয়ের বাইশ গজে ভালো স্কোর হবে। সাফল্যের চাবিকাঠি মূলত থাকবে বোলারদের হাতে। যারা ভালো বল করবে, তারাই টেক্কা দেবে বাকিদের। আর বোলিং ফ্রেন্ডলি যে পিচে নিজের বোলিং বিভাগের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখছেন। সলমানের দাবি, দলের বোলাররা দারুণ ছন্দে রয়েছে। তিনি আত্মবিশ্বাসী।

ওমানকে হারিয়ে তৃতীয় ভারত

টাইব্রেকারে নায়ক গুরপ্রীত

তোর মধ্যে যে দক্ষতা আছে, তা জানানো দরকার! যদি তোর মধ্যে প্রাণ থাকে, তাহলে প্রাণের স্পন্দন দেখানো দরকার! -গুরপ্রীত সিং সান্ধু

ভারত-১ (উদান্তা)
ওমান-১ (আল হামাদি)

টাইব্রেকারে ভারত ৩-২ ফলে জয়ী

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : খুব খারাপ দশা থেকে ভারতীয় ফুটবলকে আলোর দিশা দেখাচ্ছেন খালিদ জামিল।

সোমবার কাফা নেশনস কাপে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে ওমানের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জয় ভারতের। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ৫৪ ধাপ এগিয়ে থাকা দেশটির বিরুদ্ধে এর আগে দশবার খেলে একবারও জিততে পারেনি ব্লু টাইগার্স। সেইদিক থেকে এই জয় বেশ কৃতিত্বের।

ম্যাচের শুরু থেকে ভারতের জমাট রক্ষণের সামনে খুব বেশি গোলের সুযোগ পায়নি ওমান। একবার ২৭ মিনিটে ভারতীয় ডিফেন্ডারদের বোঝাপড়ার ভুলে নাসির আল রাওয়াহি বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে তাঁর শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বরং প্রতিআক্রমণে বেশ কয়েকবার গোলের মুখ খুলে ফেলেছিল ভারত। ১৬ মিনিটে নিখিল প্রভুর ফ্লিক থেকে আনোয়ার আলির হেড ওমানের গোলরক্ষক আল মুখায়ানি বাঁচিয়ে দেন। এরপর লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের সৌজন্যে ভারত আরও দুইবার গোলের সুযোগ পেয়ে যায়। ৩৯ মিনিটে এই পাহাড়ি ফুটবলারের ক্রস থেকে বিক্রম প্রতাপ সিংয়ের হেড লক্ষ্যে ছিল না। সংযোজিত সময়ে ফের ছাঙ্গতে বক্সে ক্রস রাখেন। এবারও সুযোগ নষ্ট করেন বিক্রম।

শেষ শটে ওমানের হয়ে গোল করা আল হামাদির শট বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। যা খালিদ জামিলের দলকে ব্রোঞ্জ এনে দেয়। হিসরে সোমবার।

৫৫ মিনিটে গোলের মুখ খোলে ওমান। আবদুল্লা ফাওয়াজের ফ্লিক থেকে গোল করে যান আল হামাদি। ওই একবার ছাড়া গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে সেভাবে কোনও পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি। আসলে খালিদের নিজস্ব রক্ষণ জমাট রেখে প্রতিআক্রমণাত্মক নির্ভর ফুটবল যে বেশ কার্যকরী সেটা এই প্রতিযোগিতাতেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আগে বিদেশি কোচদের জমানায় অ্যাটাকিং ফুটবল খেলতে গিয়ে গোল হজম করতেন আনোয়াররা। কিন্তু খালিদের দর্শনই হল, আগে রক্ষণ সামলাও। তারপরে আক্রমণে যাও। গোল করার জন্য খালিদের বড় অস্ত্র সেটপিস। এদিনও তার অন্যথা হল না। ৮০ মিনিটে রাহুল ভেকের লম্বা থ্রো থেকে দানিশ ফারুক ফ্লিকে বল দিলে হেডে গোল করে যান উদান্তা সিং।

নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফলাফল ১-১ থাকায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়নি। টাইব্রেকারে ভারতের হয়ে গোল করেন ছাঙ্গতে, ভেকে ও জিতিন এমএস। ওমানের হয়ে গোল করা আল হামাদির শট বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত। মানোলো মার্কুয়েজ রোকার জমানায় বিশাল কেইথের কাছে ভারতীয় দলের জায়গা হারিয়েছিলেন এই গোলরক্ষক। কিন্তু কাফা নেশনস কাপে দলে জায়গা পেয়ে নিজেকে প্রমাণ করলেন গুরপ্রীত। আরও একবার তাঁর বিশ্বস্ত গ্লাভস হাসি ফুটিয়েছে ফুটবলপ্রেমীদের।

সামনেই এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। তার আগে এই জয় আত্মবিশ্বাস বাড়াবে খালিদের দলকে।

ভারত : গুরপ্রীত, ভালপুইয়া, ভেকে, আনোয়ার, উবেশ (রোশন), ছাঙ্গতে, নিখিল প্রভু (সুরেশ), মহেশ (মনবীর), বিক্রম প্রতাপ (জিতিন), ইরফান (উদান্তা) ও দানিশ (জিকসন)।

জন্মদিনে শুভমানের ভাবনা

ভিভ, বিরাট, শচীনের সঙ্গে নৈশভোজ

দুবাই, ৮ সেপ্টেম্বর : হ্যাপি বার্থ ডে শুভমান গিল।

২৬ বছরে পা। জন্মদিনটা এবার একটু অন্যরকম। এশিয়া কাপের প্রস্তুতিতে এখন ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই দলের অন্দরে সতীর্থদের সঙ্গে কেক কেটে জন্মদিন পালন করেছেন শুভমান। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের জোয়ারে ভেসেছেন। আবার একইসঙ্গে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে মাঠে নামার লক্ষ্যে প্রস্তুতিতে ডুবও দিয়েছেন।

শুভমান নাকি সঞ্জু স্যামসন? এশিয়া কাপ শুরুর আগে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে দলের দুই ওপেনার কারা হবেন, তা নিয়ে জল্পনা, চর্চার শেষ নেই। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী আজ সঞ্জুর হয়ে ব্যাট ধরেছেন। জানিয়েছেন, কুড়ির ক্রিকেটে ওপেনিংয়েই সঞ্জু সবসময় বিপজ্জনক। তাই সঞ্জুকেই এশিয়া কাপে অভিষেক শর্মার সঙ্গে ওপেন করানো হোক। শুভমান অবশ্যই থাকবেন প্রথম একাদশে। কিন্তু অন্য কারও জায়গায় ভারতের টেস্ট অধিনায়ককে ভাবা হোক। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর ভিন্ন। শেষ কয়েকদিনের ভারতীয় দলের অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে সঞ্জুর প্রথম একাদশে থাকার সম্ভাবনা বেশ কম। অভিষেকের সঙ্গে শুভমানই ইনিংস ওপেন করবেন।

এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং জুটি নিয়ে চলা জল্পনা শেষ হবে বুধবার ভারতীয় দল মাঠে নামার পরই। তার আগে আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে শুভমানের একটি সাক্ষাৎকার দুনিয়ার দরবারে এসেছে। যেখানে ২৬ বছরে পা দেওয়া শুভমান জানিয়েছেন, জীবনের কোনও একটি জন্মদিনে তিনি তিন কিংবদন্তি স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস, বিরাট কোহলি ও শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে নৈশভোজ সারতে চান। টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়কের কথায়, 'জানি না আমার এমন ভাবনা কখনও বাস্তব হবে কিনা। কিন্তু আমি কোনও এক জন্মদিনে স্যর ভিভ, বিরাটভাই ও শচীন স্যরের সঙ্গে নৈশভোজ করতে চাই। আমি ওঁদের আমন্ত্রণ জানাতে চাই।' শুভমান বরাবরই পাঞ্জাবি গান পছন্দ করেন। তাঁর পছন্দের খাবার লাচ্ছা পরোটা ও বাটার চিকেন। কিন্তু সেই খাবার খাওয়ার সুযোগই হয় না। তাঁর প্রিয় বন্ধু ঈশান কিষান। যাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে পছন্দ করেন। ভিডিও গেমেও বিশাল আগ্রহ রয়েছে তাঁর। কিন্তু সেভাবে খেলার সময়ই পান না। শুভমানের কথায়, 'হয়তো ইচ্ছা অনেক কিছুই করে। কিন্তু সব কিছু তো চাইলেই হয় না। তাছাড়া একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমায় অনেক ব্যাপারেই সতর্ক থাকতে হয়।'

জন্মদিনে শুভেচ্ছার বন্যায় ডুবে থাকা শুভমানকে আজ সন্ধ্যায় দুবাইয়ের আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে দীর্ঘসময় ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গিয়েছে। কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গেও মাঠের মাঝে আলোচনা করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। এদিকে, প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ আজ টিম ইন্ডিয়াকে সতর্ক করেছেন। তাঁর মনে হচ্ছে, ওপেনার নিয়ে বেশি ভাবতে গিয়ে দলের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে ভারতের। ২০২৩ সালে যখন টিম ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কার মাটিতে এশিয়া কাপ জিতেছিল, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল ও রবীন্দ্র জাদেজা ছিলেন প্রথম একাদশে। এবার তিন নম্বর অলরাউন্ডারের সমস্যায় ভুগতে পারে ভারত, মনে হচ্ছে কাইফের।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় শুভমান গিল।

জেমি, আলবার্তোকে নিয়ে স্বস্তি বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : প্রস্তুতি ম্যাচ। তবুও সাবধানি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। সোমবার নিভৃতে এফসি গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতি সারল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

ঘরির কাঁটায় তখন বিকেল সাড়ে চারটে। অন্যদিনের মতোই সবুজ-মেরুন তাঁবুতে সবে সমর্থকদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। উপলক্ষ্য গোয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের আগে দলকে উদ্দীপ্ত করা। কিন্তু একি! ফুটবলাররা তার মধ্যেই মাঠ ছাড়তে শুরু করে দিয়েছেন। আসলে মঙ্গলবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের সময় সকাল দশটা। কড়া রোদে খেলতে হবে। যে কারণে এদিন দুপুর সাড়ে ৩টায় অনুশীলন রেখেছিলেন মোহনবাগান কোচ মোলিনা। সেটাও রুদ্ধদ্বার। এর থেকেই স্পষ্ট প্রস্তুতির জন্য হলেও ম্যাচটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই দেখছেন সবুজ-মেরুন কোচ।

গোয়া ম্যাচের আগে বেশ কিছু বিষয় স্বস্তি দিচ্ছে মোহনবাগান থিংকট্যাংককে। এক গোয়া ম্যাচের আগে জেমি ম্যাকলারেন পুরোদমে মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন। এছাড়া রবিবার বিশ্রাম থাকলেও এদিন মাঠে নামলেন আলবার্তো রডরিগেজ। অনিরুদ্ধ থাপা ছাড়া এই মুহূর্তে দলে চোট-আঘাতের কোনও খবর নেই।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে অভিযান শুরুর আগে এই প্রস্তুতি ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই নিজের শক্তি এবং দুর্বলতাগুলো একইসঙ্গে পরখ করে নিতে চাইবেন মোলিনা। বিশেষত নজর থাকবে নতুন যোগ দেওয়া রবসন রোবিনহোর দিকে। জেমি, জেসন কামিংসদের সঙ্গে তাঁর জুটি কতটা সফল হবে একটু হলেও তার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি মেহতাব সিং, আলবার্তো, টম অ্যালড্রেডদের পাশে অল্প সময় কতটা মানিয়ে নিলেন চোখ থাকবে সেদিকেও। ডুরান্ড কাপে ফুটবলারদের ফিটনেসের অভাব যথেষ্ট ভুগিয়েছে মোহনবাগানকে। সেদিক থেকেও কতটা উন্নতি করতে পারলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, সাহাল আব্দুল সামাদরা-বোঝা যাবে গোয়া ম্যাচেই।

মাধবনের সঙ্গে অ্যাকশনে ধোনি

বেঙ্গালুরু, ৮ সেপ্টেম্বর : ইনস্টাগ্রামে আর মাধবন একটি টিজার পোস্ট করেছেন। যেখানে টাস্ক ফোর্স লেখা পোশাকে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে বন্দুক তাক করতে দেখা যাচ্ছে। বাস্তবে নয়, সিনেমার শুটিংয়ে। ভাসন বালার পরিচালিত 'দ্য চেজ' সিনেমায় মাধবনের সঙ্গে অ্যাকশনে দেখা যাবে ধোনিকে। যা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে টিজারে দেওয়া মাধবনের ক্যাপশনেই। তিনি লিখেছেন, 'একটাই লক্ষ্য। মুখোমুখি দুইজন। দুর্দান্ত লড়াই শুরু।' এই যোদ্ধা দুইজনেরই একজন ধোনি, অন্যজন মাধবন। টিজারে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দুইজনেই বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে আছেন, চোখে রোদচশমা, হাতে বন্দুক। মাধবনের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, 'দ্য চেজ' সিনেমায় ধোনিকে কোনও ছোট চরিত্রে নয়, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাতেই দেখা যাবে। টিজার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাহির ভক্তদের মধ্যে তা আলোড়ন ফেলেছে।

একটাই লক্ষ্য। মুখোমুখি দুইজন। দুর্দান্ত লড়াই শুরু। -আর মাধবন

রেকর্ড ভাঙতে পারে বৈভব

প্রীতিরা অপমান করে, অভিযোগ গেইলের

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : তিনি মজা করতে ভালোবাসেন। তিনি সবসময়ই ফুরফুরে মেজাজে থাকেন।

ক্রিস গেইল মানে একদিকে যেমন হাসি, ঠাট্টা, মজা। ঠিক তেমনই ব্যাট হাতে বিস্ফোরণ। বোলারদের আতঙ্ক। এহেন গেইলও মানসিক অবসাদে ভুগতে পারেন, কে আর জানত!

এক পডকাস্টে হাজির হয়ে নিজের জীবনের অজানা দিক আজ তুলে ধরেছেন গেইল। জানিয়েছেন, প্রীতি জিন্টার পাঞ্জাব কিংস তাঁকে অপমান করেছিল। খেলার সুযোগই দেয়নি। এমনকি তাঁর সঙ্গে বাচ্চা ছেলের মতো ব্যবহার করা হত বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন ক্যারিবিয়ান তারকা।

২০২১ সালের পর আইপিএলের আসরে গেইলকে আর দেখা যায়নি। কেরিয়ারের শেষ তিন বছর গেইল ছিলেন পাঞ্জাব কিংসে। আর সেই সময়ই তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। গেইলের কথায়, 'পাঞ্জাবের জন্যই আমার আইপিএল কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওরা আমায় অসম্মান করেছিল। প্রথম একাদশের বাইরে বসিয়ে রাখত। বাচ্চা ছেলের মতো ব্যবহার করত। আইপিএলের শেষ তিন বছরে মানসিক অবসাদে চলে গিয়েছিলাম আমি। ওই সময় টাকার কোনও গুরুত্ব ছিল না আমার কাছে। শুধু মানসিক শান্তি চাইছিলাম।' গেইল আইপিএলের যে সময়টার কথা উল্লেখ করেছেন, তখন করোনার দাপাদাপি ছিল। ক্রিকেটারদের থাকতে হত বায়োবাবলের বেড়াজালের মধ্যে। গেইলের কথায়, 'জীবনের ওই সময়টা কখনও ভুলতে পারব না। পাঞ্জাবের কোচ ছিল অনিল কুম্বলে। আমি ওকে আমার মনের সমস্যার কথা বলেওছিলাম। বাস্তবে লাভ হয়নি।'

পাঞ্জাবের জন্যই আমার আইপিএল কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওরা আমায় অসম্মান করেছিল। প্রথম একাদশের বাইরে বসিয়ে রাখত। বাচ্চা ছেলের মতো ব্যবহার করত। আইপিএলের শেষ তিন বছরে মানসিক অবসাদে চলে গিয়েছিলাম আমি। -ক্রিস গেইল

তাঁর ক্রিকেট জীবনের শেষ কয়েকটা বছরের যন্ত্রণা তুলে ধরার পাশে বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট নিয়েও মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেটের আগামীর তারকা বৈভব সূর্যবংশীকে তাঁর দারুণ লাগে। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ৬৬ বলে তাঁর করা ১৭৫ রানের ইনিংস ভেঙে দিতে পারেন বৈভব। গেইলের কথায়, 'বৈভব দুর্দান্ত প্রতিভা। যে কোনও দিন আইপিএলে ও আমার ১৭৫ রানের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে। ওর ভয়ডরহীন ক্রিকেট দেখে আমি মুগ্ধ। বৈভবের বয়সে আমি স্কুল ক্রিকেট খেলতাম।'

মাসের সেরার দৌড়ে সিরাজ

দুবাই, ৮ সেপ্টেম্বর : আইসিসি-র মাসের সেরার সংক্ষিপ্ত তিনজনের তালিকায় জায়গা পেলেন ভারতের তারকা পেসার মহম্মদ সিরাজ। অগাস্ট মাসের সেরা প্লেয়ার হওয়ার দৌড়ে সিরাজের দুই প্রতিপক্ষ হলেন দুই জোরে বোলার নিউজিল্যান্ডের ম্যাট হেনরি ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেডেন সিলস। ইংল্যান্ড সফরে সাফল্যের (সর্বাধিক ২৩ উইকেট নেন) সুবাদে সেরাদের দৌড়ে জায়গা করে নিয়েছেন সিরাজ।

সুপার কাপের আগেই শিল্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : সুপার কাপ শুরুর আগেই অক্টোবরে শিল্ড আয়োজনের পথে এগোচ্ছে আইএফএ।

ফেডারেশনের কাছে শিল্ড আয়োজনের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। আশা করা হচ্ছে এক থেকে দুইদিনের মধ্যে ফেডারেশনের সম্মতিপত্র চলে আসবে। কলকাতার তিন প্রধান ছাড়াও ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে শিল্ডে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে। ৮ অথবা ৬ দল নিয়ে গ্রুপ ও নকআউট ভিত্তিতে হবে টুর্নামেন্ট।

এদিকে সোমবার আইএফএ লিগ সাব-কমিটির সভায় কলকাতা ফুটবল লিগে মোসারার্সের বিরুদ্ধে দল না নামানোয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ২ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হল। ৩ পয়েন্ট পেল মেসারার্স। অন্যদিকে সাদার্ন সমিতি না খেলায় ওই ম্যাচের পুরো পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে পৌঁছে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। সাদার্নেরও ২ পয়েন্ট কাটা হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা চেয়ে ক্লাব জোটের চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : আবারও সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দরবারে আইএসএল ক্লাব জোট।

ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা কাটাতে

ফেডারেশনকে পরামর্শ

উদ্যোগী হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দেশের পেশাদার লিগ আয়োজনের জন্য 'কমার্সিয়াল পার্টনার' চেয়ে দরপত্র প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। বিচারপতি নাগেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটিও গড়ে দেওয়া হয়েছে তার জন্য। এরই মধ্যে সুপার কাপ শুরুর দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে এআইএফএফ। সেই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে আইএসএলের ক্লাব জোট নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল। কলকাতার তিন প্রধান এবং সদ্য উত্তীর্ণ হওয়া ইস্টার কাশী এফসি বাদে আইএসএলের দশ ক্লাব ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, 'সুপার কাপ আয়োজনে তৎপরতা দেখিয়ে ফেডারেশন দিনক্ষণ ঘোষণা করায় ক্লাবগুলির পরিকল্পনায় সুবিধা হবে।' ফেডারেশনকে ক্লাব জোটের পরামর্শ, 'এমন কোনও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হোক যারা আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল। একইসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারবে, অতীতে ঋণখেলাপির নজির নেই। তাতে বর্তমানে ভারতীয় ফুটবল ঘিরে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি হবে না।'

এদিকে, আইএসএলের ক্লাবগুলিকে একযোগে একটি চিঠি দিল ফেডারেশন। যেখানে সুপার কাপে তাদের অংশগ্রহণের বিষয় নিশ্চিত করার জন্য ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সৌরভ রায়। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

মেখলিগঞ্জকে জেতালেন সৌরভ

মাথাভাঙ্গা, ৮ সেপ্টেম্বর : ঝংকার ক্লাবের কল্পনা বর্মন ট্রফি ফুটবলে সোমবার মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ১-০ গোলে নিশিগঞ্জ একাদশকে হারিয়েছে। গোল করেন ম্যাচের সেরা সৌরভ রায়। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে মাটিয়ারকুঠি পিএসএস ও আলিপুরদুয়ার জংশনের বিবেকানন্দ ক্লাব।

চ্যাম্পিয়ন রায়মনা ফ্রেন্ডস এফসি

কোচবিহার, ৮ সেপ্টেম্বর : খারিজা কাকড়িবাড়ি স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল গোসাইগাঁওয়ের রায়মনা ফ্রেন্ডস এফসি। রবিবার ফাইনালে তারা ফস কিং ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জিতেছে। খারিজা কাকড়িবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালের সেরা উরকো মুসাহারি গোল করেন। প্রতিযোগিতার সেরা রায়মনার সান্দুয়ান ব্রহ্ম।

মেঠো ঝামেলায় ম্যাচ স্থগিত

ঘোকসাডাঙ্গা, ৮ সেপ্টেম্বর : বাবুরডাঙ্গা সবুজ সংঘের ব্রজেন দাস ট্রফি ফুটবলে সোমবার উনিশবিশা আমবাড়ি নেতাজি ক্লাব ও ফালাকাটার চুয়াখোলা মডার্ন ক্লাবের প্রথম সেমিফাইনাল স্থগিত রাখা হল। সবুজ সংঘের সচিব অজিত বর্মন জানিয়েছেন, আমবাড়ি ২-১ গোলে এগিয়ে থাকাকালীন ফাউল দেওয়া নিয়ে দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। তারমধ্যেই এক সমর্থক মাঠে ঢুকে এক খেলোয়াড়ের উপর চড়াও হন। ফলে মাঠে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। যার জেরে আয়োজক কমিটি ম্যাচ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। মঙ্গলবার দুই পক্ষের উপস্থিতিতে পরবর্তী দিন ধার্য করা হবে।

খেতাব জগন্নাথ ক্লাবের

মানিকগঞ্জ, ৮ সেপ্টেম্বর : কাঠেরব্রিজ কৃষি বাগান নব মিতালি সংঘের তরণীকান্ত দত্ত ও প্রাণেশ দে ট্রফি একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জগন্নাথ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ১-০ গোলে জয়ন্ত একাদশকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। *ছবি : অমিতকুমার রায়*

ট্রফি নিয়ে উল্লাস জগন্নাথ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের।

ধারাভাষ্যে সানি-শাস্ত্রীর সঙ্গে অরুণও

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বাংলাদেশি আম্পায়ার

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এশিয়া কাপের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে নামবে ভারত। ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ। ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচে দায়িত্বে বাংলাদেশি আম্পায়ার।

সোমবার টুর্নামেন্টের আম্পায়ারদের নাম প্রকাশ করেছে এশীয় ক্রিকেট সংস্থা। আম্পায়ারদের তালিকায় রয়েছেন ভারতের দুজন বীরেন্দ্র শর্মা ও রোহন পণ্ডিত। ভারত-পাক ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে বাংলাদেশের দুই আম্পায়ার। শ্রীলঙ্কার রুচিরা পাল্লিয়াগুরুগের সঙ্গে মাঠে থাকবেন বাংলাদেশের মাসুদুর রহমান। তৃতীয় আম্পায়ার বাংলাদেশেরই গাজি সোহেল। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি প্রাইক্রফট।

এদিকে, কমেন্ট্রি বক্সে অভিষেক ঘটতে চলেছে ভারতীয় দলের প্রাক্তন দুই সহকারী কোচ ভরত অরুণ ও অভিষেক নায়ারের। সম্প্রচার সংস্থার তরফে সোমবার এশিয়া কাপের ধারাভাষ্যকারদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে। সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে কমেন্ট্রি বক্সে দেখা যাবে অরুণ ও অভিষেককে।

ইংরেজি, হিন্দি সহ একাধিক ভাষায় ম্যাচের ধারাবিবরণী শোনা যাচ্ছে। ইংরেজি ভাষ্যকারদের মধ্যে গাভাসকার, শাস্ত্রী ছাড়াও রয়েছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার, রবিন উথাপ্পা, ওয়াসিম আক্রম, ওয়াকার ইউনিস। হিন্দি ধারাভাষ্যে অজয় জাদেজা, সাবা করিম, ইরফান পাঠান, বীরেন্দ্র শেহবাগের সঙ্গে ভরত, অভিষেক।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা চীনু সাহা - কে 29.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83C 53374 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "সময়ের সাথে সাথে আমি অনেক সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে জয়ী হতে দেখেছি। আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং এটি আমার জীবনের সেরা সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি ছিল - কারণ আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি। এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।